পণ্ডিত

বিদ্যাসাগর

শ্রীহরিদাস চক্রবর্ত্তী

সন্ধ্যা, রাণু, শিশির,

ছাপা থেকে প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা হাতে পেয়েই তোমরা খুশি হয়েছিলে ব্যস্ত হয়েও উঠেছিলে বিলম্বিত ব্যবস্থায়। শ্রীপরেশ সান্যাল, শ্রীপরিমল রায় চৌধুরী ও শ্রীতারাপদ বসুর সাহায্যে পুস্তকাকারে আলোকে প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে সব জিনিষের মত সময়ও দুর্লভ; ব্যস্ততার মাঝে দু' চারটী ভুল ত্রুটিতে অপরাধ নেই।

"বিদ্যাসাগরের উপার্জ্জিত সম্পত্তি লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিতেছি।"
(বঙ্কিমচন্দ্র)

"এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল —বলিতে পারি না" (রবীন্দ্র নাথ)

—"সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা তা নয়
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়"

(সত্যেন্দ্র নাথ)

ঘন তমসার যুগে বিদ্যাসাগর লোকোত্তর প্রতিভা, ঋষি কল্প দৃষ্টি নিয়ে জন্মে ছিলেন। তখন দেশ অশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্তসার শূন্য সভ্যতা আর অন্ধ পরানুকরণের মোহে আচ্ছন্ন ছিল। বিদ্যাসাগর সেই মোহ থেকে মুক্তি মন্ত্র পড়েছেন, অশিক্ষার জঞ্জাল ঘেঁটে বিদ্যারত্ন আহরণ করেছেন—সমুদ্র মন্থন করে সাহিত্যামৃত বণ্টন করেছেন—পুরুষ সিংহের মত তিনি ধর্ম্মান্ধতা ও প্রচলিত প্রথাকে আঘাত করেছেন। রামকৃষ্ণ—রামমোহনোত্তর বাংলায় বিদ্যাসাগর একটী সময় নিয়ামক স্তম্ভ। পুনোরুত্থান যুগের তিনিই সূচনা।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবী মতবাদের দ্বন্দ্বে কলুষিত। দিশাহারা মানুষের আত্ম প্রত্যয় কর্ত্তব্য-বুদ্ধি বিভ্রান্ত। মতের চেয়ে মানুষ বড়; আমরা একটা বিরাট মানবতা খুঁজে পাই বিদ্যাসাগরের মাঝে।

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব—বিধবা বিবাহের নিস্ফল প্রচেষ্টা নয়; দীন দুঃখীর জন্য অসীম কারুণ্য ও নয়, শিক্ষার প্রতি তার মমতাই তাঁকে মহিয়ান করেছে।

অকৃত্রিম ত্যাগে যে শিক্ষা ব্রত গ্রহণ করে ছিলেন,—পণ্ডিতের শেষ কয় বছরের জীবনে তাহাই রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। পণ্ডিতকে সার্থক নামা করেছে শিক্ষার সাধনা। তাঁর কর্ম প্রতিভা— অতিক্রম করেছে গতানুগতিক পথাকে পারি পার্শ্বিকতার প্রভাব তাঁকে ক্ষুন্ন করতে পারেনি। সময়ের স্রোত তিনি অস্বীকার করে চলেছিলেন তাই তিনি বিপ্লবী।—তিনি মহৎ—তাঁর জীবন আদর্শ।

আদর্শ চরিত্র বহুল প্রকাশের প্রয়োজন আছে। আর প্রচার সফল হয় লোকসাহিত্যে। এই সহজ উপায়ে সূক্ষ্ম সময় নিষ্ঠা ও ঘটনার পারম্পর্য্য বিচারকে এঁড়িয়ে গেছি।

মহৎ জীবনের আলোচনার বিপদও আছে। মূঢ়তা বশে চরিত্র ক্ষুন্ন হয়—আবার পারিপার্শ্বিক চরিত্র গুলির উপর অবিচারও হয়। এই সবই নাটকীয় প্রয়োজনে করতে হয়েছে—তা বলে তাদের মহত্বে সন্দেহ প্রকাশ আমার উদ্দেশ্য নয়।—

ইতিপূর্ব্বে এবিষয়ে আর এক খানি নাটক রচিত হয়েছে।— সাগরে বিদ্যাবত্নের অভাব নেই। "—যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে—" পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের আখ্যান ভাগ এই।—তাঁহার মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব ঐখানে।

শুধু—নাট্যের দিক ভেবেই এই বই লিখিনি। তোমাদের কথা মনে করে—একে সুপাঠ্য করতেও চেষ্টা করেছি। তোমাদের কাছে—পণ্ডিত বিদ্যাসাগর শুধুই আদর্শ নয়--আদরনীয় ও হবে।

কলিকাতা।

বিদ্যাসাগর জন্মতিথি,

'[illegible]' ১৩৫৩ সাল।

তোমাদের—কাকামণি

বই থেকে সাহায্য নিয়েছি :

রামতনু লাহিরী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ— শিবনাথ শাস্ত্রী
বিদ্যাসাগর— শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন
বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগর (নাটক) বনফুল
বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
বিদ্যাসাগর ” হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বাংলা অভিধান—সুবল চন্দ্র মিত্র
স্বরচিত জীবনী
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী
মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী
সংবাদ পত্রে সেকালের কথা—
বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রন্থাবলী—
রাম প্রসাদ—সঙ্গীতাবলী
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিবিধ গ্রন্থ—
কালীদাসের গ্রন্থাবলী—
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ সেন,

এবং আরো অনেক—

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; দীনবন্ধু ; শম্ভুচন্দ্র ; নারায়ণ।

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ; প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ।

মদন মোহন তর্কালঙ্কার ; রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ;

ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ভূদেব মুখোপাধ্যায় ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

রেঃ কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী ; রামগোপাল ঘোষ ; রাধানাথ শিকদার

প্যারীচাঁদ মিত্র ডাঃ নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

মিঃ হ্যালিডে ; মিঃ মার্শেল ; মিঃ বেথুন।

মাতঙ্গীপদ ভট্টাচার্য্য ; শ্রীমন্ত, ; হারাধন ;

মতিবাবু ; তিনকড়ি ; সনাতন ;

রামলোচন ; চাপরাশী ;

পিওন, গ্রামবাসী, পণ্ডিত,

গুণ্ডা, দারোয়ান :

সহকারী ; ছাত্র ও

সাঁওতালগন।

ভগবতী দেবী

দীনময়ী ; ভবসুন্দরী ; বিরজা ; কালীতারা ; উন্মাদিনী।

পণ্ডিত বিদ্যাসাগর

১ম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসত বাড়ীর কক্ষ।

অভ্যন্তরে অতি সামান্য আসবাব, বিদ্যাসাগর চিন্তা করিতেছেন আর মাঝে মাঝে খাগের কলম মুঠি করিয়া ধরিয়া লিখিতেছেন

স্ত্রী দীনময়ী প্রবেশ করিল

দীনময়ী। বেলা যে অনেক হ'লো, এবার উঠ্‌বে না?

বিদ্যাসাগর। (মুখ না তুলিয়া) হু—

দীনময়ী। হু,—কি গো? বেলা যে পড়ে এলো। স্নান নেই, খাওয়া নেই, অমন করলে শরীর টিক্‌বে নাকি?

বিদ্যাসাগর। এই যাই—

দীনময়ী। (সম্মুখে—একেবারে গায়ের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়া) না, ওঠ এইবার। দেখ্‌ছো শরীরটা কি হচ্ছে?

বিদ্যাসাগর। শরীরের কথা বলছো, নতুন বৌ? সারাজীবন এমনি ভাবে চলছে – জীবন সংগ্রাম—

দীনময়ী। (ঝাঁজে) আমরা কি বড় লোকের ঝি? আমাদেরও খেটেই খেতে হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। তা ঠিক। তবু আমি তখন বালক ছিলাম—

দীনময়ী। কষ্ট করে বিদ্যা শিখেছিলে, ভাল চাকরীও পেয়েছিলে। সেই চাকরী ছেড়ে দিলে কেন?

বিদ্যাসাগর। কেন? সম্মান। মর্য্যাদা খুঁইয়ে আমি চাকরী করতে পারি না দীনময়ী! অর্থের জন্য এই দাসত্বকে আমি ঘৃণা করি। এতে কি তুমিই খুসী হতে—নতুন বৌ?

দীনময়ী। দুঃখ কেন? চাকরীর জন্যই তো বিদ্যা শিক্ষা। তাই যদি না হ'লো, সেই চাকরীই যদি না করবে—তবে এত বিদ্যা শিক্ষা কেন?

বিদ্যাসাগর। কেন? কি বলছো তুমি?

দীনময়ী। ঠিকই বলছি। আমার পিতা গরীব ছিলেন। তুমি লেখাপড়া শিখেছ দেখে তোমার হাতে আমাকে দিয়েছিলেন মেয়ে সুখ পাবে। কিন্তু কি সুখ পেয়েছি? একখানি ভাল শাড়ী? এই দেখ আমার হাতগুলি খালি।

(হাত তুলিয়া দেখাইল)

বিদ্যাসাগর। তুমি শাড়ী—গহনা চাও দীনময়ী?

দীনময়ী। কেন চাইব না? সব মেয়েই তা চায়।

বিদ্যাসাগর। ও—মা, মা।

(বিদ্যাসাগর উত্তেজনায় ডাকিতে লাগিলেন। ভগবতী দেবী প্রবেশ করিলেন—লাল শাড়ী পরিধানে, হাতে দুইগাছি মাত্র শাখা)

ভগবতী। বাবা!

বিদ্যাসাগর। এই আমার মা। মা, তোমার বউ বলছে—প্রত্যেক নারীই গহনা চায়। না, তা চায় না। একদিনের গল্প শোন। তখন পিতামহ নিরুদ্দেশ। পিতা অতি সামান্য বেতনে কলিকাতায় চাকরী করেন। কোনরূপে মাসে দুইটী টাকা সংসারের খরচ নির্ব্বাহের জন্য পাঠান, তাতেই পিতা-

মহী ও তাঁর পুত্র বধুর দিন যায়। মাসের শেষে অনেকগুলি দিন অনাহারেও যায়। —সেই দিনে গৃহে অতিথি এলো। পিতামহীর এমন কোন পুঁজি নেই, যা'দিয়ে সেইদিনে অতিথি সৎকার হ'তে পারে। অথচ তাদের কাছে অতিথি নারায়ণ। নতমুখে বধু সব দেখলে,—বুঝলে। তারপর নীরবে শেষ সম্বল হাতের দুই গাছি রূপার রুলি খুলে শাশুরীর হাতে দিলে। —আর সেই রুলি বাঁধা দিয়ে সেই দিন অতিথি সৎকার হয়েছিল, বুঝেছ?

ভগবতী। বাবা।

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ—সে আমার মা। আমার এই স্বর্গাদপি গরীয়সী মা। আর তুমি তার পুত্রবধু।

ভগবতী। পাগল! তুই আজ স্নান করবিনে? তোর খাওয়া নেই?—

বিদ্যাসাগর। এই যে—যাই মা।

ভগবতী। তুমিও যাও বৌমা, ওকে খেতে দাও।

(দীনময়ী বাহিরে গেল)

এসব তোর কি হচ্ছে বাবা,—সারাদিন এই পুঁথি পত্তর নিয়ে নাওয়া খাওয়া সব ভুলে আছিস্—

বিদ্যাসাগর। মা, আমরা বাংগালী জাতি, সভ্যতার গর্ব্ব করি। অথচ সভ্যতার বাহন যে ভাষা, সেই ভাষা আমাদের ভবিষ্যত বংশ-ধরদের শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থাই নেই। একটা বিদ্যালয় নেই, ছেলেদের হাতে দিতে পারি এমন একখানি বই নেই। আছে কদাচার আর কুসংস্কার। শিক্ষা না পেলে এই জাতির মুক্তি নেই।

ভগবতী। হাঁ বাবা, আমরা মূর্খ।

বিদ্যাসাগর। শিক্ষাহীন আর স্বাস্থ্যহীন একই। মা, এই শিক্ষাকেই আমি জীবনে পুণ্য ব্রত রূপে গ্রহণ করেছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

ভগবতী। এ আমার সৌভাগ্য বাবা। তোর সাধনা সার্থক হোক।

বিদ্যাসাগর। পৃথিবীর আলো তুমিই আমাকে প্রথমে দেখিয়েছিলে—জ্ঞানের আলোও তুমিই জেলে দিয়েছ, সে আলোর বর্ত্তিকা বহন করার শক্তি পাবো তোমার আশীর্ব্বাদে।

(ভ্রাতা দীনবন্ধু প্রবেশ করিল)

দীনবন্ধু। শুনেছ দাদা—নবকুমার ডাক্তার শচী বামনীর অশ্বত্থ গাছটার কি দশা করেছে?

বিদ্যাসাগর। কি হয়েছে দীনবন্ধু?

দীনবন্ধু। নাড়াজোল রাজ বাড়ীর ডাক্তার হ'য়ে, হাতী চেপে গাঁয়ে এসে, বড়লোকি দেখানো—তা বাপু আমাদের অশ্বত্থ গাছটা কেন? ঠাকুমা ঐ গাছ প্রতিষ্ঠা করতে ভারি উৎসব করেন আর তুই বাপু—

ভগবতী। গাছটার কি করেছে?

দীনবন্ধু। গাছটার একটী ডালাও রাখেনি। কেটে সব হাতীকে দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর। তোরা সব ছিলি কোথায়?

দীনবন্ধু। আমরা নিষেধ করেছিলাম—

বিদ্যাসাগর। (রেগে—দাঁড়িয়ে) তবু কাট্‌লে? তোরা মর। মরতে পারিস্‌নি? তখন আমি লাঠি হাতে স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে গাছ রক্ষা করবো। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত, না—তুই—ই যা। ডেকে আন নবকুমারকে। আস্পর্দ্ধা!

(দীনবন্ধু বাহিরে গেল)

ভগবতী। বাবা!

বিদ্যাসাগর। মা, আমার পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত গাছ, আমি জীবিত থাকতে কাট্‌লে—অথচ একদিন এই নবকুমারকে—

(বিদ্যাসাগর বসিয়া পুস্তকে মন দিলেন)

ভগবতী। ও কিরে, তুই আবার বস্‌লি?

বিদ্যাসাগর। এই যাই মা। (হারাধন হিসেবের খাতা বগলে প্রবেশ করিলে ভগবতী দেবী বাহিরে গেল)

বিদ্যাসাগর। আরে কে? হারাধন খুড়ো যে, এস, এস, বসো। এই—এইখানে বসো। (তক্তার পার্শ্বে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন)

হারাধন। তা বসছি বাবা—তুমি লেকাপড়া করছো কর। এইপথে তাগাদায় যাচ্ছিলেম—

(শ্রীমন্তের প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। বড় বাবু—আমাকে ডাক্‌লে—?

বিদ্যাসাগর। তোকে—? না।

শ্রীমন্ত। তোমার নাওয়া খাওয়া নেই? (হতাশ ভঙ্গি)

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ—যাচ্ছি। এ জাতি ডুব্‌বে। ডুব্‌বে না কেন বলতে পারো, খুড়ো? জাতির শিক্ষা নেই—শ্রদ্ধাও নেই। এতখানি মূর্খ আমরা, নিজেদের ভাল মন্দ বুঝিনে। বুঝেছ খুড়ো?

শ্রীমন্ত। তা মুদির পো তুমি—এমন অসময়ে— (অপ্রসন্ন মনে বাহিরে গেল)

বিদ্যাসাগর। আরে—খুড়ো বসে আছে, ছিরু ছিরু—খুড়োকে তামাক দে।

হারাধন। দেখ, বাবা, ছেলেটাকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছি। মুদির ছেলে অত হাঙ্গামা কেন বাপু,—না সে নেকাপড়া শিখবে—বুঝেছ আজ সবাই বিদ্যেসাগর হবে! (হাসি)

বিদ্যাসাগর। (হাসিয়া) কেন হবে না খুড়ো? ঐ তোমাদের দোষ, এই করেই দেশের সর্ব্বনাশ করলে। মুদির ছেলে বলে লেখাপড়া শিখবে না কেন?

হারাধন। দরকার কি বাপু নেকাপড়া শিখে? জাত ধর্ম্ম খোঁয়াবে। তখন আর এই মুদির দোকান মাথায় বয়ে, হাট করতে মনে ধরবে? অপমান হবে। লাভ হবে সহরে গিয়ে বাবুয়ানি শিখে আসবে।

বিদ্যাসাগর। তা কেন খুড়ো—? শ্রদ্ধা আসে শিক্ষা থেকে, সৎশিক্ষায় কখনও বিপথগামী হয় না। বরং সামাজিক কর্ত্তব্যজ্ঞান বাড়বে।

(এই সময়ে ঠাকুরদাস খরম পায়ে ঢুকিলেন)

ঠাকুরদাস। বাবা ঈশ্বর,—আরে হারাধন যে—এইখানে বসে আছ? খালিমুখে? তামাক কই? ছিঁড়ে—

হারাধন। না কত্তা, এখন গিয়েই চান-আহার হবে, এখন আর তামাক নয়।

ঠাকুরদাস। কি যে বল হারাধন, তৈল তামাক ভক্ষণ তবে না স্নানের লক্ষণ। (হাসি) আগে তামাক চাই। একটা নেশা, হাঁ, একটা নেশা না হ'লে পুরুষের চলে না। তা অনেকদিন এদিকে তোমাকে দেখি নি?

হারাধন। হাঁ কত্তা—তা আছেন ক্যামন?

ঠাকুরদাস শমনের অপেক্ষা এখন। (হাসি) হাঃ হাঃ—কেটে যাচ্ছে। দিন যায় আর রাত্রি আসে—

(এই সময়ে দীনবন্ধুর সঙ্গে ডাঃ নবকুমার প্রবেশ করিল)

ও—আচ্ছা, চল হারাধন, আমার ঘরে বসবে। এরা সব লেখাপড়া জানা লোক। আমরা মূর্খ বোকা, কিন্তু তাও জেনো হারাধন, ঐ বিদ্যাসাগরকে একদিন এই শর্ম্মারামই হাতে ধরে লেখাপড়া শিখিয়েছে। এখন সে মস্ত পণ্ডিত—বিদ্যাসাগর—হাঃ হাঃ— (হাসিতে হাসিতে হারাধন ও ঠাকুরদাস বাহিরে গেলেন)

বিদ্যাসাগর। এস নবকুমার, ভাল আছো?

নবকুমার। কিন্তু এ কি আপনার ব্যবহার—একটা মুদি, অতি সামান্য লোক—তাকে নিজের ঘরে তক্তার উপরে বসাতে আপনার লজ্জা বোধ হয় না?

বিদ্যাসাগর। তোমাদের খান কয়েক চেয়ার আছে, তোমরা বড়লোক। কিন্তু আমি দরিদ্র। এদের সঙ্গে মিশে আমি যত খুসি হই, বড়লোকদের সঙ্গে তত তৃপ্তি পাই না। আমার সঙ্গে বসলে তোমার যদি নিন্দা হয়—আর এস না। আমার নিকট ধনী দরিদ্র সমান।

নবকুমার। আমাকে কেন ডেকেছেন?

বিদ্যাসাগর। কৈ? আমার কোন প্রয়োজন ছিল মনে পড়ছে না তো!

দীনবন্ধু। সেই অশ্বত্থ গাছ—পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত—

বিদ্যাসাগর। ও—হাঁ, নবকুমার, তুমি আমার পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ গাছের ডালা কেটে হাতীকে দিয়েছো?

নবকুমার। যায়গাটা আমাদের ছিল -

বিদ্যাসাগর। না। আমার পিতামহী যায়গা কিনে নিয়েছিলেন।

দীনবন্ধু। গাছ প্রতিষ্ঠায় ভারী উৎসব করেছিলেন।

নবকুমার। তা হাতী—

বিদ্যাসাগর। হাতীর কথা বলছো আমাকে? নবকুমার, আজ হাতী চড়ার যোগ্য হয়েছো, কিন্তু কার জন্যে? তোমাকে ডাক্তারি শিখবার খরচ আমি দিয়েছিলাম না? আজ তুমি নাড়াজোলের বাড়ীর ডাক্তার। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, কার দৌলতে সে কাজ পাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হ'লো? এই বুঝি কৃতজ্ঞতা?

নবকুমার। আমি ভেবেছিলাম—

বিদ্যাসাগর। কি ভেবেছিলে তুমি? আমার পিতামহ রামজয় ঠাকুরের ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। একদিন তিনি একা বীরসিংহা থেকে মেদিনীপুর যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ভল্লুক তাঁকে আক্রমণ করে। শুনেছ সেই গল্প? তাঁর হাতের সেই লৌহ দণ্ডটীর প্রহারে ভল্লুক তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। আমি সেই পিতামহের 'এঁড়ে' বাছুর মনে রেখো।

নবকুমার। আমি—

বিদ্যাসাগর। তোমার এই আচরণের কথা শুনবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হ'লে সৌভাগ্য মনে করতাম। আমি তোমাকে মানুষ করে তুলেছি,—আর সেই তুমি আমার ক্ষতি সাধনে উদ্যত—

নবকুমার। হাতীটা বাধা না মেনে—

বিদ্যাসাগর। যাও তুমি। আর মনে রেখো, আমি কারো তোয়াক্কা রাখি না। ভারতবর্ষে এমন রাজা নেই - যার নাকে এই চটী পায়ে ঠক্ করে লাথি না মারতে পারি।—যাও।

(দীনবন্ধু ও নবকুমার বাহিরে গেলে— শম্ভু চন্দ্র একখানি চিঠি হাতে প্রবেশ করিল।)

শম্ভু। দাদা!

বিদ্যাসাগর। স্পর্দ্ধা।

শম্ভু। তোমাকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করে চিঠি দিয়েছে।

(ঈশ্বর চন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল হইল)

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ—আমার ছাত্র জীবনের স্মৃতি বিজরিত। পূজনীয় অধ্যাপকগণের কেউ কেউ হয়ত এখনও সেখানে আছেন! মা—মা— (বিদ্যাসাগর বাহিরে গেল—শম্ভু অনুসরণ করিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুরালয়।

কালীকান্তের শ্যালক রামলোচন প্রবেশ করিল।

রামলোচন। দিদি—দিদি!

(হন্তদন্ত হইয়া কালীকান্তের স্ত্রী বিরজা দেবী প্রবেশ করিল)

বিরজা। কি ভাই?

রামলোচন। বলি,—এসব কি হচ্ছে?

বিরজা। কেন? কি হ'লো?

রামলোচন। গুণধরী মেয়ের কীর্ত্তির কথা বলছি, সে যে বিদ্যেধরী হতে চললো।

বিরজা। কেন? কি হয়েছে? কি করেছে ভব?

রামলোচন। কি আবার? পিণ্ডি চট্‌কাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিরজা। ওকি কথা—কি হয়েছে তাই বল না!

রামলোচন। কি আবার? যত সব বাউণ্ডুলে হাফ্‌ আখড়াই ছোক্‌ড়া। টপ্পার ঢঙে গান করে যাচ্ছে—আর তোমার সোমত্ত মেয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন রাস্তায়!

বিরজা। ও—

রামলোচন। ও নয়—বিদেয় কর। বলছি, ভালয় ভালয় বিদেয় কর বাপু। যত সব হাড়হাভাতে ছেলে—জানালার তাকিয়ে ঢোক গিলবে—কেন, তোদের মরবার আর জায়গা নেই? আর সোমত্ত মেয়ে তুই, তুই কেন রাস্তায় পানে যাবি? তার চেয়ে মরতে পারিস নে—গলায় দেবার দড়ী জোটে না?

বিরজা। ওকি কথা বলছো, মা-মরা মেয়ে—

রামলোচন। তুমিই ওকে নাই দিয়ে মাথায় তুলেছ।

বিরজা। আজ যদি ওর মা বেঁচে থাকতো! যেমন ভাগ্য নিয়ে এসেছে—(কাঁদিতে লাগিল)

রামলোচন। (বিব্রত) তা আমি কি করবো?—না। (গমনোদ্যত) কি যে তুমি কর—না। (ফিরিয়া) আর হাঁ, মুখুয্যে চিঠির জবাব দিয়েছে?

বিরজা। আমার অদৃষ্ট! সে দেবে চিঠির উত্তর—তাহলেই হয়েছে।

রামলোচন। তবে আর কি হবে!

বিরজা। তুই যা করবি তাই হবে। বাপ বলে মেয়ের প্রতি দরদ কত!

রামলোচন। আমি? আমি আর কি করবো? এনেছিলাম সেই তো একটা জুটিয়ে, কিন্তু মত হ'ল কই? খুঁচিয়ে বের করলে, ছেলে গাঁজা খায়, দশটা সংসার। তা বাপু কুলীনের ছেলের অমন দু'একটা ঘাট মেনে নিতে হয়।

বিরজা। মা-মরা মেয়ে। বাপের আদরও জীবনে জান্‌লো না। আমাদেরও ছ'টা ন'টা নয় ভাই, এই একটা। আমরা স্বামী ভাগ্যে খুব সুখ করেছি।

রামলোচন। কিন্তু কুলীনের ঘর তো ঠিক রাখতে হবে।

বিরজা। ঝাঁটা মারি অমন কুলের কপালে।

রামলোচন। বিপিনের সংসার দশটা হলেও বয়স কিছু তেমন—কিন্তু অমন সাধা কাজটা পায়ে ঠেল্‌লে—

(বাহির হইতে ডাকিল—'রামবাবু')

রামলোচন। কে আবার?—যাই দেখি।

(বাহিরে গেলে—ভবসুন্দরী প্রবেশ করিল)

ভবসুন্দরী। মাসি!

বিরজা। তোর জন্যে কি আমি আত্মহত্যা করবো?

ভবসুন্দরী। কেন? আমি কি করেছি!

(ক্ষণেক নীরব)

বিরজা। (কান্নাজড়িত) কত দুঃখে যে তোকে একথা বলছি, তা বুঝবি নে মা, বুঝবি নে।

ভবসুন্দরী। কিন্তু আমি কি করবো মাসি?—আমি কি কখনও তোমার কথার অবাধ্য হয়েছি?

বিরজা। আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকতো—

ভবসুন্দরী। (সহসা) মাসি, মেসোর কাছে গেলে হয় না?

বিরজা। আমি যাবো ঐ মুখপোড়া মিন্সের বাড়ী?

ভবসুন্দরী। না মাসি, চল যাই।

বিরজা। না না, আমি যাব না। কেন যাবো? এই এত বৎসর বিয়ে হয়েছে, একবার ডেকে জিজ্ঞেস করেনি—তবে কেন সেধে যাবো? জীবনে আমি এতটুকু সুখ পাই নি—

ভবসুন্দরী। মেসোর ছাত্র বিদ্যাসাগর বলেছিলে। বলেছিলে—তাঁর দয়ার শরীর। আমাদের দুঃখ জেনে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

বিরজা। আমার পোড়াকপাল! কিন্তু কোন দাবীতে যাবো?

ভবসুন্দরী। তিনি তোমার স্বামী, সম্মান অসম্মানের কথা নয়। না, তোমাকে যেতেই হবে।

বিরজা। যেতেই হবে! পাগলি!

ভবসুন্দরী। হাঁ মাসি, আমি আর কখনও তোমার মনে দুঃখ দেবো না। তোমার কথা শুনে চলবো—

বিরজা। লক্ষ্মী মা আমার। (আদর করিতে লাগিলেন)

রামলোচন। (প্রবেশ পথ হইতে) দিদি, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, আজ একজনাদের আসার কথা ছিল। যদি ভবকে পছন্দ হয়— (ভবর প্রস্থান) বিশেষ দাবী দাওয়া করবে না।

বিরজা। এসেছে? আমি ভিতরে যাচ্ছি, তুই আলাপ কর ভাই। দেখ, যদি ভগবান মুখ তুলে চান। (ভিতরে গেল)

রামলোচন। আসুন মতিবাবু—এইদিকে আসুন।

(একজন প্রৌঢ়, বাবুবেশী ঢুকিলেন, মুখের উপর অত্যাচারের কালো দাগ, মাথায় কাঁচা পাকা তরঙ্গায়িত বাউড়ি চুল। ফোঁকলা দাঁতে আবার মিশি দিয়াছে। পরিধানে ফিন্‌ফিনে কালো পেড়ে ধুতি, উৎকৃষ্ট মসলিন কেমারিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়্‌নী, পায়ে পুরু বকলেশ সমন্বিত চীনে বাড়ীর জুতা)

মতিবাবু। রামবাবু—

রামলোচন। আসুন।

মতিবাবু। Tired, আমি একেবারে পরিশ্রান্ত বুঝলে? এই এতটা হেঁটে -- Hopeless.

রামলোচন। কত আর—এই তো ষ্টেসন—

মতিবাবু। থাম বাবু, ষ্টেসন, কোটেশন আর ফ্যাসন। এরাই বাংলা দেশটা জ্বালালে। Hopeless!

রামলোচন। তা আপনার খুব কষ্ট হয়েছে?

মতিবাবু। কষ্ট! Hopeless.

করিমা ববখ্‌ শয়্‌ বর্‌ হাল্‌-ই-মা
কে হস্তম্‌ আসিরে কমন্দ-ই হাওয়া—।

আমি আশার ফাঁদে বন্দী হয়েছি, উঃহুঃ (বিচিত্র মুখভঙ্গি)

রামলোচন। আপনি মহানুভব ব্যক্তি, একথা আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনেছি।

মতিবাবু। তা'ত শুনবেই—ফুল ফুটলে গন্ধ পেতেই হবে। হ্যাঃ হ্যাঃ (হাসি ও কাঁশি) তা মেয়েটী আপনার কন্যা?

রামলোচন। না, আমার ভাগ্নি। বোনের—

মতিবাবু। বুঝেছি। অত বলতে হবে না। অনেক বছর সাহেবের সঙ্গে আছি বটে আর সাহেবও বাবু বলতে অজ্ঞান। মেয়ে রাণীর হালে থাকবে। একটু বয়স্থা বলছেন,—কিছু আট্‌কাবে না। আমারও এ প্রথম নয়; ইতিপূর্ব্বেও এমন দায় উদ্ধার করেছি কয়েকবার।

রামলোচন। ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের গতি। কুলীন না হলে কুলগর্ব্ব আর রক্ষা করবে কে বলুন।

মতিবাবু। আপ্‌সোস (ভ্রূকুটি করিয়া হাসিলেন)। বহুদিন থেকে সাহেবের সঙ্গে—মেজাজও হয়েছে তেমনি। Duty জ্ঞানটা ঠিক আছে। সাহেব Hallow, বাবু—বলেছেন কি, আমি attention দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকি (ভঙ্গি সহকারে দেখাইয়া) good morning, sir. (হেসে) Habit i s the second Nature—বুঝলে না? Hopeless! মা সরস্বতী বিদ্যা আর বুদ্ধি দিতে কৃপণতা করেন নি। (হাসি ও কাঁশি)

রামলোচন। তা এই বয়সে ঢের উন্নতি করেছেন।

মতিবাবু। বয়েস, না, তা তেমন বেশি নয় (পকেট থেকে আরসি ও চিরুণি বের করলে) মাথার চুল দু'এক গাছা পেকেছে—বয়েসে নয়—রোগে, বায়ু বুঝলে? Hopeless.

রামলোচন। তা—কি হয়েছে? অমন হয়। হাঁ, আর ঐ দু'একটা দাঁত বাঁধিয়ে নিলেই হয়। শুনছি সাহেব বাড়ী দাঁত বাঁধিয়ে সেই দাঁতে—কচি পাঁঠার হাড় চিবানো চলে।

মতিবাবু। হিঃ হিঃ— তাই ভাবছি দাঁতগুলি সাহেবের দোকানে বাঁধিয়ে নেব। দু' একটা পড়েছে বটে! সান্নিক—বুঝলে সান্নিক। one or two. Not more, not less. কিন্তু তা বলে বুড়ো হই নি। পাঞ্জার জোর পরখ করবে? এস। (হাত বাড়াইলেন)

রামলোচন। না—না, তা বলছি না। কিন্তু আপনার কুলগৌরব— আমি কি রাখতে পারবো?

মতিবাবু। হাঁ—সেকথা ভাবতে হবে। আচ্ছা সে দেখা যাবে। কিন্তু আমি বড় Tired. গলাটা শুকিয়ে উঠেছে, very thirsty.

রামলোচন। জল— জল আনবো? শীতল জল?

মতিবাবু। এ শরীরের ধাতই আলাদা। Hopeless! বুঝলে? সাহেবদের সঙ্গে এতদিন আছি, শীতল জল আর সহ্য হয় না। Stimulent—বুঝলে? (হতাশ ভঙ্গি) Hopeless. আর কিছু মিলবে না? (বিশেষ ভঙ্গি)

রামলোচন। (হাসি) বুঝেছি—

মতিবাবু। ছাই বুঝেছ (হতাশ ভঙ্গি) Hopeless.

রামলোচন। আসুন, আপনি বিশ্রাম করুন। কিন্তু আমার নিবেদনটা মনে রাখবেন—

মতিবাবু। হবে— হবে—ঘাবরাও মাৎ—

(বাহিরে যাইতে যাইতে গোপাল উড়ের টপ্পার একটী কলি গাহিতে গাহিতে গেল)

আর জানিও না ভালবাসা
মিছে কপট হেসে কাছে বসা,
জলের লিখন নিশির স্বপন
মোল্লার যেমন মুরগী পোষা।

(ক্ষণেক মঞ্চ খালি রহিল। পিওন পত্র হাতে প্রবেশ করিল)

পিওন। চিঠি—

(দুই পাশ হইতে ভব ও বিরজা দেবী ছুটিয়া আসিল, পিওন প্রস্থান করিলে ভব চিঠি খুলিল)

বিরজা। কার চিঠি, ভব? (ভব চিঠি লইয়া ব্যস্ত,—উত্তর দিল না) বলছিস না যে? কার চিঠি?

ভবসুন্দরী। (চিঠির দিকে নজর রাখিয়া) বাবার—

বিরজা। তোর বাবার? কি লিখেছে শুনি? তবুও হতভাগা শেষ পর্য্যন্ত একখানা চিঠি দিয়েছে।

ভবসুন্দরী। হাঁ দিয়েছে। নাও তোমাদের চিঠি। (মলিন মুখে ফেলে দিল)

বিরজা। (উৎকণ্ঠিত) ফেলে দিলি যে—(তুলিয়া দিয়া) কি লিখেছে পড়? কি লিখেছে—বিয়ের কথা?

ভবসুন্দরী। (চিঠি ধরিয়া) কি আবার পড়বো! আমার বিয়ের চেষ্টা কেন করছো? ওসব হবে না।

বিরজা। কেন? কেন? কি লিখেছে?

ভবসুন্দরী। শোন। (পত্র পড়িতে লাগিল) আমি সব পড়তে পারবো না। "গৌরীদান পুণ্যের লোভে ভবকে ছয় বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বৎসরই কলেরা রোগে 'ভব'র স্বামী ইহধাম ত্যাগ করে। একথা তাহাকে এতদিন ইচ্ছা করিয়াই জানাই নাই, পাছে সে দুঃখ পাবে। কিন্তু তোমরা যখন বিবাহের চেষ্টা করিতেছ, সেখানে চুপ করিয়া থাকা অধর্ম্ম বিবেচনায় লিখিলাম।" (ভব পত্র ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল, বিরজা মলিন মুখে বসিয়া রহিল)

তৃতীয় দৃশ্য

সংস্কৃত কলেজ

দ্বিপ্রাহরিক ঘণ্টা বাজিতেছে। বিশ্রামকক্ষে শম্ভু চন্দ্র বাচস্পতি, শম্ভু চন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতি প্রবীণ অধ্যাপকগণ, তামাকু সেবন করিতেছেন ও বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন।

বাচস্পতি। সব মায়া! বুঝলে বিদ্যারত্ন—সংসার বল, স্ত্রী, পুত্র—সবই মায়ার খেলা! মায়া যেন গাছের শেকড়। জলসেক করছো আর সেও মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে বিস্তার লাভ করছে! মহামায়ার মায়ার খেলা! "মহামায়া প্রভাবেণ সংসার স্থিতি কারণম্"।

বিদ্যারত্ন। তা হোক বাচস্পতি, "গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে," গৃহিণী হীন গৃহ অরণ্য স্বরূপ,—"যথারণ্যং তথা গৃহম্।"

তর্কবাগীশ। (হাসি) তাছাড়া "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্" বুঝলে না? পিণ্ডটীর আশা। সন্তানের মধ্যে বেঁচে থাকবার ইচ্ছা—জিজীবিষা। অমর হবার লোভ।

বাচস্পতি। মায়া! মায়া! সংসার ধোকার টাটি।

বিদ্যারত্ন। (গম্ভীর ভাব) শুধু কি তাই—"সস্ত্রীকং ধর্ম্ম মাচরেৎ," শেষ বয়সে ধর্ম্মাচরণের জন্য বই তো নয়।

তর্কবাগীশ। কিন্তু, বিদ্যারত্ন, "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্"।

বিদ্যারত্ন। (রেগে) আমি বৃদ্ধ! কে বলে? ঈশ্বর—ঈশ্বর তোমাদের মাথায় এই বুদ্ধি ঢুকিয়েছে। তার মত নিয়ে বিয়ে করিনি। কেন্ করবো?

তর্কবাগীশ। "কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা"—

বিদ্যারত্ন। আমি বৃদ্ধ! আমি কামাতুর! যা মুখে আসে তাই বলেই তোমরা আমাকে অপমান কর।

তর্কবাগীশ। রেগো না বিদ্যারত্ন। "বয়োগতে কিং বণিতা বিলাসেন"—তাই বলছিলাম।

বাচস্পতি। মায়া! এও মায়া—বুঝলে বিদ্যারত্ন?—সেই মহামায়ার ইচ্ছা!

বিদ্যারত্ন। (দূরে বিদ্যাসাগরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) ঐ যে দরজায় বিদ্যাসাগর এসে দাঁড়িয়েছে। একটু দেরীতে ক্লাসটীতে ঢুকবার উপায়টি নেই। (বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিল)

বাচস্পতি। এস, এস ঈশ্বর। তুমিই ঈশ্বর। "ঈশবাস্য মিদং সর্বম্" (হাসি)

বিদ্যারত্ন। (অপ্রসন্ন) এস, বাবা, এস।

তর্কবাগীশ। দেখ ঈশ্বর চন্দ্র, সংস্কৃত কলেজে আমরা বহুদিন থেকে কাজ করছি; আমরা বৃদ্ধ হয়েছি;—একথা স্বীকার কর কিনা?

বিদ্যাসাগর। আপনাদের কখনও কি অসম্মান করেছি?

বাচস্পতি। না-না, অসম্মান কেন করবে?

তর্কবাগীশ। এই সংস্কৃত কলেজে এ যাবৎ কোন কায়স্থ ছাত্র দেখিনি। শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মণেতর জাতির বেদে অধিকার নেই। আছে কিনা?

বিদ্যাসাগর। রাধাকান্ত দেব কায়স্থ বংশোদ্ভব, কিন্তু তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং তার বাড়ীতে আপনারা সকলেই দান গ্রহণ করে থাকেন। করেন না?

বিদ্যারত্ন। রাজা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে কারো তুলনা চলেনা। বলতে গেলে এযুগে তিনি হিন্দু সমাজ পতি।

তর্কবাগীশ। —কিন্তু সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশকে কেন কলেজ থেকে তুলে দিলে?

বাচস্পতি। বৃদ্ধ হয়েছেন, গ্রীষ্মের দুপুরে একটু তন্দ্রা আসে—কি করবেন বলো? ক্লাসের ভেতর-তাই-না আপত্তি? কিন্তু সে কি জান্‌তো—তুমি তখনই সেই দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছো!

বিদ্যারত্ন। একাজে তোমার নিন্দাই হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর। তাকে দিয়ে যদি শিক্ষার কাজ না চলে—তাহ'লে তাকে রেখে লাভ?

তর্কবাগীশ। নিদ্রা পাওয়া কিছু অপরাধ নয়!

বিদ্যাসাগর। যাদের উপর জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের শিক্ষার গুরু দায়িত্ব, তাদের কর্ম্মে শিথিলতা—অকর্ম্মণ্যতা উপেক্ষা করা চলেনা।

বিদ্যারত্ন। কঠোর পরিশ্রমের পর—একটু বিশ্রামেরওতো প্রয়োজন।

বিদ্যাসাগর। (কঠিন স্বরে) সারাজীবন কঠিন পরিশ্রম তারা করেছেন। এবার সত্যই তাদের—বিশ্রাম প্রয়োজন। শেষ বয়সে তাই তাদের অবসর দিতে মনস্থ করেছি। প্রয়োজন হলে আপনাদেরও সেই ব্যবস্থা দেখতে হবে।

বিদ্যারত্ন। আমরা তোমার অধ্যাপক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হয়েছি—

বিদ্যাসাগর। (ফাটিয়া পড়িল) বৃদ্ধ? এই বৃদ্ধ বয়সে কৈ, একটা নাবালিকার পানি পীড়ন করতে তো আপনার বিবেকে বাঁধে 'নি! এই উচিত করেছেন? আর ক'দিন বাঁচবেন বলুনতো? এক নিরপরাধা বালিকাকে চির দুঃখিনী করলেন! বিবাহ দুরে থাকুক, এই বিবাহের চিন্তা করাও ছিল এখন আপনার পক্ষে পাপ।

বিদ্যারত্ন। হেঁ—লাটু বাবুর চেয়েও উনি বেশী বোঝেন।

বিদ্যাসাগর। হাঁ বুঝি বৈকি। দুদিন বাদে যখন ওই মেয়েটী শাঁখা আর সিঁদুর মুছে এসে দাঁড়াবে, তখন তার আশ্রয় মিলবে কোথায় ?

বাচস্পতি। ঠিক বলেছ ঈশ্বর। মিথ্যে কি বলি তুমিই ঈশ্বর !

তর্কবাগীশ। ঈশ্বর, যা হ'য়ে গিয়েছে—

বিদ্যাসাগর। ভাল হয়নি। (সকলে নীরব)

বিদ্যারত্ন। ঈশ্বর, আমি তোমার অধ্যাপক ছিলাম। তুমি আমায় শ্রদ্ধা করতে। আমার উপর রাগ করা তোমার শোভা পায় না। কৈ, তোমার মাকে তো একদিন দেখ্‌তে গেলেনা ? ঈশ্বর, তোমার মাকে প্রণাম করে আসবে—

বিদ্যাসাগর। (উত্তেজিত) আমি ? না—কখনই না। আমি এ দৃশ্য কখনো দেখতে পারবো না। সে আপনার পাপ—সমাজের পাপ।

বিদ্যারত্ন। ঈশ্বর, অকল্যাণ করিস নে—

বিদ্যাসাগর। না, ও ভিটেয় আর কখনও আমি জলস্পর্শ করবো না। না, আপনি আমার সম্মানিত—নয়তো—

বিদ্যারত্ন। নয়তো ? বল্—বল্, থাম্‌লি কেন ? তুই আমার ছাত্র শিষ্য—বিদ্যান বুদ্ধিমান ছাত্র—আমার গৌরব—(কণ্ঠ রুদ্ধ হইল)

(ক্লাসের ঘণ্টা বাজিল—সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন)

বিদ্যাসাগর। এই অশিক্ষা—এই কুসংস্কার—আমাদের সমাজের ব্যাধি,—সমাজের ঘৃণ্য গলিত ক্ষত—

(মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রবেশ)

মদন। (হাসি) কি হয়েছে দয়াময় ?

বাচস্পতি। হাঁ, এ তোমার উচিত হয়নি বিদ্যারত্ন। এ বয়সে আবার

বিয়ে! ঈশ্বর ঠিকই বলেছে—সাধে কি বলি 'তুমিই ঈশ্বর'।

মদন। কিছু না—কিছু না বিদ্যারম্ভ, "তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম"। পণ্ডিত কালিদাস বলেছেন—"গৃহিনী সচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"—তাই, মহাকবি কালিদাস। (উচ্চৈঃস্বরে হাসি)

তর্কবাগীশ। পূজনীয় অধ্যাপককে এমনভাবে তিরস্কার করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নি, ঈশ্বরচন্দ্র।

মদন। "অসার সার সংসারে, সারং শ্বশুরমন্দিরম্", রসচর্চ্চা তো করলে না পণ্ডিত জীবনে, চিরদিন নীরস ব্যাকরণ ঘেঁটেই গেলে।

(ঘণ্টাধ্বনি হইতেই সকলে ক্লাসে ঢুকিলেন বিদ্যাসাগর আর মদনমোহন রহিলেন)

বিদ্যাসাগর। না, মদন, নিজেদের প্রেস না হলে হবে না।

মদন। প্রেস করবে,—টাকা পাবে কোথায়?

বিদ্যাসাগর। তোমাকে তো বলেছি মদন,—টাকার জন্য কোন মহৎ কাজ কখনও আট্‌কে থাকে না। ইচ্ছা থাকলে—উপায় মেলে। আর শোন—হাঁ, কাগজ আমাদের বের করতেই হবে,—তত্ত্ব বোধিনীতে লিখি বটে, কিন্তু—

মদন। (হাসি) আমাদের বোধই নেই তায় আবার তত্ত্ব!—বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি।— (উচ্চ হাসি)

(রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রবেশ করিল)

মদন। আরে, জার্ডিন কোম্পানীর ক্যাশিয়ার যে—এস—এস। হাঁ, রাজকৃষ্ণ, সাহেব মিঃ বোনরজিকে ডেকে কি বললে বলতো?

রাজকৃষ্ণ। রসিকতা যখন তখন ভাল লাগে না, মদন। শুনেছ বিদ্যাসাগর ?—এর একটা বিহিত করতেই হবে।

বিদ্যাসাগর। কি হয়েছে, রাজকৃষ্ণ ? একেবারে ভূদেবকে নিয়ে—? ব্যাপার কি ?

রাজকৃষ্ণ। (উত্তেজিত ভাবে) কি হয়েছে! কি হয় নি ? দেশ ধর্ম্ম জাতি সব গেল। জানো, কি হয়েছে! কি করে জানবে! আছ তো কলেজ নিয়ে। সংস্কৃত পড়িয়ে সব হিন্দু করবে। পড়েছ আজকের তত্ত্ব বোধিনী খানা ?

মদন। আমাদের অক্ষয় দত্তের তত্ত্ব বোধিনী ?

রাজকৃষ্ণ। হাঁ—হাঁ। তত্ত্ব বোধিনী চিনতে আবার টীকা টিপ্পনী লাগে নাকি ? কে না জানে তার নাম ?

বিদ্যাসাগর। কি লিখেছে তত্ত্ব বোধিনী ?

রাজকৃষ্ণ। কাল দেবেন বাবুর সরকার এসে কেঁদে পড়লো—

মদন। দেবেনবাবু! দেবেনবাবু কে ?

রাজকৃষ্ণ। দেবেনবাবু কে ?—নেকা। ছাত্র পড়িয়ে গাধা বনেছ। আজকাল দেবেনবাবু বললে—আবার কাকে বুঝাবে হে ? আমাদের ব্রাহ্ম সমাজের দেবেন ঠাকুর।

মদন। ও—

রাজকৃষ্ণ। রাজেন ঐ দেবেন বাবুদের বাড়ীরই সরকার কিনা ? দেবেনবাবুর কাছে এসে কেঁদে পড়লে—

মদন। কেন—কেন ? কি হয়েছিল তার ?

রাজকৃষ্ণ। আলেক্‌জাণ্ডার ডাফ একজন মিশনারী। এদেশে এসে স্কুল খুলেছে—জান ? দেশের ছোট বড় সকলকে ধরে সেখানে বাইবেল পড়ায়। খৃষ্টান করে।

মদন। ভূদেবও কি সেই জন্যে— ?

ভূদেব। (সংকোচে) আমি—তা, হাঁ—

মদন। ও—

রাজকৃষ্ণ। সেই রাজেনের ছোট ভাই ডাফ স্কুলে পড়তো। কি পড়তো সেই জানে।

মদন। তারপর ?

রাজকৃষ্ণ। তাই তো বলছি, কাল বিকেলে রাজেনের স্ত্রী উমেশের স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ীতে চলেছিল নেমন্তন্নে।—কিন্তু মধ্য পথে এই কাণ্ড।

মদন। ডাকাত পড়লো ?

রাজকৃষ্ণ। হাঁ, ডাকাত পড়লো। তোমার যেমন বুদ্ধি, মদন! সেই উমেশ ছোঁড়াটা গাড়ী থামিয়ে বউ নিয়ে ডাফ সাহেবের কাছে উপস্থিত। সাহেব উমেশ আর তার স্ত্রীকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করে নিলে। আশ্চর্য্য, এ বিষয়ে রাজেনের বাবা সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করলে কিন্তু তারা গ্রাহ্য করলে না। অথচ উমেশের বয়েস মাত্র চোদ্দ আর তার স্ত্রীর বয়েস এগার। বলতে গেলে ওরা একান্তই শিশু।

মদন। পবিত্র খৃষ্টান ধর্ম্ম।

বিদ্যাসাগর। (চিন্তান্বিত) মোকদ্দমা করেও লাভ হ'ল না ?

ভূদেব। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার :

মদন। তুমিও একথা বলছো ভূদেব ? (ভূদেব লজ্জা পাইল) হতে পারে না। কি করে হবে ? ছেলেটার পেছনে পাদরি সাহেবের যুক্তি ছিল। আর সে পাদরি—একে রাজার জাত, তায় ধর্ম্মের বাহক, আইন তাকে নাগাল পায় নাকি ?

রাজকৃষ্ণ। আমাদের পর্দ্দানসীনা মহিলাগণ এমনিভাবে ধর্ম্ম ত্যাগ করলেও যদি আমাদের জ্ঞান না হয়—তবে আমরা জাগ্‌বো কবে? আমাদের ঘুম ভাঙ্‌বে কবে?

ভূদেব। এমন হ'লে হিন্দুধর্ম্ম আর ক'দিন টিক্‌বে?

মদন। (হাসি) ভূদেব, হিন্দু ধর্ম্ম নারীধর্ম্মের মত যে পাত্রে যাবে সেই পাত্রেরই রঙ্‌ ধরবে। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম! সব আত্মসাৎ করে নেবে। এমন ধর্ম্ম বিপ্লব—আজ নূতন নয়। আজ ভূদেব, তুমি প্রতিকারের কথা বলছো—কিন্তু তুমিই দুদিন আগে মধুর সঙ্গে মেতে উঠেছিলে—না? রামতনু যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করলে—রসিককৃষ্ণ গঙ্গাজল নিয়ে প্রকাশ্য আদালতে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করলো—কৃষ্ণমোহন পৌত্তলিকতা সহ্য করতে পারলে না বলে সধর্ম্ম ত্যাগ করলে—তোমার বন্ধু মাইকেল তার কথা আলাদা—যাক্‌ সে সব। আজ মায়ের দু'ফোঁটা চোখের জলে ইয়ং বেঙ্গলের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। আজ তুমি হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের শিক্ষক—না? (ভূদেব মাথা নত করিল)

বিদ্যাসাগর। একি লজ্জা! একি অপমান! সাত সমুদ্র পার হয়ে এসেছে বণিক জাতি। আমাদের দুর্ভাগ্য, বণিকের তুলা দণ্ডই আজ রাজদণ্ড। তাদের অনুকম্পায় বাড়ছে এই প্রচার সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্ম অনঢ়, জাতি ধ্বংশোন্মুখ—দেশ চিরদিনের মত বিলুপ্ত হতে চলেছে। এ হ'তে পারে না।

মদন। কা কস্য পরিবেদনা। (হতাশ ভঙ্গি)

বিদ্যাসাগর। আমাদের পাশ্চাত্য মোহ, অন্ধ পরানুকরণ ছাড়তে হবে। দেশকে ভালবাসলে, এদেশের প্রত্যেকটী নরনারীর যাতে উন্নতি হয়—শিক্ষায় স্বাস্থ্যে তারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—তাই করতে হবে।

(ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবগুণ্ঠণবতী একজন মহিলা সহ প্রবেশ করিল)

ডাক্তার। অন্যায়—অন্যায়! আমি কিছু বলিনে তাই!

মদন। কি হ'লো ডাক্তার? ক্ষেপলে কেন? সঙ্গে কে?

ডাক্তার। সাধে কি ক্ষেপি? পণ্ডিত কৈ? পণ্ডিত—

বিদ্যাসাগর। কি হয়েছে দুর্গাচরণ?

ডাক্তার। আমি ছেড়ে দেবো এই ব্যবসা। তুমি—তুমিই আমাকে এই বিপদে ফেলেছো। তুমি যদি না বলতে—আমি ডাক্তারি শিখ্‌তাম? বেশ ছিল কেরাণীগিরি। নিরাপদ চাকরিটী ছেড়ে এখন এই ঝক্‌মারি।

রাজকৃষ্ণ। কিন্তু ঝক্‌মারীটা কি শোনা যাবে? এ মেয়েটী কে ডাঃ জ্যাকসন?

মদন। (বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া) না, ডাক্তার, এ ভাল নয়—। শাস্ত্রেই আছে 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা'।

ডাক্তার। Where there is stomack, there is hunger. মান কি না?

রাজকৃষ্ণ। ডাক্তারি শাস্ত্রে আছে নাকি সেকথা?

ডাক্তার। নিশ্চয়। ক্ষয় আর পূরণ—অভাব হলেই ক্ষিধে পাবে, তখন পূরণের জন্য আহার্য্য চাই,—নয় দেহ রুগ্ন হবে।

রাজকৃষ্ণ। কতক্ষণ চলবে তোমার ভূমিকা?

মদন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) যাবৎ চন্দ্র মহীতলে!

ভূদেব। বলুন। (আগ্রহ প্রকাশ করিল)

ডাক্তার। It is a Science—বুঝেছো? বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়। হৃদয়াবেগ আর সাময়িক উত্তেজনায় কাজ চলে না। Action আর reaction. কুইনীন দিলে এলকেলাইন দিতেই হবে। অর্থাৎ ঢিলটী ছুঁড়লে—পাটকেলটী মিলবেই।

মদন। দয়াময়,—এখন শোন ডাক্তারের বক্তৃতা।

বিদ্যাসাগর। কি বলবে তাড়াতাড়ি বল, দুর্গাচরণ, আমাকে ক্লাসে যেতে হবে। এই মেয়েটিকে এখানে কেন সঙ্গে নিয়ে এলে?

ডাক্তার। ডাক্তার হয়েছি বলে, এতো অত্যাচার করবে? ঔষধ দিতেই হবে। বলে কি! একি আব্দার! জীব হত্যা করবার জন্যে ডাক্তারি শিখেছি নাকি?—না, মৃতের জীবন দিতে?

মদন। "শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ"—ক'টা হয়েছে এ পর্য্যন্ত?

রাজকৃষ্ণ। কাকে মারবার কথা বলছো—ডাক্তার?

ভূদেব। স্পষ্ট করে কথাটা বলুন না?

ডাক্তার। এই মেয়েটি বলছে, তাকে একটা ঔষধ দিতে যেন এ জন্মের জ্বালা জুড়াতে পারে। তার বাপ বলছে,—পেটের পাপকে নষ্ট করতে হবে, একটু ঔষধ দিন ডাক্তারবাবু, নয়, আমার সম্মান প্রতিপত্তি সব যে যায়।

বিদ্যাসাগর। কেন?

ডাক্তার। ব্যাপারটা শোন। হিন্দু—এই সনাতন হিন্দুর ধর্ম্ম প্রাণতা একটা বিধবা মেয়ে—বয়েস আর কত হবে—বছর পনের কি ষোল। কি জ্ঞান এর হয়েছে সংসারের?

একটা অপরাধ করে ফেলেছে যৌবনের মোহে - জীবনের ধর্ম্মেও বলতে পারো। সেই অপরিণাম দর্শিতার শাস্তি নিতে হবে—একটা অজ্ঞান জীবকে হত্যা করে! আমার ডাক্তারি বিদ্যা তার সহায় হবে! না, আমি কিছুতেই পারবো না। এ পাপ। পাপ নয় পণ্ডিত?

বিদ্যাসাগর। মা বল্‌ছে, পেটের সন্তানকে ঔষধ দিয়ে মেরে ফেল্‌তে?

(মেয়েটী কাঁদিতে লাগিল)

রাজকৃষ্ণ। কেন বলবে না? নয় সে স্থান পাবে কোথায়? সে যে বিধবা। তার সন্তানে সমাজের অনুমোদন নেই। হয় ভ্রূণ হত্যা, নয় পতিতা—গত্যন্তর নাই।

ডাক্তার। না, মা বলছে—তাকে এমন একটা ঔষধ দিতে যাতে সব জ্বালা যন্ত্রণা নিঃশেষ হয়ে যায়। বাপ বল্‌ছে এমন ঔষধ দিতে যাতে পেটের শত্রু নিপাত যায়।

ভূদেব। আইন? দেশ তো অরাজক নয়।

বিদ্যাসাগর। ভূদেব, আইনটাই তুমি দেখলে? কর্ত্তব্য বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব—এইসব মিথ্যে?

ডাক্তার। এমন ঘটনা নতুন নয় পণ্ডিত—সমাজের লজ্জাকে তারা গোপনে হত্যা করে, —অথচ তারাই সমাজপতি।

ভূদেব। এই দেশ অশিক্ষা আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছে।

মদন: "অজ্ঞান—তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া"—বুঝেছ দয়াময়,—চোখ খুলে দেবার মত গুরু কোথায়?

বিদ্যাসাগর। এই দেশের উদ্ধার হতে বহু বিলম্ব আছে মদন। এই পুরাতন প্রকৃতি আর প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ তুলে দিয়ে—নূতন মানুষের চাষ করতে পারলে, তবে এদেশের

কল্যাণ হবে।

ডাক্তার। কিন্তু আমি এখন কি করি? এর বাবা তো একে আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে সরে পড়েছে।

মদন। তুমিও ঠিক যায়গাটিতেই এনে পৌঁছে দিয়েছ।—না দয়াময়?

বিদ্যাসাগর। কিন্তু মদন, একে নিয়ে এখন আমি কি করি? (এই সময় রেঃ কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জ্জিকে আসিতে দেখা গেল)

মদন। আসুন রেঃ ব্যানার্জ্জি।

রেঃ ব্যানার্জ্জি। Then I am not an intruder?

বিদ্যাসাগর। না হে না। এস। দুর্গা আমাকে এক মহাবিপদে ফেলেছে।

রেঃ ব্যানার্জ্জি। বিপদ! What is that? (হাত তুলিয়া বক্তৃতার ভঙ্গিতে) Let there be Light. Amen!

ডাক্তার। আমি বিপদে ফেলেছি, না আমাকে বিপদে ফেলেছে? আমি কি করবো? এই মেয়ে আমি কোথায় রাখবো? সমাজে এর স্থান নেই—গৃহেই বা কে স্থান দেবে?

মদন। সেই জন্যেই তো বিপদহারী মধুসূদনের আশ্রয় নিয়েছো।

রেঃ ব্যানার্জ্জি। But what is the difficulty?

রাজকৃষ্ণ। এই মেয়েটি সন্তান-সম্ভবা।

রেঃ ব্যানার্জ্জি। In sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. নারী—এযে ভগবানের অভিশাপ। তাতে কি হয়েছে রাজকৃষ্ণ? Nothing abnormal. She is of that age.

রাজকৃষ্ণ। মেয়েটি বিধবা।

রেঃ ব্যানার্জ্জি। Oh, I see (হোঃ হোঃ উচ্চ হাসি)

ভূদেব। আপনি হাসছেন? আপনার কি?—আপনি যে খৃষ্টান পাদরি!

রাজকৃষ্ণ। হাঁ, কৃষ্ণমোহন—শুনছি ইদানিং তোমার বাড়ীতে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছেলেদের গতায়াত বেড়েছে?

রেঃ ব্যানার্জ্জি। কার কথা বলছো! Whom do you aim at?

রাজকৃষ্ণ। সাগর দাঁড়ীর দত্তদের ছেলে গো। শুনছি মধু তোমার মেয়েকে বিয়ে করছে। মধু ছেলেটা ভাল ছিল।

ভূদেব। এ আপনার অন্যায়।

মদন। 'ও মধু জীব তোঁ হৈঁ মধুরাসে'—শকুন্তলাকেও ভ্রমর তাড়া করেছিল। ফুল ফুটলে—ভ্রমর গুণ গুণ করবেই। (হাসি)

রেঃ ব্যানার্জ্জি। মধু তোমার বন্ধু—না? That's nothing, my boy!—"And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman ....Therefore a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife." ....হাঃ হাঃ Dont be foolish ভূদেব। Young blood must have its course,—এখন ওদের চোখে The world is young and every lass a queen. তার বন্ধুটি কবি। হিঃ হিঃ (হাসি)

(ভূদেব লজ্জিত হইল)

বিদ্যাসাগর। (চিন্তিত) কিন্তু আমি ভাবছি, কৃষ্ণমোহন, এই মেয়েটাকে নিয়ে এখন কি করি? দুর্গা তো এনেই খালাস।

রেঃ ব্যানার্জ্জি। Alright, I shall see to it. What can I do for you? এস মা আমার সঙ্গে।

ভূদেব। আপনার সঙ্গে? কোথায়? খৃষ্টান করবেন নাকি?

রেঃ ব্যানার্জ্জি। Why not? They are human, of course. But you have no place for them in your society. Is not it? আচ্ছা, আসি পণ্ডিত। Good bye to you all. Good bye. (মেয়েটিকে নিয়ে বাহির হইয়া গেলেন। সকলে নির্ব্বাক হইয়া রহিল)

চতুর্থ দৃশ্য

বীরসিংহা—ঠাকুরদাসের বাড়ী

বিবাহের শানাই বাজিতেছে, রাত্রির আলো জ্বলিতেছে,
কিন্তু মঞ্চে লোক নাই। ঠাকুরদাসের খাস চাকর—
শ্রীমন্ত প্রবেশ করিল,—শ্রান্ত। একপার্শ্বে
বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।
শানাই থামিলে—

শ্রীমন্ত। (উচ্চৈঃস্বরে নেপথ্যের দিকে) মা, এইবার দ্বার ভেজিয়ে দিই?

ভগবতী। (প্রবেশ করিলেন) হাঁ বাবা, বাতিগুলি এইবার নিভিয়ে দে। আর কাঙালী আসবে না। সারাদিন খাঁটুনি — নে, বাবা, এইবার বিশ্রাম কর। যা' দুর্য্যোগ, ছেলেটা ভালোয় ভালোয় বাড়ী এসে পৌঁছলে বাঁচি।

শ্রীমন্ত। খেতে বসে কাঙালীদের কি স্ফূর্ত্তি!—এমন খাওয়া এরা তো কখনও পায় না।

ভগবতী। হাঁ বাছা, যাদের অভাব নেই, খাওয়ার সমালোচনা তাদেরই আছে। এদের শুধু পেট ভর্ত্তির কথা।—ততটুকু পেলেই এরা খুসি। আচ্ছা, তুই এবার আলো নিভিয়ে দ্বার ভেজিয়ে দিয়ে যা। আমি দেখি,—কর্ত্তা শুয়েছেন কিনা। বুড়ো মানুষ, রাত জাগলে আবার কষ্ট হয়।

শ্রীমন্ত। হাঁ মা। (ভগবতী দেবী বাহিরে গেলেন। শ্রীমন্ত মনের আনন্দে গান ধরিল, ও একে একে দরজা জানালা বন্ধ করিতে লাগিল।—

"দে মা আমায় তহবিলদারী
(আমি) নেমক হারাম নই মা শঙ্করী।"

আলো নিভাইয়া বাহিরে গেল, গানের অস্ফুট কলি শুনা যাইতেছিল। খানিকক্ষণ মঞ্চ শূণ্য রহিল. তারপর সিক্ত বস্ত্রে, অতি সতর্কে বিদ্যাসাগর ঢুকিয়া, দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া—ডাকিল)

বিদ্যাসাগর। ছিঁড়ু,—ছিঁড়ু—(সাড়া না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে) মা,—মা,— (ভগবতী দেবী বাতি হাতে দরজা খুলিলেন)

ভগবতী। বাবা, এলি? (বিদ্যাসাগর প্রণাম করিলে—ভগবতী দেবী চিবুক স্পর্শ করিলেন)

বিদ্যাসাগর। হঁ্যা, মা, তুমি জেগেছিলে নাকি? ডাকতে না ডাকতেই দ্বার খুললে!

ভগবতী। তোমার অপেক্ষাই করছিলাম, দুর্য্যোগে দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল।

বিদ্যাসাগর। (হেসে) আমি বুঝি আসবো লিখেছি?

ভগবতী। আমি যে মা, সন্তানের মন বুঝিনে? ও কিরে, তোর জামা কাপড় ভিজে কেন?

বিদ্যাসাগর। (ঈষৎ লজ্জিত) দামোদরের খেয়ার মাঝিগুলি সব পালিয়েছে। একটারও খোঁজ মিললো না। একটা নৌকো পর্য্যন্তও নদীতে দেখ্‌লুম না। রাত্রি হয়ে যাচ্ছে,—কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবো?

ভগবতী। তবে পার হলি কি করে? সাঁত্‌রে? বলিস্ কি?—তোর কি ভয় ডর নেই? (শিহরিয়া উঠিলেন)

বিদ্যাসাগর। তখন তোমার কথাই শুধু মনে ছিল, মা।

ভগবতী। পাগল ছেলে! (চক্ষু সজল হইল—তিনি ব্যস্ত হইয়া—গামছা লইয়া নিজ হাতে বিদ্যাসাগরকে মুছাইতে লাগিলেন) শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—বড় দাদাবাবুর কাপড় দিয়ে যা। (শ্রীমন্ত কাপড় হাতে ঢুকিল)

শ্রীমন্ত। কাপড় জামা—ভিজলো কি করে, দাদাবাবু?

ভগবতী। (বিগলিত) ছেলে আমার, সাঁতরে দামোদর পার হয়েছেন। বলিস্‌নে আর দস্যি ছেলের কথা—

শ্রীমন্ত। হিঃ হিঃ হিঃ—সেই বুড়ী বেঁচে থাকলে বলতো। দাদাবাবু তুমি তার বাড়ীর সাম্‌নে—হিঃ হিঃ—কত কুকর্ম করতে—হিঃ হিঃ, বুড়ী গালি ও দিত আবার আক্ষেপও করতো। —বুড়ী ভারী নচ্ছার ছিল। কিন্তু রোজ ভোরে তা পরিষ্কার করে স্নান করতে হতো—শীত, গ্রীষ্ম বারোমাস। হিঃ হিঃ—তুমি ছোটকালে ভারী দুষ্ট ছিলে দাদাবাবু—

(খট্‌ খট্‌ খরমে শব্দ করিয়া ঠাকুরদাস প্রবেশ করিল)

ঠাকুরদাস। কে?—ঈশ্বর এলো নাকি বড়বৌ?

বিদ্যাসাগর। (নত হইয়া প্রণাম করিল) হাঁ বাবা, আপনি এতরাত জেগে আছেন! আপনার শরীরে সইবে কি?

ঠাকুরদাস। আরে ছোঃ। আমাকে কি ঈশ্বর আজ কালকের ইয়ং বেঙ্গল পেলে? বাবুদের রাত জাগলে শরীর খারাপ হয়। কিন্তু আমরা সেদিনে—কত রাত কাটিয়েছি কবি শুনে। মাতঙ্গি আর আণ্টুনি সাহেবের লড়াই রাত জেগে শুনতাম। তাহলেও ভোলা ময়রা ছিল সেরা গাইয়ে— "আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা, বাগবাজারে রই।"

বিদ্যাসাগর। বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখবার জন্যে মাঝে মাঝে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতোম্‌ প্যাঁচার ন্যায় লেখক, আর ভোলা ময়রার মত কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব সত্যি বড় আবশ্যক।—তা বাবা, এখন আপনার

সে বয়েসও নেই,—শরীরও নেই—(শ্রীমন্ত বাহিরে যাইতে-ছিল!)

ঠাকুরদাস। ছিঁড়ে, তামাক দে। (শ্রীমন্ত বাহিরে গেল) শরীরের কথা—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং" (হাসি) —তা আণ্টুনি সাহেব ফিরিঙ্গির বাচ্চা হ'লে কি হবে, কবি গাইয়ে ছিল তুখোর।

শ্রীমন্ত। (প্রসন্ন মুখে হুকা হাতে ঢুকিল) হাঁ, কত্তা, সেই যে—(সুরে)

ওমা, মাতঙ্গী না জানি ভকতি স্তুতি
জেতে আমি ফিরিঙ্গি—

(সোল্লাসে)—আর যাবে কোথা সায়েবের পো! অমনি মাতঙ্গি চেপে দিলে— (সুরে)

যিশুখৃষ্টে ভজগে তুই
শ্রীরামপুরের গীর্জ্জেতে,
জাত ফিরিঙ্গি জবর জঙ্গী,
পারবো না কো তরাতে।

ভগবতী। (ঈষৎ রুষ্ঠ) শ্রীমন্ত, এতরাত্রে কি আরম্ভ করলি তোরা?

ঠাকুরদাস। আমাদের দিনে—কবির লড়াই, তর্জ্জা, পাঁচালী গান হতো ঘরে ঘরে। আর বরওয়ানা ঘরে—উৎসবে বাইজি নাচ না হলে, সম্মানই থাকতো না। আর আজ হাফ আখড়াই—

বিদ্যাসাগর। বাবা, বিয়েতে কে কে গেল?

ভগবতী। আমাদের আত্মীয় স্বজন সবাই গিয়েছে। তুমি না আসায় শম্ভু দুঃখিত হয়েছে। তোমাকে ছেড়ে বিয়ে করতে যাওয়ার ইচ্ছাই ছিল না।

ঠাকুরদাস। আমি তো অকর্ম্মণ্য—এখন এসব কাজ তোমার। কি বলিস্ শ্রীমন্ত ?

শ্রীমন্ত। সে নিশ্চয়। আপনি এখন ধম্মকম্ম পূজো আচ্চা নিয়ে থাকবে—

ভগবতী। (রুষ্ট) শ্রীমন্ত !

বিদ্যাসাগর। তা কোন গোলমাল হয় নি তো ? লোকের খাওয়া দাওয়া নির্ব্বিঘ্নে হয়েছে ?

ভগবতী। হাঁ বাবা, তোমার ইচ্ছামতেই দীন দুঃখীদের খাইয়েছি ; খুব স্ফুর্ত্তি করে সকলে খেয়েছে। বাজনা একেবারেই বাদ দিতে বলেছিলাম দিনুকে, কিন্তু উনি ছাড়লেন না। বলেন,—বাজনা নেই তো—আবার শুভকর্ম্ম কি ? তা শেষে একটা শানাই আনাতেই হলো।

বিদ্যাসাগর। মা, হরিশ্চন্দ্র বলেছিল, তার বিয়েতে বাজনা আনতে হবে। বিয়ের বাজনা শুনলেই আমার সেই মরা-মুখখানিই মনে পড়ে। (ক্ষণেক নীরব) মনে ছিল, নিজে রোজগার করে সংসার চালাবো, ভাইদের লেখাপড়া শিখিয়ে--গাঁয়ে স্কুল খুলবো। দরিদ্র অজ্ঞ সাধারণের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা হবে—এদের কিছু উপকার হবে। সে আশা আকাঙ্ক্ষা ভাইরা দুইজনেই শেষ করে দিয়ে গেছে।

(বিদ্যাসাগর দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, ভগবতী দেবী অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন)

ঠাকুরদাস। (বিব্রত) যা হয়ে গিয়েছে,—তার জন্যে শোক করা—না, কোন কাজের কথা নয়। না,—আমি পছন্দ করিনে। (অপ্রস্তুত ভাবে) নাঃ, রাত অধিক হয়ে যাচ্ছে, আমি এবার শুতে যাই। ছিঁড়ে—ফক্কেটে পাল্‌টে দিস্।

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ কত্তা। (ঠাকুরদাস ও শ্রীমন্ত বাহিরে গেল)

ভগবতী। বাবা, তোকে খাবার দিই। দেখি, বৌমা কোথা?—

(ভগবতী দেবী বাহিরে গেলেন। বিদ্যাসাগর ম্লান মুখে বসিয়া রহিল, দীনময়ী প্রবেশ করিল)

দীনময়ী। তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে :

বিদ্যাসাগর। এঁ্যা—

দীনময়ী। এঁ্যা—কি গো? ধ্যান করছিলে? শুনতে পাওনি? খাবার—

বিদ্যাসাগর। হাঁ,—যাচ্ছি—চল। (বিদ্যাসাগর উঠিয়া দাঁড়াইল)

দীনময়ী। সে কি গো—হাত-পা ধোবে না? সন্ধ্যা আহ্নিক কিছু করবে না?

বিদ্যাসাগর। সন্ধ্যা আহ্নিক? না—ওসব আমি করিনে। (হাসি) হাঁ, একদিন—তখন আমি ছোট, ফাঁকি দিয়ে—বাবার কাছে ধরা পড়ি—মারও খেয়েছিলাম মনে আছে। কি করি বলো—মন্ত্র ভুলে—শুধু হাত পা নেড়ে—বাবার চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

দীনময়ী। তার মানে?—অত শাস্তর পড়ে—বিদ্যার সাগর তুমি—না?

বিদ্যাসাগর। তাই তো—এ আমার জন্মভূমি। আমার মাতৃ-তীর্থ, পিতৃতীর্থ। এখানে অন্য দেবতার সন্ধ্যা বন্দনা নিষেধ।—জান না? (উচ্চৈঃস্বরে হাসি)

দীনময়ী। হাস্‌ছো?—তুমি নদী সাঁত্‌রে পার হয়ে এলে?

বিদ্যাসাগর। হাঁ।

দীনময়ী। ভয় করলো না?

বিদ্যাসাগর। না। মায়ের আশীর্ব্বাদ যে আমার সঙ্গে ছিল।

দীনময়ী। যাও, তোমার ওকথা ভাল লাগে না। যদি কোন বিপদ হতো ?

বিদ্যাসাগর। বিপদ হবে না—আমি জানতুম। (হাসি)

দীনময়ী। অনেক লোক দেখেছি—কিন্তু তোমার মত 'মা' বলতে অজ্ঞান—এমন দু'জন দেখি নি।

বিদ্যাসাগর। আমার মত মা-ও কারুর নেই। (হাসি)

(ভগবতী দেবী প্রবেশ করিলেন)

ভগবতী। বাবা, আমি পাশের বাড়ীতে যাচ্ছি, ওদের জামাইটা ভারী অসুস্থ। ভাল নয়। সারাদিনের গোলমালে—আজ একবারও যেতে পারি নি। ঐটুকু মেয়ে এই সেদিন বিয়ে হলো—কি আছে তার অদৃষ্টে,—কে জানে।

বিদ্যাসাগর। আমিও যাবো মা।

ভগবতী। না বাবা, তোর গিয়ে কাজ নেই, অত হ্যাঙ্গামা করে এসেছিস্—এখন খেয়ে একটু বিশ্রাম কর। বউমা, তুমি ওকে খেতে দাও, আমি যাবো আর আসবো।

(ভগবতী দেবী বাহিরে গেলেন)

বিদ্যাসাগর। (অন্যমনস্কে) ছ' মাসও হয় নি, মেয়েটার বিয়ে হয়েছে—না ?

দীনময়ী। হাঁ, তার কি হবে—? অমন রোগা বুড়ো ধরে দিলে—বিয়ের দিনই বুঝেছিলাম একটা কঠিন রোগ ওর আছেই—পোড়া কপালী—যেমন অদৃষ্ট নিয়ে এসেছে এখন সারাজীবনই ভুগবে।

বিদ্যাসাগর। অদৃষ্ট ! এই অদৃষ্টবাদই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল।—দুর্গো কেমন আছে ?

দীনময়ী। কে জানে বাপু,—তোমার সুরোর খবর! এখন চলো খেতে যাবে।

বিদ্যাসাগর। না। এখন ঢেকে রাখো, আমি একবার দেখে আসি।

দীনময়ী। সে কি—খাবে না?

বিদ্যাসাগর। এসে খাবো। (চাদর টানিল)

দীনময়ী। এইতো এলে— আবার এখনই রোগীর বাড়ী ছুটবে? —না, তোমাকে নিয়ে পারিনে বাপু—

বিদ্যাসাগর। বেশী দেরী হবে না। আমার চটী— (খুঁজিতে লাগিল)

দীনময়ী। হাঁ অদৃষ্ট! আমার কপালে এই ছিল?

বিদ্যাসাগর। (চটী পরিয়া) তোমার অদৃষ্ট কি খারাপ? —আমার মত বিদ্যাসাগর— (হাসি)

দীনময়ী। বিদ্যা ধুয়ে জল খেলে আমার সুখ হবে?

(পাশের বাড়ীতে কান্না উঠিল)

বিদ্যাসাগর। ওকি?—হয়ে গেল নাকি?

দীনময়ী। আর যেয়ে কি করবে?

(ভগবতী দেবী সাশ্রু নয়নে ঢুকিল)

ভগবতী। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) বাবা!

বিদ্যাসাগর। কি মা?

ভগবতী। এদৃশ্য আর দেখা যায় না বাবা। আমি পালিয়ে এলাম। —অতটুকু মেয়ে, প্রতিমার মত শ্রী। ফুলের মত কোমল। কি-ইবা বোঝে,—তবু সারাজীবন তাকে এ দুঃখ বইতে হবে। (আঁচলে চোখ মুছিলেন)

বিদ্যাসাগর। মা! (কাঁদিতে লাগিল)

ভগবতী। বাবা!

বিদ্যাসাগর। আমি এর বিহিত করবো। এই দুগ্ধপোষ্য শিশু, সারা

জীবন এক কল্পিত দুঃখ বয়ে বেড়াবে। সংসারে আশা আনন্দ ভবিষ্যৎ—এমনিভাবে নির্ম্মূল হয়ে যাবে—এ হতে পারে না।

ভগবতী। কিন্তু উপায় কি বাবা !

বিদ্যাসাগর। এ লোকাচার—সংস্কার। মানুষের সদ্ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে যদি এই অন্ধ অজ্ঞানতা—তবে আর বিদ্যা শিক্ষা কেন ? জ্ঞানই বা কি ? সত্যের আলো জ্বেলে এই অন্ধকার দূর করতে হবে।

ভগবতী। বাবা, এ দেশ মিথ্যাচারে মগ্ন। আজ বিদ্যাসাগর বললেও—সেকথা কেউ শুনবে না।

(ঠাকুরদাস প্রবেশ করিল)

ঠাকুরদাস। কিসের গোলমাল বড়বৌ ?

বিদ্যাসাগর। ও বাড়ীর জামাইটী মারা গেল বাবা।

ঠাকুরদাস। আঃ বেচারা ! বড় ভাল লোক ছিল। ভারী ভক্তিমান, দেখা হলেই পায়ে পড়ে প্রণাম করতো—আজকালের ছেলেদের সে বালাই নেই। বুঝেছ—অদৃষ্ট—সবই অদৃষ্ট। আমাদের সময়ে—

ভগবতী। অতটুকু মেয়েটাকে সারাজীবন দুঃখ ভোগ করতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে কি গো ? শাস্ত্রে কি আর ব্যবস্থা নেই ?

ঠাকুরদাস। ঈশ্বর, তুমি বহু শাস্ত্র পাঠ করছে—কিন্তু শাস্ত্রকারদের এই ব্যবস্থাকে সুবিচার বলা চলে না।

বিদ্যাসাগর। কেন বাবা, পরাশর সংহিতায় আছে, মৃত ভর্ত্তৃকা পত্নী—সহমরণ বা ব্রহ্মচর্য্যে অপারগ হলে—পুনর্ব্বিবাহের বিধান আছে।

ঠাকুরদাস। (মাথা নাড়িলেন) পুনর্ব্বিবাহ অসম্ভব ! সে যে ম্লেচ্ছাচার—

বিদ্যাসাগর। রাজা রামমোহন, কালী নারায়ণ চৌধুরী, দ্বারকা নাথ ঠাকুর - প্রভৃতির চেষ্টায় লর্ড বেন্টিকের সাহায্যে সহ-মরণ প্রথা বন্ধ হয়েছে। সেই বর্ব্বরোচিত অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে— অবশ্যই ইহা আনন্দের কথা। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য সকল বিধবার পক্ষে মঙ্গলও নয়—আর সম্ভবও নয়।

ভগবতী। কিন্তু পুনর্ব্বিবাহ কি সম্ভব বাবা ?

বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রে ইহার যুক্তি আছে মা।

ঠাকুরদাস। অমন শাস্ত্র কেউ মানবে না। লোকে মন্দ বলবে।

বিদ্যাসাগর। এ বিষয়ে পুস্তক প্রণয়নের ইচ্ছা ছিল, —কিন্তু লোকের কুৎসা ও কটুবাক্যে আপনারা ব্যথা পাবেন - এই আশঙ্কায় আমি নিবৃত্ত আছি।

ভগবতী। —না বাবা, তুমি এর বিহিত কর। আমরা সব অক্লেশে সহ্য করবো। দরকার হলে সাহায্যও করবো।

ঠাকুরদাস। করতে চাও করবো। তবে কাজে প্রবৃত্ত হবার আগে, ভাল ভাবে শাস্ত্র দেখে নিও। পাছে অধর্ম্মনা লাগে।

ভগবতী। আমরা তোমায় আশীর্ব্বাদ করি বাবা।

(বিদ্যাসাগর নত হইয়া পায়ের ধূলা নিল)

ঠাকুরদাস। মনে রেখো, কাজে প্রবৃত্ত হয়ে কিছুতেই আর পশ্চাৎপদ হতে পারবে না।—হাঁ।

(বিদ্যাসাগর পিতাকেও প্রণাম করিলেন)

ঠাকুরদাস। (হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন) শতং জিবতু। যশস্বী ভব।

———

পঞ্চম দৃশ্য

ঠাকুর দাসের বাটীর ভিতর অঙ্গন দেখা যাইতেছে।
বাহিরের রাস্তায় একদল লোক—বহুরূপী
বেশে গান করিতে করিতে ঢুকিল।

"বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হ'য়ে
সদরে দিয়েছে রিপোর্ট
বিধবাদের হবে বিয়ে
হবে কবে শুভদিন, প্রচার হবে এ আইন
মনের সুখে থাকবো মোরা
মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন হবে কবে—একাদশী জ্বালা যাবে
বিনানিয়া বাঁধবো খোঁপা
গুঁজি কাটি মাথায় দিয়ে।
আলো চাল কাঁচা কলার মুখে দিয়ে ছাই
এয়োদের সঙ্গে যাবো
বরণ ডালা মাথায় নিয়ে।"

গাহিতে গাহিতে বাহিরে গেল। ভবসুন্দরী অন্দরের পথে যাইতেছিল, নারায়ণ পেছন হইতে ডাকিল।

নারায়ণ। আমাকে দেখেই পালাচ্ছ বুঝি?

ভবসুন্দরী। (ফিরিয়া) হাঁ। আমরা গরীব, আমাদের ছায়া মাড়ালেও পাপ। কাজেই এঁড়িয়ে চলি। পিসি বলে, গতর খাটিয়েই যখন খেতে হবে—

নারায়ণ। (ম্লান হইয়া) ও—

ভবসুন্দরী। (নরম সুরে) তা আপনি কিছু বলবেন?

নারায়ণ। —না। তা, তোমরা খুব গরীব বুঝি?

ভবসুন্দরী। হাঁ। আপনার বাবার দয়াতেই আমরা এখানে আছি। তা নইলে—কবেই তো পিসি বিদেয় করেছিলেন।

নারায়ণ। (সহসা) তোমার বিয়ে হয়েছিল না?

ভবসুন্দরী। (সলজ্জ হাসি) হাঁ, শুনতে পাই বটে।

নারায়ণ। (আশ্চর্যে) শুনতে পাও মানে?

ভবসুন্দরী। যার কোন ধারণাই আমার মনে নেই,—তাকে বিশ্বাস করি কোন অজুহতে।

নারায়ণ। এই যে থান—এই রুক্ষ বিধবার বেশ—

ভবসুন্দরী। এর উপরও আমার শ্রদ্ধা নেই। শুধু দেশাচার—সমাজ আত্মীয় বন্ধু সকলের অত্যাচারে—

নারায়ণ। তোমার শ্বশুর বাড়ীতে কেউ নেই?

ভবসুন্দরী। জানি না। (ক্ষণেক নীরব)

নারায়ণ। —তারপর?

ভবসুন্দরী। তারপর তাই—অর্থাৎ এই। আর একদিন খবর এলো, তিনি আর ইহ জগতে নেই। অতএব প্রথা মত ব্রহ্মচর্য্য পালন আরম্ভ হলো।—আবার কি?—

(নতবদনে চুপ করিল)

নারায়ণ। (সহসা) বাবা বিধবা-বিবাহ প্রচলণের চেষ্টা করছেন। তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করে—এর বিধান যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করেছেন।

ভবসুন্দরী। (হাসিল) হাঁ শুনেছি।

নারায়ণ। তুমি? তোমার মত মেয়েদের ফের বিয়ে হওয়া উচিৎ।

ভবসুন্দরী। (ঈষৎ হাসি) তাই নাকি?

(নারায়ণ লজ্জা পাইল)

নারায়ণ। (ক্ষণেক পরে—দ্বিধায়) শুধু তোমার কথাই বলছি না। বলছিলাম, যারা অল্প বয়সে বিধবা। —তাদের আবার বিবাহ হওয়া সঙ্গত।

ভবসুন্দরী। হিন্দুদের অমন হয় না।

নারায়ণ। (উৎসাহে) বাবা বলেন,—এ সংস্কার। কুসংস্কার। কুসংস্কার মানা কখনই উচিৎ নয়।

ভবসুন্দরী। তাই নাকি?

নারায়ণ। শাস্ত্রে আছে—"নষ্টে মৃতে…

ভবসুন্দরী। ও— (হাসিয়া উঠিলে নারায়ণ লজ্জা পাইয়া থামিল)

নারায়ণ। বাবা বলেন, সদ্‌ শিক্ষা কুসংস্কার দুর করে। কুসংস্কার আর অজ্ঞানতার অন্ধকার চোখকে আচ্ছন্ন রাখে।

ভবসুন্দরী। অমন পিতার সন্তান আপনি; আপনিই কেন আদর্শ হ'ন না?

নারায়ণ। হতে আমার আপত্তি নেই। আমার অমন কুসংস্কারও নেই। এতটুকু সৎসাহস—

ভবসুন্দরী। হাঃ হাঃ (উচ্চ হাসি)

নারায়ণ। (অপ্রস্তুত) হাসচো যে--বিশ্বাস হচ্ছে না?

(এই সময়ে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অনূঢ়া প্রৌঢ়া ভগ্নী কালীতারা প্রবেশ করিল। অস্বাভাবিক রুক্ষতা তার চলনে বলনে)

কালীতারা। বৌঠান কৈ গো?

(সাড়া পাইয়া নারায়ণ সরিয়া পড়িল)

ভবসুন্দরী। (চকিত ভাব) পিসি— ? আমি ডেকে দিচ্ছি।

(ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিল। কালীতারা কুটিল চোখে তাকাইল—ভগবতী দেবী প্রবেশ করিলেন)

ভগবতী। দিদি যে— ? ভাল ?—এদিকে আর আস না ?

কালীতারা। (চোখ মটকাইয়া)—আছো কেমন, গোঁসাই রেখেছেন যেমন।—বুঝলে বৌঠাণ গতর না খাটালে কেউ ছেড়ে কথা কয় ? দাদার তো ঘর ভরা লোকের অন্ত নেই—

ভগবতী। (হাসিয়া) হঁ্যা, কালীকান্তের এক বৌ এখানে আছে জানি—সেকি তোমাদের যত্ন আত্তি করে না ? বেচারী ঠাকুরঝি—কি করবে বল ?—এ জন্মে তো শিব ঠাকুর ফাঁকি দিলে—এবার পরজন্মের কাজ করো।

কালীতারা। (খেদে) ভাল বলেছ,—রাধা যাবেন তীর্থ করতে, পাশ ঘাটবে কে ?

ভগবতী। কালীকান্তের যেমন বুদ্ধি—একটীতে সংসার না চলে—আর একটী আনিয়ে নিলেই পারে, তারাও এ সংসারে দাবী রাখে। তা কালীর বৌ'র বোনঝি রয়েছে—ভব মেয়েটীও বেশ।

কালীতারা। 'মধু পান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি।'—আমাদের সেই দশা।—ও মেয়ের কথা আর বলো না। কথায় আছে 'ভাত পায় না, ভাতার চায়, থেকে থেকে আবার গহনা চায়।' থাক্ বাপু- এখন আমাকে ছ'সের চাল দাও দেখি—সেই যে চেপেচে—নাব্‌বার নাম করে নাকি ? 'একে রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর।'—"যেন গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।" বুঝলে—কাণ্ড জ্ঞান কিছু আছে নাকি ? বাড়ন্ত তাই বলে—(উঠিয়া দাঁড়াইল)

ভগবতী। বসো না ঠাকুর ঝি—এতদিনে এলে—

কালীতারা। বলে না বৌঠাণ, 'যম এলেই বলি সময় এখন পেলি ?' আমার হয়েছে এখন সেই দশা। বসবার কি উপায় আছে ? পেট কি ডাক মানবে ?—আহা, তোমার কুমড়োর ডগাটা তো বেশ উঠেছে, কালী বলছিল খুব ভালবাসে মুগের ডালে—"চাল নেই তার ধুচুনি নাড়া।" দুর্গা জ্যেঠাইমা ঐখানে বসে চরকা কাটতো—তোমাদের বাড়ী এলেই তাঁর কথা মনে পড়ে। ভারী ভালবাসতেন আমাকে।

ভগবতী। তিনি ঐ চরকা দিয়েই—এ সংসার বজায় রেখেছিলেন।—সতী লক্ষ্মী ! (হাত কপালে ঠেকাইল)

কালীতারা। (সহসা) ঈশ্বর বাড়ী এসেছে শুনলাম। হঁ্যাগা—পাড়ায় পাড়ায় শুনছি, তোমার ছেলে বিধবাদের আবার বিয়ে দিচ্ছে—সদরে আইন হচ্ছে—লোকে তোমার ছেলের নামে গান বেঁধেছে। সত্যি নাকি ?

ভগবতী। ঈশ্বর বলে—শাস্ত্রে আছে।—

কালীতারা। 'তিনকাল খোঁয়ালি, আজ মাথা মুড়লি।' বলো কিগো ? বলতে পারবে এমন কথা শুনেছে পদ্ম পিসি ? দিতে পারবে বিধান নকড়ি চক্কত্তি, পাঁজিতে আছে এমন অনাসৃষ্টি কথা ? বিধবার বিয়ে—সেকি ঘেন্নার কথা গো ! 'যা নেইকো দেশে পেতে, তাই চায় ছেলের খেতে'। না—না, এ কোন কাজের কথা নয়। ছেলেকে মানা কর। অমন ম্লেচ্ছ আচার চলবে না।—সাহেব সুবো নয় তোমার ছেলেকে খাতির করে—তা বলে জাত জন্ম খোঁয়ানো—এমনি মতিচ্ছন্ন—

ভগবতী। ঠাকুরঝি, একাদশীর দিনে ঐ কচি কচি মেয়েগুলি শুক্নো মুখে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে কোন মায়ের মুখে মাছ ভাত রোচে, জিজ্ঞেস করি? এই আচার বিচার মানতে মন মানে কই?"

কালীতারা। ওকি কথা বৌঠান! তাইতো বলি, তোমার নাই পেয়েই বেড়ে উঠেছে। তা নইলে, সমাজের বুকে বসে—এমন অনাচার—বলি; "যার শিল তার নোড়া, তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।" এই নাতিটা ঐ ধিঙ্গি বিধবা মেয়েটার সঙ্গে হেসে হেসে রস করছিল। কি ঘেন্নার কথা গো! যার যেমন মতি, তার তেমন গতি।—না বাপু এমন বিদ্যের মুখে ছাই কাজ নেই অমন নেকাপড়া শিখে— 'বানরের গলায় মুক্তোর মালা।'

ভগবতী। (সরোষে) ঠাকুরঝি!

কালীতারা। 'হাড়ি পানা মুখ তার, কুলোপানা চক্কর।' বয়স হয়ে ভীমরতি ধরেছে। যাবে—সব গোল্লায় যাবে—রসাতলে যাবে। টাকার দেমাক।—ধর্ম্ম সইবে না—সইবে না।

(কালীতারা সরোষে বাহিরে গেল, ভগবতী নির্ব্বাক রহিলেন)

ভগবতী। (সম্বিৎ পাইয়া) ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি চলে গেলে—শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। (প্রবেশ করিয়া) মা—

ভগবতী। যা' বাবা, কালীর বাড়ীতে সের পাঁচেক চাল, খানিকটা মুগের ডাল—আর ক'টা কুমড়োর ডগা দিয়ে আসবি। আচ্ছা, চল্—আমি দিচ্ছি।—

(ঠাকুরদাস ঢুকিলেন)

ঠাকুরদাস। ছিঁড়ে—

শ্রীমন্ত। (ফিরিয়া) কর্ত্তা।

ঠাকুরদাস। যাচ্ছিস কোথায়? তামাক দে—

শ্রীমন্ত। হাঁ, কর্ত্তা। (শ্রীমন্ত বাহিরে গেল)

ঠাকুরদাস। কি গরম!—হাঁ, আজ দিনটা বড়ই আনন্দে কেটেছে।
(ভগবতী জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাইলেন)

ঠাকুরদাস। শাস্ত্রে আছে, "সৎপুত্র কুলদীপক"—, এই তো সৎপুত্র।

ভগবতী। তুমি খুসী হয়েছো?

ঠাকুরদাস। কেন হবো না? এই যে 'আজ কদিন অন্নদান হচ্ছে এর তুল্য কি পুণ্য আছে? কলিতে অন্নদান শ্রেষ্ঠ দান, শাস্ত্রে আছে।

ভগবতী। শাস্ত্র আমি বুঝিনে। কিন্তু ক্ষুধাকাতর লোকগুলি, আনন্দে, আগ্রহে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে আশীর্ব্বাদ করে আমার পুত্রদের, আমার মাতৃ হৃদয় তখন পূর্ণ হয়ে উঠে পুত্র গৌরবে। সে কি কম সৌভাগ্য?

ঠাকুরদাস। তুমি তখন হাসতে—কিন্তু আমি গোড়াতেই বলেছিলাম—এ আমাদের সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আমাদের বহু পুণ্যের ফলে সংসারে এসেছে। রামজয় ঠাকুরের কথা মিথ্যে হবার নয়—মনে রেখো পূর্ব্ব পুরুষের আশীর্ব্বাদেই আজ তোমার পুত্র বিদ্বান আর দয়াবান।

ভগবতী। দরিদ্র নারায়ণ। এই নারায়ণের সেবার অধিকার মানুষ বহু পুণ্য ফলে লাভ করে। ঠাকুর দেবতার পূজার চেয়েও এ শ্রেষ্ঠ কাজ সন্দেহ নেই।'

ঠাকুরদাস। (সহসা) এবার ঠাকুর দেশের প্রতি ভারী কুপিত হয়েছেন।

লোকের পাপে বুঝলে? লোকে ভুল করেও তাঁর নাম একবার মুখে আনে না। তাই যেমনি দুর্ভিক্ষ তেমনি মড়ক। হাহাকারে দেশ ভরে গেছে। শাস্তি—তাঁকে ভুলে যাওয়ার শাস্তি। বাবা বিশ্বনাথ অপরাধ নিও না বাবা। (উদ্দেশ্যে হাত কপালে স্পর্শ করিলেন)

(শ্রীমন্ত হুকা হাতে প্রবেশ করিল)

ভগবতী। ঈশ্বর ফিরেছে শ্রীমন্ত? এত খাঁটুনি—বাছা রাত্তে পর্য্যন্ত ভাল ঘুমুতে পারে না। আমি যাই—তুই আসিস্ শ্রীমন্ত।

(ভগবতী দেবী বাহিরে গেল)

ঠাকুরদাস। (ধূম উদ্‌গীরন করিলেন) বুঝলি শ্রীমন্ত, কলির লোক ঠাকুর দেবতার নাম একেবারেই ভুলে গেছে; তা নইলে দুর্গো৷ পূজা, মায়ের অর্চ্চনা, তাতে বাই খেম্‌টা নাচ না হলে চলবে না। মকারাদি যেন বিভূতি হয়ে উঠেছে, ওতে যত খরচ তত নাম ডাক বাড়বে। বলি কি বল্! ঠাকুর দেবতা পাষাণ না খড়? তাঁরা রুষ্ট হবে না কেন? কেবলি চেয়ে চেয়ে চিরকাল এই অনাচার দেখবে?

(বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিল)

বিদ্যাসাগর। বাবা—

ঠাকুরদাস। (চকিৎ ভাবে) কে—ঈশ্বর? এস বাবা।

বিদ্যাসাগর। বীরসিংহায় স্কুল করতে চাই—ভাইদেরও ঐ জন্তই শিক্ষা দিয়েছিলাম। নিজে চাকরী করবো—

ঠাকুরদাস। সে তো খুব ভাল কথা।

বিদ্যাসাগর। এই অধঃপতিত পরাধীন দেশ—পরানুকরণে আসক্ত, শিক্ষা না পেলে ভালমন্দ বিচার বুদ্ধি হবে না,—

(শ্রীমন্ত প্রস্থান করিতেছিল)

ঠাকুরদাস। আঃ—আগুনটা পাল্‌টে দিলিনে আগুন তেজদার না হলে, তামাক খেয়ে সুখ নেই। (শ্রীমন্তের কলিকা হাতে প্রস্থান) হাঁ—তা আমার কি আপত্তি?

বিদ্যাসাগর। আপত্তির কথা নয়।—তা হ'লেও বলা উচিত—

ঠাকুরদাস। তা ভাল—তা ভাল। হাঁ, আগের দিনে আমরাও বাপ পিতামোকে জিজ্ঞেস করেই কাজে হাত দিতাম। তাঁরা ভাল কাজে কখনও নিষেধ করতেন না। বরং অনুমতি নিয়ে গেলে,—খুসি হতেন, আশীর্ব্বাদ করতেন। তা তুমি যাচ্ছো? বসোনা. ঈশ্বর—অনেকদিন তোমার সঙ্গে দু'দণ্ড বসে কথা বলিনি, নানা কাজে ব্যস্ত থাকো—

বিদ্যাসাগর। হাঁ, তেমন কিছু নয়—তবে জাতির আত্ম চেতনায় মরচে ধরেছে—বারে বারে না ঘষ্‌লে—উজ্জ্বল হবে কেন? আর আপনি ঠাকুর দেবতা নিয়ে আছেন—কেন বৃথা বিরক্ত করবো।

ঠাকুরদাস। না—না, তবে কি জান—আর কদিনই বা—পরকালের সঞ্চয় কিছু তো চাই—বাকি ক'টা দিন তাই ঠাকুর দেবতার নাম নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারলেই—ব্যস।

বিদ্যাসাগর। ও,—আর হ্যাঁ (হেসে) আপনি নিরামিষাশী—লোকের কাছে বলে বেড়ান, কিন্তু নারাণের মাথাটাতো খাচ্ছেন তথাপি না—এ ঠিক নয়।

ঠাকুরদাস। (বিব্রত) আমি—না—আমি! হাঁ; নারাণ এখনও ছেলে মানুষ, (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) বুদ্ধি শুদ্ধি হয়নি। বয়স হলেই, সব শুধ্‌রে যাবে।

বিদ্যাসাগর। এরি মধ্যে উঠলেন যে—

ঠাকুরদাস। না,—আমার রাত হয়ে যাচ্ছে। অধিক রাত জাগলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। সুনিদ্রা হয় না। না, আমি যাই।

(ব্যগ্রভাবে প্রস্থান করিলেন, বিদ্যাসাগর হাসিমুখে গমন পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।)

(দীনময়ী প্রবেশ করিল)

দীনময়ী। শুন্‌ছো?

বিদ্যাসাগর। আমাকে বল্‌ছো?

দীনময়ী। আবার কাকে? কে আর আছে এখানে?

বিদ্যাসাগর। ও—

দীনময়ী। একি শুন্‌ছি গো, তুমি নাকি বিধবা বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ? সরকারে আইন হচ্ছে—

বিদ্যাসাগর। হাঁ।

দীনময়ী। হাঁ কিগো?—হিন্দু বিধবার আবার বিয়ে হয় নাকি?

বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্র মানতো?

দীনময়ী। ছাই শাস্তর,—অমন শাস্ত্রের কেঁথায় আগুন।—হাঁ কপাল! এত শাস্তর পড়ে—শেষে এই?

বিদ্যাসাগর। (অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য) দীনময়ী, আমার বিদ্যাসাধনা সার্থক হবে, যদি সত্যের পূজায় তাকে লাগাতে পারি।

দীনময়ী। তোমার মুখজোড়া কথাগুলি আমার ভালও লাগে না—পছন্দও করিনে—

বিদ্যাসাগর। ও—

দীনময়ী। শোন, ঐ বিধবা যুবতী মেয়েটাকে কেন বাড়ীতে রেখেছো?—বিদেয় কর।

বিদ্যাসাগর। কেন? ওর কি অপরাধ?

দীনময়ী। কপাল পুড়িয়ে এসেছে—কালামুখী। আমার এমন সুখের সংসার—ওর বিষনিঃশ্বাসে অকল্যাণ লাগবে।—ওদের ছোঁয়াচ ভাল নয়।

বিদ্যাসাগর। ও—এই! (হাসি)

দীনময়ী। তুমি অদৃষ্ট বিশ্বাস করোনা? হাসলে কেন? ঐ মেয়েটার চলাচলতি আমার মোটেই ভাল লাগেনা। ঘরে ছেলে ছোকড়া রয়েছে, একটু সমঝে চলবে—যার তার সামনে বের হবারই ওর দরকার কি?

বিদ্যাসাগর। কেন?—আবার কার সাম্‌নে বের হচ্ছে?—তা ছেলে মানুষ—জীবনের আনন্দ সুখ—সব শেষ হয়ে গেছে, (শ্বাস পড়লো) কিন্তু আকাঙ্ক্ষার কি সমাপ্তি আছে নয়া-বৌ!

দীনময়ী। —তা'বলে যেমন তেমন পোষাকে, যার তার সামনে বেরুবে?

বিদ্যাসাগর। যার তারটা কে? বাহিরের লোকতো নেই—

দীনময়ী। তা নারাণের সামনেই বা যখন তখন বেরুবার প্রয়োজন কি?—সেও এখন বড় হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। (উচ্চ হাসি) তুমি নারায়ণের মা—না নয়াবৌ?—তা মন্দ কি! আমি যখন বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করছি, আমার পুত্র স্বেচ্ছায় বিধবা বিবাহ করলে আমিতো সৌভাগ্য মনে করবো।

দীনময়ী। ওকি বলছো? আমাদের নারাণ বিধবা বিয়ে করবে কিগো?—একি অলক্ষুণে কথা তোমার?

বিদ্যাসাগর। (গম্ভীর) ক্ষতি কি?

দীনময়ী। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) একথা আমি বিশ্বাস করতাম না।

বিদ্যাসাগর। কি?

দীনময়ী। ভাবতাম- সুরো তোমার ছেলে বেলার খেলার সাথী—তাই তোমার সঙ্গে অত ভাব—

বিদ্যাসাগর। সত্যই তো তাই নয়াবৌ।

দীনময়ী। কিন্তু লোকে অন্য কথা বলে।

বিদ্যাসাগর। লোকে কি বলে তা আমি শুনতে চাইনে—তারা মুর্খ—যথেষ্ট অবসর তাদের পরনিন্দায় কাটে।—তোমারও কি তেমনি হীনধারণা?

(শম্ভুর প্রবেশ)

শম্ভু। দাদা, সর্ব্বনাশ!

বিদ্যাসাগর। (জিদের সহিত) বল,—তুমিও একথা বিশ্বাস কর।—বল—

শম্ভু। একদল ডাকাত বাড়ী ঘেরাও করেছে, তারা টাকা পয়সা চায়। তারা আপনাকে চায়।

বিদ্যাসাগর। ডাকাত!

শম্ভু। হাঁ—তারা গ্রামের আশেপাশেই থাকে। এ কয়দিন আপনি তাদের আহার জোগাতে যা ব্যয় করেছেন—তাতে তাদের বিশ্বাস হয়েছে—আপনার অনেক টাকা আছে, তাই লুটে নিতে এসেছে দলবেঁধে।

বিদ্যাসাগর। আহার জুগিয়ে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছি—তার প্রতিদানে এই—?

শম্ভু। এরা আত্মসর্ব্বস্ব অকৃতজ্ঞ—

দীনময়ী। কিন্তু ওকে চায় কেন?—টাকাকড়ি খুঁজে পায়—নিক—

শম্ভু। মেরেকেটে যদি বেশী আদায় হয়—

দীনময়ী। মারবে?

বিদ্যাসাগর। আমি এদের শাস্তি দেব—কঠিন শাস্তি।

শম্ভু। না দাদা, এরা অনেক—আমরা এ কয়জনে কি করবো ?—আপনার যেয়ে কাজ নেই।

(বাহিরে চীৎকার—'টাকা চাই', 'বিদ্যাসাগর কৈ',—ইত্যাদি)

বিদ্যাসাগর। (উত্তেজনায়) আমি যাবো—যাবো।

দীনময়ী। না, তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না। (সামনে এসে দাঁড়ালেন)

বিদ্যাসাগর। ওরা আমায় কাপুরুষ ভাববে।

শম্ভু। তারা তো একজন নয়।—তাছাড়া তাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে।

দীনময়ী। অস্ত্র রয়েছে ? ঠাকুরপো,—না চল আমরা পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাই—এস। (বিদ্যাসাগরের হাত ধরিল)

বিদ্যাসাগর। তা হয় না। পালাতে পারবো না।

শম্ভু। তাছাড়া উপায় কিছু নেই—দাদা—।

দীনময়ী। না গো না, তুমি কিছুতেই থাকতে পারবে না। আমি ছেড়ে যাবো না। এস। (কান্নায় কণ্ঠ ভারী ; হাত ধরিয়া টানিলেন)

শম্ভু। না। আপনাকে রেখে আমরা যাবো না। চলুন।

বিদ্যাসাগর। (অস্ফুটে) যাবো ?—পালিয়ে যাবো ?

শম্ভু। উপায় নেই। (হতাশ ভঙ্গি)

দীনময়ী। হাঁ, এস। (বিদ্যাসাগরকে টানিয়া লইয়া দীনময়ী প্রস্থান করিলেন, শম্ভু অনুগমন করিল।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

হ্যালিডে সাহেবের বাংলো।

গভর্ণর মিঃ হ্যালিডে ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ মার্শেল আলাপ করিতেছেন।—দ্বারে চাপরাশী ঝক্‌মকে তক্‌মা আঁটা। হুকা বরদার মস্ত একটা নল সংযুক্ত গড়গড়ায় কলিকা বসাইয়া ফুঁ দিতেছে। মিঃ হ্যালিডে মাঝে মাঝে নলটা মুখে নিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন।—অপর পার্শ্বে একব্যক্তি প্রকাণ্ড একখানি তালপত্রের পাখা দুলাইয়া বাতাস দিতেছে।

মিঃ হ্যালিডে। (নল হইতে মুখ তুলিয়া) আমার বিবেচনায় পণ্ডিতই একার্য্যে উপযুক্ত। আপনি কি বলেন মিঃ মার্শেল ?

মিঃ মার্শেল। হাঁ, বিদ্যাসাগরই একাজে উপযুক্ত সন্দেহ নেই। তাঁর মতো নির্লোভ, পরোপকারী আমি আর দেখি নাই।

মিঃ হ্যালিডে। ঐ জন্যেই পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করি মিঃ মার্শেল। তাঁকে স্কুল বিভাগে পরিদর্শক পদে নিয়োগ করে নানাস্থানে স্কুল স্থাপনার অনুমতি দিচ্ছি। (নল মুখ সংলগ্ন করিলেন।)

মিঃ মার্শেল। উত্তম কথা। (হেসে) Mr. Kerrএর অভিযোগের কি হলো ?

মিঃ হ্যালিডে। (উচ্চ হাসি) হাঃ—হাঃ-হাঃ, আপনি সেই টেবিলে পা তুলে অভ্যর্থনার কথা বলছেন ? পণ্ডিতের উত্তর শুনেছেন ?—"মিঃ কারের নিকট অনুরূপ অভ্যর্থনা পেয়ে

একেই ইউরোপীয় প্রথা মনে করি।" হাঃ হাঃ—Paid him back in his own coin. মিঃ কারকে বলে দিয়েছি। বুদ্ধিমানের কাজ হবে—চুপ করে থাকা।

(ধুম ছাড়িলেন)

মিঃ মার্শেল। অসাধারণ লোক !

মিঃ হ্যালিডে। চাপরাশী। (চাপরাশী দুই পা সামনে আসিয়া সেলাম দিল) সাহেবকো থোরা মিঠা পানি (বিশেষ ইঙ্গিত)

(সেলাম দিয়ে বাহিরে গেল। মতিবাবু ফাইল বগলে পরদার পার্শ্বে দাঁড়াইল)

মিঃ হ্যালিডে। Who is there ? কোন্ হ্যায় ?

মতিবাবু। (ঢুকিয়া আভূমি নত হইয়া কুনিশের ভঙ্গিতে অগ্রসর হইল) Your most obedient servant, Sir. Good morning, Sir.

মিঃ হ্যালিডে। (ঈষৎ হাসি) উহা কাহার ফাইল ?

মতিবাবু। (সেলাম দিলে) মুলচাঁদ দুধুরিয়া, Your Excellency.—

মিঃ হ্যালিডে। What শুধু what ?—কি চায় সে ?

মতিবাবু। পত্তনিদার।—সেলামী বিশ হাজার দিবে। (বিশেষ ভঙ্গি)

মিঃ হ্যালিডে। বিশ হাজার টাকা যথেষ্ট নয়।—আর উৎকোচ গ্রহণ—This sort of bribery আমি পছন্দ করিনে।—তবে, এই জায়গাটা পেলে লোকটা অনেক লাভ করবে। লাভের ভাগ একা ভোগ করবে বলেই বলছি—

মতিবাবু। Just—ঠিক—Sir, (সেলাম করিল)

মিঃ হ্যালিডে। তাকে পঞ্চাশ হাজারের কথা লিখে দেবে।

মতিবাবু। Yes, My Lord.

মিঃ হ্যালিডে। তুমি এখন যেতে পারো।

মতিবাবু। Very good, Sir. (সেলাম দিল)

মিঃ মার্শেল। (হাসি) এমন আদপ কায়দা শিখলে কোথায় ?

মতিবাবু। (গর্ব্বে) My grand father, a council মোগল দরবার। জবরদস্ত পাঁচ হাজারী মনসবদার—ভারী সুখ্যাত ছিল তাঁর।

মিঃ মার্শেল। হাঁ, বুঝেছি।

মিঃ হ্যালিডে। দরবার what ? Oh, I see, counsel—ঠিক।

মতিবাবু। Yes, Sir, (কৃতার্থের হাসি হাসিল)

মিঃ হ্যালিডে। What do you want ? কুছ্‌ বোলবে ?

মতিবাবু। Very poor man, Sir. (ইতস্ততঃ করিতে লাগিল)

মিঃ হ্যালিডে। Yes—

মতিবাবু। Helpless, Sir. My house fifteen leaves fall morning and evening, little little pay. How manage ? Understand, Sir ?

মিঃ হ্যালিডে। (হাসি) Yes, yes ! Alright, I shall see.

মতিবাবু। (দীর্ঘ কুর্নিশ) Your very faithful servant, Sir, very good, Sir. (দ্রুত প্রস্থান)

মিঃ হ্যালিডে। পণ্ডিতের সঙ্গে আপনিও শেষে education for mass বলে ক্ষেপ্‌লেন ? Mass education এ সরকারের প্রয়োজন কি ? আমাদের শিক্ষা to make them better type of clerks, what else we want ? পণ্ডিতকে young civilianদের বাংলা পরীক্ষা সহজ করতে বলে ছিলাম বলেই ফোর্ট উইলিয়মের চাকরীটি ছেড়ে দিলে।—পরোপকার ব্রত নিয়ে আমরা এদেশে আসিনি। (চাপরাশী ঢুকিয়া সেলাম দিল) কৌন্‌ ?

চাপরাশী। পণ্ডিতজী।

মিঃ হ্যালিডে। Call him—সালাম দাও। (চাপরাশী বাহিরে গেল)

মিঃ মার্শেল। বিদ্যাসাগর?

মিঃ হ্যালিডে। হঁা, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর।

মিঃ মার্শেল: (হাসি) কিন্তু তার আগেই অনেকে এসে বসে আছে—

মিঃ হ্যালিডে। উহারা স্বার্থ সাধনে এসেছে। দুদণ্ড বসে থাকলেও অসন্তুষ্ট হবে না। বিদ্যাসাগর আসেন নিঃস্বার্থ দেশ সেবায়। তিনি অভিজ্ঞ, সদ্‌বুদ্ধিদাতা। তাঁর উপদেশে আমি উপকৃত হই। তার সঙ্গে অন্যের তুলনা নাই মিঃ মার্শেল। (বিদ্যাসাগর ইউরোপীয় পোষাকে ঢুকিলেন)

মিঃ মার্শেল। এস, এস পণ্ডিত। (মার্শেল হাসিমুখে আসন দেখাইল)

বিদ্যাসাগর। (উত্তেজনায়) না, এমন সং সেজে আমি আর আসতে পারবো না। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আর আমার কাজ নেই। যদি কিছু প্রয়োজন বোধ করেন—লিখে জানাবেন।

মিঃ হ্যালিডে। কি হ'ল পণ্ডিত, এত উত্তেজিত কেন?

বিদ্যাসাগর। হনুমানের মত পোষাক পরে আমি বের হতে পারবো না। —আমার ধুতি চাদর—আমার স্বদেশী জাতীয় পোষাক—আমার গৌরব। আমার মায়ের দান মোটা কাপড়ের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। আমি এ পোষাক আর কখনও পরবো না—না। এতে আমার চাকরী না থাকে,—না থাকবে।

(মার্শেল হাসিতে লাগিলেন)

মিঃ হ্যালিডে। আচ্ছা, তোমাকে আর এ পোষাক পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে না। তোমার মায়ের হাতের সুতার খদ্দর পরেই এসো।—কিন্তু পণ্ডিত তোমার মত বীরত্ব কার

সাহেবের বেলা। বাড়ীতে ডাকাত পড়লো—তুমি ছিলে কোথায়?

মিঃ মার্শেল। (হাসি) শাস্ত্রে আছে, যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। শাস্ত্র বাক্য অবহেলার নয়। শাস্ত্র জ্ঞানী পণ্ডিত ঠিকই করেছেন।

বিদ্যাসাগর। (দুর্ব্বলভাবে) না আমি পালাইনি। শম্ভু আমাকে টেনে নিয়ে গেল—

মিঃ হ্যালিডে। তাই—তোমার ইচ্ছে ছিল না তা বুঝতে পেরেছি। তুমি অতি কাপুরুষ। বাড়ীতে ডাকাত পড়লো, বিষয় স্ত্রী-পুত্র রক্ষা করবে,—ডাকাত ধরে শাস্তি দেবে—তা নয় কাপুরুষের মত পলায়ন করলে! ইহা অপেক্ষা তোমার পক্ষে লজ্জার আর কি হতে পারে?

বিদ্যাসাগর। আমি,—না না—(অধোবদন) .

মিঃ মার্শেল। (ক্ষণেকপরে) পণ্ডিত, তুমি তারানাথ শিরোমণিকে আনতে শেষে সেই রাত্রে হেঁটে কালনা গিয়েছিলে?

বিদ্যাসাগর : তাছাড়া উপায় কি? তিনি ভারী অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ কাজটা পাওয়ায় তার খুবই উপকার হয়েছে।

মিঃ মার্শেল। পণ্ডিত, সরকার বোর্ড স্কুল স্থাপন করবে স্থির করেছে—সাধারণে শিক্ষা বিস্তার তাদের উদ্দেশ্য—

মিঃ হ্যালিডে। লোকের মন থেকে পৌত্তলিকতার প্রভাব দূর না হলে—শিক্ষায় ফল হবে, এমন বিশ্বাস আমি করিনে মিঃ হ্যালিডে।

বিদ্যাসাগর। মিঃ মার্শেলের ও কি এই মত?

মিঃ মার্শেল। না পণ্ডিত, আমার ধারণা শিক্ষার আলো—কুসংস্কারের অন্ধকারকে নাশ করে।

মিঃ হ্যালিডে। আমার ইচ্ছা, আপনি এ কাজের ভার গ্রহণ করুন।

যেখানে প্রয়োজন হবে—স্কুল স্থাপন করতে পারেন। সরকার বাহাদুর নিজ তহবিল থেকে ব্যয় করতে প্রস্তুত আছেন।

বিদ্যাসাগর। — কিন্তু, আমি কেন?

মিঃ মার্শেল। যথার্থ শিক্ষা সাধারণকে দিতে পারে এক তুমি ছাড়া যোগ্য লোক আমার জানা নেই।

বিদ্যাসাগর। মিঃ ময়েট ও মিঃ মার্শেল আমাকে একটু অতিরিক্ত স্নেহের চোখে দেখেন।

(রেঃ কৃষ্ণমোহন পরদার পাশ হইতে মুখ বাহির করিলেন)

রেঃ কৃষ্ণমোহন। May I come in? (মিঃ হ্যালিডে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন, কৃষ্ণমোহন ভিতরে ঢুকিয়া সকলের সহিত করমর্দ্দন করিলেন) Good morning. (পরে বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া) Hallo Pandit, you are here?

(বিদ্যাসাগর হাসিলেন)

মিঃ মার্শেল। That matters little, Rev- Bonerjee. He is harmless, উনি নখদন্তহীন। পণ্ডিত হয়েও পুরোহিত নন!

(সকলের উচ্চ হাসি)

রেঃ ব্যানার্জ্জি। (বিব্রত) Thank you, Mr. Marshall. I mean......I think not .... simply nothing—

(ঢোঁক গিলিলেন)

মিঃ হ্যালিডে। বিদ্যাসাগরের যশোগৌরব, পাণ্ডিত্য—

রেঃ ব্যানার্জ্জি। That's quite true. But one thing —

(পুনরায় ঢোঁক গিলিলেন)

মিঃ মার্শেল। Well? ......আপনি কি বলিতে চান?

রেঃ ব্যানার্জ্জি। বিধবা বিবাহের উদ্যোগী হয়ে—বিদ্যাসাগর সাধারণের চক্ষে হেয় হয়েছেন। শিক্ষাব্রতীকে সাধারণের মতের বিরুদ্ধে কাজ করলে চলবে না।

মিঃ মার্শেল। তাই বুঝি রেঃ ব্যানার্জ্জি বিধবা বিবাহের দরখাস্তে সই দেন নি?

রেঃ ব্যানার্জ্জি। Yes, My profession......I should not...... রাজা রাধাকান্ত দেবের বিপক্ষে যাওয়া চলেনা। রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন এরা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। আমি পণ্ডিতকে বলেছিলাম, আমি তাকে সাহায্য করতে পারলে খুসি হতাম। I have every sympathy.

বিদ্যাসাগর সেই বিধবা বিবাহ আমি দিয়েছি। দেই নি—ব্যানার্জ্জি?

রেঃ ব্যানার্জ্জি। I admire you.

মিঃ হ্যালিডে। পণ্ডিতকে বিদ্যালয় স্থাপনের ভার দিতেছি—চাপরাশী—(চাপরাশী সেলাম দিলে) মতিবাবু (চাপরাশী বাহিরে গেল)

রেঃ ব্যানার্জ্জি। রসময় দত্ত? What about him?—I congratulate you, Pandit. (বিদ্যাসাগরের হাত নাড়িয়া দিলেন)

মিঃ মার্শেল। I see, Rev. Bonerjee, you are standing? Take your seat—বসুন।

রেঃ ব্যানার্জ্জি। Oh yes. Thank you. (বসিলেন)

(মতিবাবু বগলে ফাইল নিয়া ঢুকিল)

মতিবাবু। Good Morning, Sir. (attention অবস্থায় salute করিল)

মিঃ হ্যালিডে। স্কুল file? নিয়োগ পত্র?

মতিবাবু। Here Sir, Ready Sir,—(সামনে আগাইয়া ধরিল)

মিঃ হ্যালিডে। (সই দিয়া বিদ্যাসাগরের হাতে দিলেন) Wish you success.

বিদ্যাসাগর। (বিচলিত) আমি—না, না,—কি যে করতে পারবো—

রেঃ ব্যানার্জ্জি। You are a lucky dog.

মতিবাবু। Dog—হিঃ হিঃ হিঃ— (হাসি, বিদ্যাসাগর অপ্রতিভ হইলেন—)

রেঃ ব্যানার্জ্জি। (হাসি) But I mean not......

মিঃ হ্যালিডে। I see, পণ্ডিত, তুমি বিধবা বিয়ে দিচ্ছ বটে, কিন্তু বিধবার সংখ্যা তাতে কমবে কি ? আমার এই বাবুটীকে দেখছো—রোজগার তার বেশী নয়—কিন্তু বিয়ে তার অনেকগুলি। বাবু, How many are they ?

মতিবাবু। (সগর্ব্বে) Sixty, Your Excellency-

মিঃ মার্শেল। Sixty ! Funny thing—How it's possible—while one is living !—

রেঃ ব্যানার্জ্জি। They are Kulin Brahmin, Sir,

মতিবাবু। হাঁ স্যার, —আমরা কুলীন, জানেন না—নধবা কুললক্ষণম্?

মিঃ মার্শেল। Yes, yes, "যেখানে কুলীন জাতি, সেখানে কোন্দল।" ষাটটি স্ত্রী নিয়ে ঘর করছো ?

মতিবাবু। না,—তারা Father-in-lawএর কাছে থাকে।

মিঃ মার্শেল। তুমি সেখানে যাও বুঝি ?

মতিবাবু। কুলমর্য্যাদা পেলেই যাই।

মিঃ হ্যালিডে। এই এতগুলি ? ভুলে যাও না ? কি করে মনে রাখো ? —আমি হলে ভুলে যেতাম—হাঃ হাঃ—(হাসি)

মতিবাবু। (নোট বই বাহির করিল) Note বইয়ে সব টুকে রেখেছি।

—index করে পৃষ্ঠার নম্বর দিয়েছি। নামের পাশে বংশ-গৌরব ও কুল মর্য্যাদার পরিমাণ দেওয়া রয়েছে, সেই হিসেবে আদায় করি।

মিঃ মার্শেল। তাই নাকি ?

মতিবাবু। আমরা মুখ্য বন্দ্যোঘাটি বংশ স্যার।

মিঃ হ্যালিডে। Pandit, you are too ? তোমাদের কুলমূল্য কত ?

(বিদ্যাসাগর মাথা নত করিলেন)

রেঃ ব্যানার্জ্জি। I was too—

মিঃ হ্যালিডে। So, you were ! Good !

রেঃ ব্যানার্জ্জি। হিন্দু সমাজের পাপ, বল্লাল সেন আর রঘুনন্দনের অপকীর্ত্তি, এই অনাচারে দেশটা ডুবলো—

বিদ্যাসাগর। একথা তোমার মুখে শোভা পায় না-কৃষ্ণমোহন !

রেঃ ব্যানার্জ্জি। আমি ? What can I do, Pandit ?

বিদ্যাসাগর। রক্ষার এতটুকু চেষ্টা না করে—তুমি পরধর্ম্ম গ্রহণ করেছ। যে সব মহাপুরুষ সমাজ বন্ধন, আচারনিষ্ঠা দ্বারা অধঃপতিত দেশকে রক্ষা করেছেন—তাদের অপযশ ঘোষণা করছো। এই জাতি—এই ধর্ম্ম—একে বাঁচাতে তুমি কি করেছ বলতে পারো ?

রেঃ ব্যানার্জ্জি। দেশের লোক যদি নিজের কল্যাণ না বোঝে—

মতিবাবু। Yes, Sir,—senseless, Sir,— (দাঁত বাহির করিয়া হাসিল)

বিদ্যাসাগর। চুপ কর্ উল্লুক। লজ্জা নেই তোমার, হাসছো ? কুকুরের চেয়ে নীচ, হীন, অপদার্থ ! কোন বিবেকে এতগুলি বিয়ে করেছ ? আইনে তোমাদের বেত দেবার ব্যবস্থা থাকা

উচিৎ ছিল।

মতিবাবু। (ঘাবড়াইয়া) এইতো কুলীনের রেওয়াজ স্যার। আমরা মুখ্য কুলীন—বন্দ্যোঘাটি বংশ।

বিদ্যাসাগর। (চিৎকার দিয়া) থাম। তোমরা নরকের কীট, সমাজে জাতির কলঙ্ক। অতি নিম্ন স্তরের নিকৃষ্ট জীব। পাপ। তোমরা মরবে—মরবে। এ জাতি উচ্ছন্ন যাবে উচ্ছন্ন যাবে— (বিদ্যাসাগর রাগে গর গর করিতে লাগিল। সকলে নীরব। বেহারা বাহিত পাল্কিতে মিঃ বেথুন অন্দরের পথে নামিলেন।)

মিঃ বেথুন। (প্রবেশ পথে) তুমি লোক বাহার গাছতলামে অপেক্ষা করো। পিছু হাম বোলাবে।—হুকা বরদার,—তুমি যাও —দেখো ছুঁয়াই—তোম্‌রা ভাই ব্রাদার মিল যায়গা—ছুঁয়া থোরা আরাম কর। (প্রবেশ করিলেন) What is the matter ?—পণ্ডিত যে ?

রেঃ ব্যানার্জ্জি। I am sorry.

মিঃ মার্শেল। মিঃ বেথুন, এই বাবুটী ষাট্‌টি বিয়ে করেছেন।

মিঃ বেথুন। Very bad, খুবই অন্যায়।

রেঃ ব্যানার্জ্জি। দেশাচার মিঃ বেথুন।

মিঃ হ্যালিডে। পৌত্তলিকতার পরিণাম।—

বিদ্যাসাগর। না— এ অশিক্ষা।—

মিঃ বেথুন। (বক্তৃতার ভঙ্গিতে) ঠিক, অর্থগৃহ্নু শিক্ষক আর দাস মনা মা—এদের কাছেই যদি জাতির শিক্ষা আরম্ভ হয়—সে জাতির মঙ্গল হবে কি করে ? শিক্ষার গোড়ার কথাই হবে— Education begins at home,— ছেলেদের শিক্ষা

দিলেই কর্ত্তব্য শেষ হলো—মনে করোনা। মেয়েরা শিক্ষা না পেলে —আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান হবেনা, এই পরাধীনতা আত্ম-বিক্রয়ের মূলে আছে স্বাবলম্বী শিক্ষার অভাব।

মিঃ হ্যালিডে। কিন্তু— মিঃ বেথুন — — —

বিদ্যাসাগর। হাঁ, মিঃ হ্যালিডে—আত্মাবমাননায় তাই জাতির চোখ ফোটে না। তাই হীন দাসজীবন বহন করে ও তারা অনায়াসে দিন কাটায়।

মিঃ বেথুন। এদের জাগিয়ে তোলার কাজ হবে তোমাদের।—

রেঃ ব্যানার্জ্জি। মিঃ বেথুন কি ঘড়ির ডাক্তারি ছেড়ে—মানুষ গড়ার কাজ আরম্ভ করেছেন ?

মিঃ বেথুন। হাঁ, পণ্ডিত, এই দেশবাসী এমনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে—ঘোমটার আব্রু এতদিনে কাটাতে পারেনি।—জাতিভেদ তাদের জাতীয় জীবনে ঘুন ধরিয়েছে।

রেঃ ব্যানোর্জ্জি। এই দেশে মেয়েদের স্কুলে পাঠাবে ? বল কি মিঃ বেথুন ? —তাহলে যে জাতি যাবে !

বিদ্যাসাগর। জাতি অত ঠুনকো বস্তু নয় কৃষ্ণমোহন। এ দেশের মেয়েরাও দেখবে একদিন বিদ্যালয়ে আসবে—আসবে।

রেঃ ব্যানার্জ্জি। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর পাঁতি দিলেও তা সম্ভব বলে মনে করিনা। বিধবা বিবাহ দেশে কয়টা হয়েছে ?

বিদ্যাসাগর। নিশ্চয়ই হবে। তুমি দেখে নিয়ো কৃষ্ণমোহন; ঈশ্বরচন্দ্র তার বাপের ব্যাটা। এই আমি প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি, মেয়ে স্কুল গড়ে তুলবো - তুলবো।

(সরোষে বিদ্যাসাগর বাহিরে গেল। সকলে নীরব)

রেঃ ব্যানার্জ্জি। I mean ..I want not ... লর্ড হ্যালিডে। আশ্চর্য্য !

মিঃ মার্শেল। কি তেজস্বিতা,—এই পরাধীন জাতির মধ্যে এ যেন স্বাধীনতার দীপ্ত সূর্য্য সব অন্যায়, পাপ, জঞ্জাল—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে।

মিঃ বেথুন। A Light !—Light ! আজ পথ খুঁজে পেয়েছি—মিঃ মার্শেল। বিদ্যাসাগর কখনও নিষ্ফল প্রতিজ্ঞা করেনা।

পরদা পড়িল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গ্রাম্য বিদ্যালয়।

পেছনে চণ্ডীমণ্ডপের চাল দেখা যাইতেছে।

ভিতরে গুঞ্জন রত ছাত্রগণ।

নসিরাম। আজ আর পণ্ডিত আসছে না।

বিপিন। চল্, তাহলে—একটা ঘুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। জানিস্ নসা, কাল বোঁ-ও করে রামধনের ছুটো ঘুড়ি কেটে দিলাম—

রামধন। হু—আমার স্তোতে ভাল মাজন ছিল না—তাই না?

বিপিন। —যা—যা—মাজনের কম্মো নয়—

(চিম্‌টি কাটিল)

রামধন। উঃ উঃ—বিপ্‌নে—(চিৎকার করিল)

বিপিন। (কথা না বলিয়া দ্বারের দিকে নির্দ্দেশ)

(সনাতন সরকার প্রবেশ করিয়া দ্বারের পার্শ্বে টুলের উপর বসিয়া দেয়ালে ঠেস্ দিলেন)

সনাতন। পড়্— পড়্— গোল করিস্‌নে। এই রামধন—এদিকে—এই পাখাটা একটু চালা দেখি। যা— গরম— উঃ—

(পণ্ডিত মশাই দিবা নিদ্রার জন্য চক্ষু বুজিলেন)

(ছাত্রগণ সমবেত কণ্ঠে সুর করিয়া আরম্ভ করিল)

ফিলজোফার বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান চাষা
পম্‌কিন্— লাউকুমড়া, কুকুম্বার— শশা

(পণ্ডিত মহাশয়ের নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল। ছেলেরা গোল করিতে লাগিল কাহারও নজর সনাতন সরকারের সপুষ্পক শিখাটীর দিকে—কিন্তু গুরু মহাশয় নিদ্রায় অকাতর)

রামধন। পণ্ডিত মশাই ! (পণ্ডিতের ঘুম ভাঙিল না)

(দুষ্ট ছাত্র গভীর ঘুমের ইঙ্গিত করিল; অন্য জন শিখা কাটিবার ভঙ্গি দেখাইল)

নসিরাম। রোস্ রামধন—জানিস্ বিদ্যাসাগর আসছে ?

রামধন। (উৎসাহে) কবে রে নসা ?— সে কবে ?

নসিরাম। (গম্ভীর ভাবে) আমি বল্‌ছি. দেখতেই পাবি—আসবে।

বিপিন। বিদ্যাসাগর !

নসিরাম। হাঁ রে, জানিস্‌নে— সাগর জানিস্‌নে ? নদীও নয়,—নালাও নয়,—ভূগোলে পড়িস্‌নি ?— বিস্তীর্ণ জলরাশি—(এই সময়ে

পণ্ডিত আড় মোড়া ভাঙিল,—সকলে চমকিয়া উঠিল। সনাতন সরকার চক্ষু বুজিয়াই বেত খুঁজিল—তারপর আবার অসার অবস্থা দেখা গেল—সকলে মুখে আঙুল রাখিয়া চুপ রহিল—মুহূর্ত্তমাত্র।)

বিপিন। বিস্তীর্ণ জলরাশি—কি হ'লো ?

নসিরাম। তুমি হাদারাম—অর্থাৎ এত বিদ্যা যে সাগরের মত বিস্তীর্ণ—বুঝেছ ?

রামধন। তিনি আসছেন ?

(এই সময়ে এক সৌখিন ছোকড়া বাবুর সাথে সুটকেসটা হাতে বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন)

তিনকড়ি বাবু। এই—এইখানে রাখলি যে—মুখুয্যেদের বাড়ী যেতে হবে।

বিদ্যাসাগর। আমার এখানে কাজ আছে, এবার বাবুওতো নিয়ে যেতে পারবেন।

তিনকড়ি বাবু। (রুমাল দিয়ে ধূলা ঝেড়ে) আমি নেব হাতে করে—বলিস কি ?

বিদ্যাসাগর। আমি বয়ে আনলাম যে—

তিনকড়ি বাবু। তুই ? তোর সঙ্গে আমার তুলনা ? (রুমাল ঝাড়লে) এই ব্যাটা কুলি—জানিস আমি বড় সাহেবের খাস বাবু—সাহেবের আফিসে—

বিদ্যাসাগর। তা বুঝেছি,—কিন্তু আমার আর যাওয়ার সুবিধে হবে না।

তিনকড়ি বাবু। আচ্ছা, আচ্ছা তোল্—আর দুটো পয়সা নয় নিবি।—তবেইতো হ'লো ?

বিদ্যাসাগর। আমার সময় নেই।

তিনকড়ি বাবু। সময় নেই! বলে কি ব্যাটা! সময় নেই, এযে সাহেবী মেজাজ! ভারী মুস্কিল তো। তা আমি এখন কুলি পাই কোথা?

বিদ্যাসাগর। নিজে নাওনা বাবু হাতে করে—কতইবা ভারী!

তিনকড়ি বাবু। আমি হাতে করে নেবো?

বিদ্যাসাগর। অন্যায়টা কোথায়? নিজেরই সুটকেশ।

তিনকড়ি বাবু। আমি আফিসের বড়বাবু—আর তুই ব্যাটা কুলি, হুকুম করছিস্? হ'তো আমাদের ক'লকাতা—দেখাতাম। যা ব্যাটা বড় বেঁচে গেলি। বিদেশ বিভুঁই—এখন আমি কি করি! (পণ্ডিতকে) হ্যাঁ স্যার, এখানে মুখুজ্জেদের কোন্ বাড়ী বলতে পারেন? (সনাতন নড়িল, কিন্তু জাগিল না; ছেলেগুলি বিস্ময়ে ভীড় করিল)

তিনকড়ি বাবু। (গায়ে হাত দিয়া)—হাঁ শুনছেন?—মুখুজ্জেদের—

সনাতন। (আড় ভাঙ্গিল) এঁ্যা—কে তুমি? (চক্ষু রগড়াইয়া বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূতের মত লাফাইয়া উঠিয়া—বিদ্যাসাগরের পা হইতে এক খাম্‌চা পদধূলি লইয়া) আপনি!—আপনি!—(আর কথা বাহির হইল না)

বিদ্যাসাগর। তোমার স্কুল দেখতে এসেছি সনাতন।

সনাতন। (ব্যস্তভাবে) আসুন, আসুন—এই আসনে উপবেশন করুন। —এই মোনা, এই নসা—সব দাঁড়িয়ে—

(সনাতন ইঙ্গিত করিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল)

নসিরাম।—মোনা আজ আসে নি স্যার—

সনাতন। —তা—তা—কি হয়েছে ?

বিদ্যাসাগর। (ঈষৎ হাসি) কিন্তু সনাতন, স্কুলে নিদ্রা—

সনাতন। কাল সারারাত্রি গরমে ছট্‌ফট্ করেছি—তাই একটু নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিল—স্যার—

নসিরাম। না না, পণ্ডিত মশাই ঘুমুচ্ছিলেন না, চোখ বুজে পড়া ভাব্‌ছিলেন। (সকলে হাসি)

বিদ্যাসাগর। কাজটী ভাল হয় নি সনাতন। ছেলেদের পাঠের সময় অবহেলা—অন্যায়।

তিনকড়ি বাবু। (দুর্ব্বলভাবে) আপনি ?—

বিদ্যাসাগর। আমি ?—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

নসিরাম। (সগর্ব্বে) বিদ্যাসাগর !

বিদ্যাসাগর। দেখ ছোকড়া, নিজের কাজ নিজে করবে। তাতে লজ্জা নেই,—অপমানও নেই, বুঝেছ ?

তিনকড়ি বাবু। আপনি বিদ্যাসাগর ? (সঙ্কোচে নত হইয়া প্রণাম করিল) আমাকে ক্ষমা করুন। এমন কাজ আর কখনও করবো না।

বিদ্যাসাগর। থাক্, থাক্, সুমতি হোক। বেঁচে থাকো, শিক্ষা পেয়েছো —দেশের উন্নতি করো। দশের উপকার করো। আচ্ছা, আচ্ছা—

(তিনকড়ি আর একবার প্রণাম করিয়া নত মস্তকে প্রস্থান করিল। বিদ্যাসাগর এগিয়ে গেলেন ছেলেদের মধ্যে)

বিদ্যাসাগর। আঃ বাবারা, তোরা সব পণ্ডিত হতে এসেছিস। তোরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবি। সনাতন, এই ঘরটা কি গরম !

এত গরমে এদের রেখেছো—দেখছো বাছারা ঘামে ভিজে গেছে। ওঃ কি গরম, ছুটি দিয়ে দাও সকলকে। গরমের সময়ে তোমাদের ছুটির ব্যবস্থা নেই বুঝি?

সনাতন। এখনও তেমন গরম পড়ে নি—

বিদ্যাসাগর। গরম পড়ে নি! ঐ কচি ছেলেগুলি জল হয়ে গেছে যে—ছেড়ে দাও সকলকে, গ্রীষ্মের ছুটির ব্যবস্থা আমি করে দেবো। তোমাদের বই কই বাছারা?

সকলে। বই আমাদের নেই—

সনাতন। (সগর্ব্বে) আমি এদের মুখে মুখে কণ্ঠস্থ করিয়ে দিই। বলতো নসা সেই ফিলজোফার—

নসিরাম। (সুরে) ফিলজোফার—বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান—চাষা—

বিদ্যাসাগর। (বাধা দিয়া) থাক্—থাক্। ও আর শুনতে হবে না। আমাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার এক খানি বই পর্য্যন্ত নেই। ভাষাহীন জাতি মৃত—তাই আমরা পরাধীন। ভাষা হারিয়ে আমাদের জাতীয়তা বোধ লোপ পেয়েছে। আমি তোমাদের জন্য বই লিখেছি। যাবার সময় সকলে বই নিয়ে যেও।—আর তোমাদের জন্যে আমি শ্লেট পেন্সিল এনেছি। ভালো ছেলেদের সকলকে একখানি বই আর শ্লেট দেব।

সনাতন। না—না, এরা সব গরীব, পয়সা দিতে পারবে না।

বিদ্যাসাগর। তা জানি সরকার মশাই। পয়সা দিতে হবে, একথা তোমাকে বলছে কে? নিজের বিদ্যে ফলিও না, যা বলি তাই শোন।

সনাতন। (সঙ্কোচে)—অমনি অতগুলি বই,—অনেক পয়সা লাগবে যে—

বিদ্যাসাগর। তাতো লাগবেই—। তার হয়েছে কি?

(বৃদ্ধ হারাধন প্রবেশ করিল)

হারাধন। বিদ্যেসাগর স্কুলে এসেছে শুন্‌লাম—বিদ্যেসাগর! হ্যাঁ গা, বিদ্যেসাগর কৈ? তিনি কি এলেন না?

নসিরাম। ঐতো বিদ্যেসাগর মশাই দাঁড়িয়ে চোখে দেখতে পাও না, বুড়ো?

হারাধন। তা দেখ্‌তে পাবনা কেনরে ডেঁপো ছোড়া!

নসিরাম। তোমার সাম্‌নেতো স্যার দাঁড়িয়ে।

হারাধন। এই?—আ—আমার পোড়া কপাল, ঐ মোটা চাদর গায়ে—উড়ে বেয়ারা দেখবার জন্যে রোদে ভাজা ভাজা হলুম! এর দেখছি, না আছে গাড়ী, না আছে ঘড়ি—না চোগা চাপকান—

বিদ্যাসাগর। কে?—হারাধন খুড়ো না?

হারাধন। তুমি ঈশ্বর? হা—অদৃষ্ট! চোখে কিছু দেখিনে বাবা। অপরাধ নিওনা বাবা—আমরা মুখ্যু বোকা। তোমার বাবা ভাল আছেন?

বিদ্যাসাগর। হাঁ। তোমার ছেলের আর সংবাদ পাও নি খুড়ো?

হারাধন। না। সে তার মায়ের সঙ্গে চলে গেছে। এখন আমি একেবারে একা—বাবা সহসা—বহু দিন পরে তোমায় দেখলাম, ঈশ্বর—বেঁচে থাকো, বর্তে থাকো—

বিদ্যাসাগর। আপনাদের আশীর্ব্বাদ—

হারাধন। আসি বাবা—

বিদ্যাসাগর। আসুন খুড়ো।—(হারাধন চলিয়া গেল)—এই সমাজের আজ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। বুঝেছ সনাতন—মানুষ দিয়ে

নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। (শ্বাস ফেলিলেন) এবার সকলকে ছুটি দিয়ে দাও। হাঁ বাবারা যাবার সময়ে সকলে আমার কাছ থেকে বই আর শ্লেট নিয়ে যেও।

(বিদ্যাসাগর দরজায় দাঁড়াইলেন, ছেলেরা উল্লাসে—চিৎকার করিল,—সনাতন ধমক দিল)

সনাতন। উল্লুক,—যত সব জানোয়ার!

বিদ্যাসাগর। আঃ, অত জোরে নয়। ভয় পেয়ে চম্‌কে যাবে সনাতন।

(শ্লেট ও বই লইয়া একে একে বাহিরে যাইতে লাগিল)

নসিরাম। (বই পাইয়া) ব এ ওকার ধ—বোধ। দ আর অন্তস্থ য়, দয়। (উল্লাসে) বোধদয়।

(বানান করিয়া পড়িতে পড়িতে বাহিরে গেল একটী ছিন্নবস্ত্র পরিহিত ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল)

বিদ্যাসাগর। কিরে—তোর মুখ কালো কেন? খাস্‌নি বুঝি?

বিপিন। না স্যার, রান্না হয়নি—

সনাতন। রোজই তোর রান্না হয় না—মিথ্যাবাদী—

বিপিন। (কাঁদিয়া ফেলিল)—মা ছাড়া আমার কেউ নেই স্যার—

বিদ্যাসাগর। (সজল চোখে) নানা, তা কি হয়েছে, এই—এই—পাঁচটা টাকা দিলুম— পরে আবার আমার কাছে যাস্‌—বুঝলি—

(বিপিন ঘাড় কাত করিয়া বাহিরে গেল। আর রামধন আসিয়া দাঁড়াইল)

বিদ্যাসাগর। বুঝেছ সনাতন, এরাই জাতির ভবিষ্যত। এই দেশ। এদের গঠন করবার কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেছ। নিজের সুখ

সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়ে, এদের গড়ে তুলতে হবে। সেই শিক্ষকের সাধনা, শিক্ষার সার্থকতা। প্রাচীন ভারতে গুরু-গৃহেই এই সভ্যতার পত্তন। ওকিরে—? কি করে এই আঘাত পেলি ?—(ছেলেটী পণ্ডিতের দিকে তাকালো) কি হয়েছে বলুনা ?

রামধন। (বিব্রত) এক দিন পড়া হয়নি — পণ্ডিতের দিকে আড় হয়ে তাকালো)

বিদ্যাসাগর। পড়া হয়নি—তার কি হয়েছে ? ওকি—ওদিকে ফিরছিস্ কেন—? বল্।

রামধন। পণ্ডিত মশাই—(কেঁদে ফেললে)—

বিদ্যাসাগর। শাস্তি দিয়েছিল ? (রেগে) সনাতন, অতটুকু ছেলের গায়ে হাত তুলতে পারলে ? দুঃখ হলো না। ওর অমন কচি কোমল গায়ে কঠিন বেতের আঘাত- (বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন)।

সনাতন। (দুর্ব্বলভাবে সমর্থন) পাজি- দুষ্ট ছেলে—

বিদ্যাসাগর। (আদর করিয়া) দুষ্ট, হাঁ ছোটবেলা সকলেই অমন দুষ্ট থাকে। আজকের বিদ্যাসাগর—সেদিন—

সনাতন। কিন্তু—বজ্জাত বদমায়েস ছেলেকে না ঠেঙালে—

বিদ্যাসাগর। ভুল—ভুল, সনাতন। পুরাণো শিক্ষা ভুলে যাও। শাস্তি দিয়ে ছেলে শাসন চলবে না। উপকার না হয়ে ওদের অপকার হবে। শাসনের ভয়তো ভাঙ্গবেই—অধিকন্তু প্রতিশোধ স্পৃহা অলক্ষ্যে মনোমধ্যে দৃঢ় হয়ে ভিত্তি গাথবে। এস বাবা, এই যে তোমার বই—আর শ্লেট—আর কখনও দুষ্টুমি করোনা, বুঝলে ?

(ছেলেটী সম্মতিতে ঘার কাত করিয়া বাহির হইয়া গেল।—
বাহিরে সহসা অনেক শব্দ শুনা গেল— "বিদ্যাসাগর
এসেছেন? কৈ তিনি?—বিদ্যাসাগর কই"—ইত্যাদি)

বিদ্যাসাগর। ওকি সনাতন?

সনাতন। বুঝতে পারছি না—বোধ হয় হুজুরকে দেখতে এসেছে।
(বাহিরে শুনা গেল, "বিদ্যার সাগর—নয়?" "শুনেছি
গরীবের মা বাপ" ইত্যাদি নসিরাম, রামধন, বিপিন ফিরিল)

নসিরাম। (হাঁপাইয়া) স্যার—ওঃ—এ তল্লাটে আর কেউ বাকি নেই—
সব—বুঝলেন—(ইঙ্গিত করিল) এসে বাহিরে সব জড় হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। সনাতন, তোমার স্কুলে খিড়কির দরজা নেই?

সনাতন। (আগ্রহে) এইতো রয়েছে হুজুর।

বিদ্যাসাগর। হাঁ বেশ চল—চল,—এই পথেই পালাই—
(উভয়ে দ্রুত বাহিরে গেল)

সকলে। (হাতে তালি দিয়া) স্যার পালিয়েছে—পালিয়েছে।
(সকলে বাহির হইয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দাওয়া।

পণ্ডিত তামাকু টানিতেছেন, কালীতারা বচসা করিতেছে।

কালীকান্ত। কাজটা কি ভাল হ'ল তারা?

কালীতারা। (ক্ষেপিয়া) মন্দ হ'ল কি? বাড়ীতে রাখলেই বুঝি ভাল
হ'ত? জান?—"দুষ্ট বলদের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।"

কালী। —এই সন্ধ্যে বেলা—

কালীতারা। না না, তুমি কিছু বোঝ না দাদা। আলগা দিলেই খুঁটি
গেড়ে বসবে।

কালী। কিন্তু এও ভাল হয়নি। না, আমি ভাল বলে কোন মতেই মেনে নেবোনা।

কালীতারা। মেনে না নাও, বৌ ঘরে তোল, বৌ নিয়ে সংসার কর—আর আমাকে বিদেয় কর।

কালী। (বিচলিত)—সে কি কথা তারা?—তা'কি আমি বলেছি?

কালীতারা। মুখে বল নি বটে,—তবে অন্তরের ইচ্ছেটা তাই। আমি বুঝি না বটে,—আমার বাবা আজ আর বেঁচে নেই—(আঁচলে চক্ষু মুছিল)

কালী। (বিব্রত) তারা, তোকে আমি কখনও অযত্ন করেছি?

কালীতারা। তাহলে কি করে বলতে পারলে, অমন বৌকে ঘরে তুলবে! তোমার বাপের মান—কুলের গৌরব যে রক্ষা করলে না, আজ বাবা অবর্ত্তমানে, তুমি চাও—

কালী। (বাধা দিলে) কিন্তু অগ্নি আর নারায়ণকে সাক্ষী রেখে—আমি একে একদিন গ্রহণ করেছিলাম—

কালীতারা। ঐ মেয়েটী গছাবার বেলা। বুড়ো হা-ভাতে মিন্সে,—রেখেছিল আমাদের কুলমর্য্যাদা?—সে সব বংশের অপমান নয়?—না পারতো মেয়ে আইবুড়ো ঘরে রাখতো— তা কুলীনের ঘরে অমন অনেক থাকে।—তা'হলে আজ আর এই কলঙ্ক হতো না।

কালী। কিন্তু তার অপরাধ না জেনে—

কালীতারা। অপরাধ?—তোমার হয়েছে কি দাদা?—হিন্দু ঘরের বিধবা—তায় যুবতি, কোথায় আনাচে কানাচে পোড়ামুখ লুকিয়ে রাখবি—তা নয়, 'বিবি খোয়াব দেখেছে'।—না না, দাদা, বৌকে সহ পার করে দাও,—এই যে আমরা চিরদিন বাপের বাড়ীই রইলুম—

কালী। সে সুখ না গৌরব? তারা, তোর নিজের কথাই ভেবে বল্ বোন।

কালীতারা। দাদা, তুমি আমাকে গাল দিলে! সেই ছোট লোকের বেটির সঙ্গে আমার নাম করে অপমান করলে। (কান্না) তোমার বাড়ীতে আছি বলেই—না? আজ আমার বাবা বেঁচে নেই—তাই—

কালী। (বিব্রত) আঃ—কি যে করিস্। না, তোকে আবার কি বললাম! যাক্—আমি আর কিছু বলবো না। (তামাকু টানিতে লাগিল। খানিক ক্ষণ নীরব। কালীতারা ঘন ঘন চক্ষু মুছিল)

কালীতারা। মুখপোড়া ভগবান, অদৃষ্টে একটা আশ্রয় লেখেন নি—লোকের একটা স্বামীর ঘর থাকে—তার বড়াই করে—আমার—

কালী। আঃ—কি আর বলেছি? আমি তেমন কিছু বলি নি। না—(দাঁড়াইল)

কালীতারা। (চোখ মুছিয়া) কোথায় যাচ্ছ—চৈত্র সংক্রান্তি আসছে—বার বছর—এইবার মাসোহারাটা—হাঁ, কাল বিদ্যেসাগর বাড়ী এসেছে শুনলাম—চাপ দিও। কথায় আছে, কাঁদ কাট না মিলবে কড়ি—বুদ্ধিতে জোটে সোণা ভরি।" তুমি ভারী—তেঁতুলে—

কালী। বিদ্যাসাগর দান করেই ফতুর—তাতে দেশে দুর্ভিক্ষ—

কালীতারা। (ঝাঁঝে) তা'বলে আমরা না খেয়ে মরবো?

কালী। চিঁড়ে মুড়ি, এক বৎসর বাদ গেলে লোক মরে না—

কালীতারা। তোমার যেমন কথা—বৎসরের যা'—পাল পার্ব্বণ হিন্দু হয়ে বাদ করবো নাকি?

কালী। কিন্তু দেবে কোত্থেকে ?

কালীতারা। তবেই হয়েছে,—'জলে না নাবতেই এক হাঁটু'--হুকোটা রেখে উঠতো একবার।

কালী। (অনিচ্ছায়) কি যে লাভ হবে—

কালীতারা। সংসারে লোক দেখে হদ্দ হলুম—লোক আমি চিনিনে! 'শিকারী বেড়াল গোঁফ দেখেই চেনা যায়।'—বিদ্যাসাগর ঋণ করেও—দান দেবে!—আর আমরাই বা কেন সেটুকু নিতে বিমুখ হবো—কেউ নেবেই যখন। তোমার কিছু বুদ্ধি নেই দাদা—লোকে মিথ্যে বলে না—ছাত্র ঠেঙিয়ে তুমি—(হাসিল)

কালী। (অনিচ্ছায়) বলছিস যখন—তা বেশ যাচ্ছি,—কিন্তু মনটা ভোর থেকেই ভারী করে দিলি তারা—তুই নিজবুদ্ধির যত বাহাদুরী করিস—কাজটা ভাল হয়নি—বাজে লোকের কথা শুনে—

কালীতারা। 'যা রটে তার খানিকটাওতো বটে'। দাদা আবার! সাবধান! তোমাকে বলে দিচ্ছি ঐ হতভাগা মেয়ে বৌর কথা তুমি আর আমার সামনে বলবে না। তাহলে আমি অনর্থ করবো।—এইবার যাও লক্ষ্মী।—গয়লা বৌটা যা কিপ্‌টে, সেদিন মুগ ডাল চাইতে এই চুটি দিলে—কি যে রাঁধবো—

(কালীতারা বাহিরে গেল, কালীকান্তও চাদর কাঁধে বাহির হইল। মঞ্চ শূণ্য রহিল। কথা বলিতে বলিতে ভবসুন্দরী আর নারায়ণচন্দ্র প্রবেশ করিল)

ভবসুন্দরী: আমাদের এখানকার পাট শেষ হ'লো।

নারায়ণ। তার অর্থ?

ভবসুন্দরী। লোকে নানা কথা বলে, পিসি তাই নারাজ; জবাব দিয়েছেন—এখানে থাকা আর চলবে না।

নারায়ণ। কোথায় যাবে?

ভবসুন্দরী। জানি না।

নারায়ণ। ও—

ভবসুন্দরী। আমাদের স্থান আর কোথাও নেই, আর আমার জন্যই মাসির এই ভোগ। তার চেয়ে ভেবেছি—

নারায়ণ। (আগ্রহে) কি ভেবেছ?

ভবসুন্দরী। যাকে নিয়ে এত জ্বালা, যাকে সংসারে কেউ চায় না—তার থাকার প্রয়োজনই বা কি?

নারায়ণ। তার মানে?

ভবসুন্দরী। আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর উপায় নেই।

নারায়ণ। (আতঙ্কে) আত্মহত্যা!

ভবসুন্দরী। কি আর আমি করতে পারি? নিজেই শুধু ভুগছি না—মাসিকেও দুঃখ দিচ্ছি—

নারায়ণ। ভব, তুমি আবার বিয়ে কর। বিয়ে করবে?

ভবসুন্দরী। (হেসে) কিন্তু আমাকে কে আর বিয়ে করছে—

নারায়ণ। বিয়ে করতে তুমি রাজি কিনা?—তাই বল।

ভবসুন্দরী। রাজি—গররাজিতে কি যায় আসে?—আমার ইচ্ছা মাত্রই তো আর বর জুটবে না।

নারায়ণ। আমি সে ব্যবস্থা দেখবো। তুমি শুধু মত দাও।

ভবসুন্দরী। (নারায়ণের দিকে চাহিয়া) তুমি কি বলছো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।—তোমার একথা কি সত্য?

নারায়ণ। হাঁ—সত্য। এই আমি তোমাকে ছুঁয়ে বলছি। (অগ্রসর হইয়া হাত ধরিল)

ভবসুন্দরী। কিন্তু তোমার আত্মীয় বন্ধু—তারা রাজি হবে কেন?

নারায়ণ। তুমি জান আমার বাবাকে। তিনি বিধবা বিবাহের উদ্‌যোগী।

ভবসুন্দরী। কিন্তু নিজের একমাত্র পুত্রের বিধবা বিবাহে মত নাও দিতে পারেন।

নারায়ণ। আমার বাবাকে তুমি জান না ভব। যাক্, সে দায়িত্ব আমার। তোমার আপত্তি নেইতো?

ভবসুন্দরী। বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ কর। আমি আর ভাবতে পারিনে—

নারায়ণ। ভব, আজ তুমি আমাকে যা খুসি করলে—মনের কথা প্রকাশ করতে পারিনে—

ভবসুন্দরী। এ্যাঃ—কাকাবাবু যে এই দিকেই আসছেন—

নারায়ণ। চল আমরা সরে যাই—

(ভবসুন্দরীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।
নবকুমার ডাক্তার ও দীনবন্ধু প্রবেশ করিল)

দীনবন্ধু। কিন্তু, তোমার কথার তাৎপর্য্য আমি বুঝতে পারছি না।

নবকুমার। তা কি করে বুঝবে, এখন ভাবছো—অমন সদাশিব দাদা—সব কিছু তোমাদের মঙ্গলের জন্যই করছেন—কিন্তু আদপে তা নয়।

দীনবন্ধু। তাহ'লে?

নবকুমার। বলতে পারো—তোমার বাবা কাশী যেতে জিদ্ করা সত্ত্বেও—তোমার দাদা কেন তাদের আটকে রেখেছেন?

দীনবন্ধু। মা কিছুতেই কাশী যেতে রাজি নন, তিনি বলেন—তাঁর এই

বীরসিংহায় অমন দেবতার অভাব নেই, এই নরনারায়ণের সেবা করতে পারলে জন্ম সার্থক মনে করবেন। দাদা তাই এই বয়সে বাবাকে একা যেতে দিতে রাজি নন্।—মাকে ছাড়তে দাদারও ভাল লাগে না—মা অন্ত প্রাণ যে—

নবকুমার। (অবজ্ঞার হাসি) দাদা বুদ্ধিমান!

দীনবন্ধু। তার মানে?

নবকুমার। যে কথাটা বলেছেন, অকাট্য।—আর তোমাদের ও তা অবিশ্বাস করবার শক্তি নেই।

দীনবন্ধু। (দুর্ব্বলভাবে) কিন্তু কারণটা কি তা নয়?

নবকুমার। (জোরের সহিত) মোটেই তা নয়।

দীনবন্ধু। তাহ'লে কারণটা কি খুলে বল, কি তুমি জান?

নবকুমার। তোমরা বাড়ী বসে, পৈত্রিক সম্পত্তি লুটে পুটে ভোগ করবে—তার তা সহ্য হচ্ছে না।

দীনবন্ধু। দাদাকে অত ছোট ভাবতে পারিনে নবকুমার।

নবকুমার। আমার কথা বিশ্বেস হবে না—তা জানি। তারাদি—ও তারাদি—(কালীতারা খুন্তি হাতে বাহিরে আসিল, আট সাট শাড়ী পরণে)

কালীতারা। কে?—আরে ডাক্তার যে—! কবে এলে ভাই? হাঁ—অত বড় ডাক্তার হয়েও—তবু তুমি গাঁয়ের পাঁচজনের খবরটা নাও।—তা ভাল আমাদের মনে রেখেছো। কথায় বলে, চোখের আড়াল কি মনের আড়াল (দুষ্ট হাসি)

নবকুমার। তারাদি, তুমি তো সব জান; আর আশে পাশের পাঁচখানা গাঁয়ের লোক তোমাকে বুদ্ধিমতী বলেই জানে—

কালীতারা। (হাসি) 'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল'—এও তাই:

নবকুমার। আর উচিৎ কথা বলতে তুমি পিছু পা দেও না। তুমিই বল. কেন বিদ্যেসাগর বাপকে কাশী যেতে বাধা দিচ্ছে?— সেই কথাই দীনবন্ধুকে বলছিলাম—বিদ্যেসাগর কেবলি বিদেশে থেকে খাটবে আর তোমরা বাড়ী বসে মুড়লি করবে; —একি সহ্য হয়?—তা হয় না বাপু। তুমিই বল না তারাদি?

কালীতারা। —তা যা বলেছ ডাক্তার। বিদ্যেসাগর কোন্ কাজটাই বা ভাল করছে? গরীবদের অত আস্কারা দেওয়া কেন?— মরুক না ব্যাটারা। ভগবান যাদের অদৃষ্টে সুখ দেন নি তুমি তাদের দুঃখ দূর করবে?—কিন্তু এখন যদি এমাসে বলে বসে, আমার বহু ব্যয় হয়ে গেল, মাসোহারা বন্ধ থাক, তাহলে আমাদের উপায়?

নবকুমার। (হাসি) সে ভয় নেই তারাদি। পৈতৃক সম্পত্তি আছে না?

দীনবন্ধু। কিন্তু তাতে আমাদেরও ভাগ রয়েছে তো; সেখান থেকে দান ধ্যান করতে দেবো কেন?

কালীতারা। মাথা নেই তার মাথা ব্যাথা। শুনছে কে তোমার কথা?

নবকুমার। আট্কাবে কি করে? এজমালি সম্পত্তি।

দীনবন্ধু। অংশ ভাগ করে নেবো।

নবকুমার। (উৎসাহে) সেই কথাই তো বলছিলাম। দীনবন্ধু, তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু বলেই বলা।—নয় তুমিও যা বিদ্যেসাগর ও তাই।—গ্রাম সম্পর্ক বইতো নয়। নয়, আমার হাতীটার জন্য বটগাছের একটা ডালাই না-হয় কেটে-ছিলাম; কিন্তু কত অপমানই না করলে সেদিন। তোমারই

সামনে তো। পড়িয়েছেন বলে কি মাথা কিনে রেখেছেন ?—তুমি তো জান তারাদি, ঐ শচীবামুনির পুকুর ধারের যায়গাটা আমাদেরই ছিল একদিন।—

কালীতারা। (দীর্ঘশ্বাস)—সে কথা আর বলে কি করবে ভাই—সবই অরণ্যে রোদন। বুঝলে ?—জোর যার মাটি তার। এই হয়েছে আজকের দিনের রীতি। লোকে বলে, মহারাণীর আমল ; কিন্তু বর্গীর দিন শুনিও যে ছিল এর চেয়ে শতগুণে ভাল।— বুঝলে ভাই, এসবই টাকার গুমর।

(একটা ইঙ্গিতে অনেকখানি অর্থ প্রকাশ করিলেন : কালীকান্ত স্ত্রীসহ প্রবেশ করিল)

দাদা—

কালী। (বিব্রত) আমি কি করবো—(মাথা চুলকাইতে লাগিল)

কালীতারা। তাহলে তুমিই এদের নিয়ে ঘর আগলীও, আমি বিদেয় হই—

বিরজা। বিদেয় হবে কেন গো ? আমরা দুজনেই এ বাড়ীতে ধরবো না ?

কালীতারা। তোমার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকবো ?—না দাদা—

বিরজা। কেন—কি হ'ল ?

কালীতারা। আমাদের সম্মান—অপমান জ্ঞান নেই ? যত সব বাজে—

বিরজা। বাজে কি ? বল—

কালীতারা। বলবো না।

বিরজা। বলবো না বললেই ছাড়বো—

কালীতারা। ঝগড়া করবে নাকি ? একি তোমার বৌ, দাদা !—পাড়া কুঁদুলি—গায়ে পড়ে ঝগড়া—

কালী। আহা—হা, তোমরা কি করছো, চুপ করো চুপ করো।—তারপর নবকুমার, কখন এলে ?

নবকুমার। আজই। আবার আজই যেতে হবে। অনেক কাজ। আমাকে নাহ'লে রাজার—এক মুহূর্ত্ত চলে না। বুঝলে—বেশ আছি দীনবন্ধু।

দীনবন্ধু। তোমাদের ভাগ্য ভাল।

নবকুমার। অমন বিদ্যেসাগর যার ভাই—লাট থেকে যত সাহেব—সবাই যার হাত ধরা। দিতে পারেন নাকি, একটা কিছু সুবিধা করে?—তোমাদের কেন যে ভাল কাজ হয় না বুঝতে পারিনে—

দীনবন্ধু। অদৃষ্ট!

নবকুমার। না ভাই—এ হিংসে, পরশ্রীকাতরতা—তোমাদের জন্য তার ভারী মাথাব্যথা।—বুঝলে না দীনবন্ধু—হাঃ হাঃ (কুটিল হাসি) এবার চলি ভাই; গিয়ে দেখবো—কত লোক বসে রয়েছে;- দেশে এসেও কি শান্তি আছে—?

কালীতারা। যা বলেছ ভাই, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" তোমাদেরও হয়েছে তাই—।

দীনবন্ধু। পণ্ডিতের বুঝি বৌ এল?—বেশ, বেশ তারাদি, বৌকে বরণ করে ঘরে তোল। বৌতো তোমাদের এই প্রথম ঘরে এয়েছে—। আমরা চলি।

(দীনবন্ধু ও নবকুমার চলিয়া গেল)

কালীতারা। হাঁ, ভাঙা কুলো সাজিয়েছি বরণ করবো! বলে, "ছাতা ধর নামিয়ে—জামাই এলো ঘামিয়ে।"

কালী। আঃ—তারা, ওকি কথা?—

বিরজা। তা বরণ করবে কেন, তোমাদের তো সে পাট নেই,—

কালীতারা। আঃ—আমার সোহাগী। মরণ হয় না—যত সব পাঁজি নচ্ছার-

বিরজা। গালি দিচ্ছ কেন গা—নিজের জীবনে তো সে সুযোগ হ'লো না।

কালীতারা। "যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা"—হারামজাদা মেয়ে মানুষ—(বলিতে বলিতে কালীতারা বাহিরে গেল)

কালী। —ওকি কথা তারা কি যে বলে!

বিরজা। (ক্রন্দন জড়িত) আমাকে গালি মন্দ করে গেলো তোমার বোন—তুমি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে!—হাঁ মৃত্যু ছাড়া আমার আর স্থান নেই।—

(বিরজা বাহিরে গেল)

কালী। আঃ—কি যে বলো—তা কি বলেছে! তারা যেমন মুখে কথা আট্‌কায় না। কি বলতে কি বলেছে, না-না—শোন শোন,

(কালীকান্ত স্ত্রীর পশ্চাৎগামী হইল)

তৃতীয় দৃশ্য

কাশী—মাতঙ্গীপদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী।

ঠাকুরদাস ঘুম হইতে উঠিলেন। ভিন্ন দিকে মাথা ঘুরাইয়া—হাত জোড় করিয়া কপালস্পর্শ করিলেন। পরে ডাকিলেন—

ঠাকুরদাস। —শ্রীমন্ত, শ্রীমন্ত—তামাক দিয়ে যা—(খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে—সাড়া না পেয়ে—রেগে, উচ্চৈঃস্বরে) ছিঁড়ে—ছিঁড়ে—ব্যাটা গেল কোথায়?

(শ্রীমন্ত—পানের কলিমুখে প্রবেশ করিল)

শ্রীমন্ত। (রাম প্রসাদী সুরে) ওমা, তোমায় খাব—
(তোর) ঐ মুণ্ডমালা কেঁড়ে নিয়ে
অম্বলে সম্ভার দেব।
কালী, তোমায় খাব।

ঠাকুরদাস। (বিরক্তে) কোথায় ছিলি এতক্ষণ—নবাবপুত্তুর—! ঘুম ভাঙতেই মেজাজ বিগড়ে দিলে। কোথায় এক ছিলিম তামাক দিবি—না, আজ দিনটে মাটি হয়ে গেল—

শ্রীমন্ত। তোবা! তোবা! কি যে বল কত্তা,—এই যে তামাক দিই—(বাহিরে গেল, গান শুনা যাইতে লাগিল, 'কালী তোমায় খাব' ইত্যাদি। কল্কিতে ফুঁ দিতে দিতে ঢুকিল)

ঠাকুরদাস। (খুসি হইয়া) তামাক না পেলে টাট্টি সাফা হয় না। মেড়োর দেশে দুই চারটে ওদের বুলি রপ্ত করা চাই, বুঝলি? —ছাই বুঝেছিস্ (ঠাকুরদাস হুকায় দীর্ঘ টান দিল)

শ্রীমন্ত। কত্তাবাবু—বড় বাবু কাল রাতে এসেছেন।

ঠাকুরদাস। (খুসীভাব নিভিয়া গেল) কে—ঈশ্বর?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ—কত্তা।

ঠাকুরদাস। (চুপি চুপি) কেন এসেছে, বলতে পারিস?

শ্রীমন্ত। আমি কি করে জানবো কত্তা। (হাসি)

ঠাকুরদাস। (অপ্রতিভ) তাও তো ঠিক। কিন্তু তুই হাসছিস্ কেন? তুই ভাবছিস্ আমি তাকে ভয় করি। এতটুকু না। আজ ও বিদ্যেসাগর! কিন্তু এক রত্তি যখন ছিল—আমি ওকে পড়া বলে দিয়েছি— বুঝলি? (শ্রীমন্ত ঘাড় কাত করিল) হাঁ,—পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়তো—আমি কাজ থেকে ফিরে এসে ঘুম থেকে তুলে দিতাম—অনেক দিন প্রহারও দিয়েছি।

শ্রীমন্ত। তুমি বড় নিষ্ঠুর ছিলে কর্ত্তা, ঐ অতটুকু দুধের ছেলে—সারাদিন খেটে রান্না করতো, রাস্তার আলোতে বসে পড়তো—পড়তে বসে ঘুমিয়ে পড়তো। ওর মুখ দেখে তোমার মায়া হতো না!

ঠাকুরদাস। (হেসে) প্রহারের ভয়ে, ঘুম যাতে না আসে সেই জন্যে সে চোখে প্রদীপের তৈল দিয়ে পড়তে বসতো। চোখ জ্বালা করতো—কিন্তু ঘুম আসতো না। লেখাপড়ায় মন ছিল।

শ্রীমন্ত। হিঃ হিঃ হিঃ—'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।'

ঠাকুরদাস। তবেই বোঝ ছিঁড়ু!—হাঁ, ও ছেলে পণ্ডিত হবে—আমি গোড়া থেকেই বুঝেছিলাম। রামজয় ঠাকুর যার জিভে আঁক কাটেন—সেকি মুখ্যু হতে পারে?—আমার সঙ্গে সে বার যখন কল্‌কাতা যাচ্ছিল—পথে যেতে যেতে মাইল গুনে ইংরেজী সংখ্যা চিনে নিলে।—

শ্রীমন্ত। বড্ড কষ্ট করে বিদ্যে শিখেছে গো—

ঠাকুরদাস। কষ্ট!—কষ্টের কথা কি বলছিস্ ছিঁড়ে?—আমিই কি কম কষ্ট করেছি জীবনে?—কতদিন গেছে, এক মুঠো ভাত জোটেনি—অদৃষ্টে। এক মুড়ীওয়ালী বুড়ী ভারী আদর করে মাঝে মাঝে ফলার দিত। কষ্টের কথা মনে হলেই তার স্নেহের ঋণ মনে হয়। দুই টাকা মাইনে পেতাম, ঐ বৃহৎ সংসার ঐ দিয়ে পালন করেছি। এরা আজ মানুষ হয়ে উঠেছে—আমার সুখ—আমার সম্মান।

(কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিলে—তামাকে মন দিলেন; ঈশ্বরচন্দ্র ও ভগবতীদেবী প্রবেশ করিল)

ভগবতী। না, বাবা ঈশ্বর, এই ধর্ম্ম-আচার আমার ভাল লাগে না।

তার চেয়ে তুমি বাপু—আমাকে সেই বীরসিংহাই নিয়ে চল। কাজ নেই আমার তীথ পুণ্যি করে।

ঈশ্বর। (হাসি) সেকি মা—সবাই আসে দূর দূর দেশ থেকে কত অর্থ ব্যয় করে, কত কষ্ট সহ্য করে—আর তোমার সে তীর্থ ভাল লাগলো না।

ঠাকুরদাস। (হাসি) পাগল! পাগল। বাপও ছিল এমনি বদ্ধ পাগল! —বুঝলি শ্রীমন্ত ঈশ্বর যখন জন্মে—তখন নয়া বৌ ঘোর উন্মাদ—

ভগবতী। না বাবা, এ সব আচার পরায়ণ বামুনদের দেখছি—আর মন বিরূপ হচ্ছে, তীথ নয় এযেন টাকার শ্রাদ্ধ, ফাঁদ পেতে যত বক বসে আছে—মাছ পেলে গেঁথে তুলবে। দেবতার দরজায় যদি ঘুষ দিয়ে ঢুকতে হয়—সে ধর্ম্ম আমার জন্য নয় বাবা। তার চেয়ে আমার বীরসিংহা বড় তীর্থ। সেখানে দীন দরিদ্রের অভাব নেই। তাদের সেবা করতে পেলে আমি ধন্য হবো।

ঠাকুরদাস। (বিরক্তিতে) তোমার যেমন বুদ্ধি—সাধে কি লোকে বলে—স্ত্রীবুদ্ধি। ঠাকুর দেবতা ফেলে—যত সব চাষা ভুষোকে খাওয়ান। অমন বুদ্ধি না হলে—অতগুলি কম্বল গরীবদের বিলিয়ে দিলে—বলতে গেলে অদানে অব্রাহ্মণে! সেবার দুর্গোপূজা বাদ করে কাঙালী ভোজন করালে—মায়ের আমার অর্চ্চণা হলো কোন মতে, একটা ঢাক বাজলোনা, কেউ জানলে না।

ভগবতী। কাজ নেই আর ব্রাহ্মণে মাথায় থাক ওরা। তুই বাবা আমাকে নিয়ে চল,—সে আমার শ্বশুরের ভিটে; ওই

ভিটেতে সাঁঝ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া আমার নিত্য ক্রিয়া। এই যে ঠাকুর আর ঠাকরুণটী আছেন, এরাই কি কম যান—কর্ত্তাকে ফুস্‌লে আজ অমাবস্যা দান মহাপুণ্যি, কাল পূর্ণিমে দান করলে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি। রোজ এমন একটা না একটা লেগেই আছে - বেশ দুপয়সা গুছিয়ে নিচ্ছেন। আমার এসব ভাল লাগে না।

শ্রীমন্ত। আর এই বাড়ীটে—এ যেন নরক। যেমন দুগন্ধ--তেমনি নোংরা, কত্তা এ বাড়ীতে কি মধু যে পেয়েছেন—ছাড়তেই চান না—আমরা এত বলি—

ঠাকুরদাস। (কোপে) তাই বুঝি শ্রীমন্ত? বাড়ী খুঁজে পাওয়া যায় নাকি?

বিদ্যাসাগর। না বাবা, এ বাড়ীতে থাকা চলবে না।

শ্রীমন্ত। সেই ভাল, চল কত্তা, আমরাও দেশে চলে যাই—

ঠাকুরদাস। তুই থাম শ্রীমন্ত। এই শেষ বয়সে, কাশী থাকবো না, মরতে যাবো কোথা? না বাবা, আমি কাশী ছেড়ে কোথাও যাবো না; বাড়ী বদলাতে চাও—আমার আপত্তি নেই -

ভগবতী। আমি কিন্তু এখানে কিছুতেই থাকবো না, আমি বুঝতে পারছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, এখন শ্বশুরের সেই পুণ্য ভুঁয়ে—যদি অবসর নিতে পারি তবে বহু ভাগ্য মানবো।

বিদ্যাসাগর। বেশ, মাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি একান্তই যদি আপনি কাশী থাকতে চান, অন্য বাড়ী দেখে দিচ্ছি সে খানে গিয়ে থাকবেন—এমন অস্বাস্থ্যকর—না আমি সেই চেষ্টায় যাচ্ছি—একেবারে বাজার করেই ফিরবো,—না, শ্রীমন্তকে

আর দরকার হবে না। ও বাজার আমি নিজেই হাতে করে নিয়ে আসতে পারবো।

ঠাকুরদাস। —বিধবা বিবাহের জন্য তুমি খুব খাটছো শুনছি,—দেশের লোক খুব ক্ষেপেছে কি?

বিদ্যাসাগর। দেশের লোক—সব মূর্খ অশিক্ষিত—কিছুই বুঝতে চায় না, আদপে শিক্ষার প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল নয়। যে প্রথা—একবার ধরেছে—প্রাণ দেবে, তবু তা ত্যাগ করবে না। এই অন্ধ অনুকরণই জাতির সর্ব্বনাশের মূল। এই সংস্কার দূর করবার জন্য প্রচার দরকার। আমি আর মদন এবার প্রেস করেছি, বই ছাপ বো—কাগজ বের করবো।

ঠাকুরদাস। বাবা, ধরেছো যখন ছেড়োনা। আমার পূর্ব্বের কথা মনে আছে?

বিদ্যাসাগর। আপনাদের আশির্ব্বাদ—

ভগবতী। যে বংশের সন্তান তুমি,—ও গুণ তোমাদের রক্তেই আছে। প্রাণ দেবে তবু জিদ ছাড়বে না।

ঠাকুরদাস। হাঃ হাঃ হাঃ—সে কথা সত্যি নূতন-বৌ— আমারও অমন জিদ ছিল।

ভগবতী। —না, অন্যায় জিদ আমি পছন্দ করিনে—

(অস্থির ভাবে বাহিরে গেলেন)

ঠাকুরদাস। পাগল! ওর বাপ ছিল বদ্ধ পাগল- বুঝলি শ্রীমন্ত, ঈশ্বর যখন জন্মে—নূতন-বৌ ঘোর উন্মাদ। ও—আচ্ছা—আচ্ছা, যাবে?—তা যাও—তা যাও। আমারও সন্ধ্যা আহ্নিকের বেলা হলো, আমিও যাই।

(ঠাকুরদাস ও বিদ্যাসাগর বিভিন্ন দিকে

বাহিরে গেল। শ্রীমন্ত ঘর ঝাঁট দিতে দিতে গান ধরিল)

শ্রীমন্ত। (গান) তোর মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে
অম্বলে সম্ভার দেব
কালী, তোমায় খাব।

(বাড়ীওয়ালা মাতঙ্গীপদ ঠাকুর প্রবেশ করিল)

মাতঙ্গী। বাবা, শ্রীমন্ত, কর্ত্তা নাকি বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছেন?

শ্রীমন্ত। কেন দেবে না ঠাকুর? এই পচা এঁদো বাড়ীতে কেউ আবার টাকা দিয়ে থাকে নাকি? কর্ত্তাবাবুকে এতদিন ভুলিয়ে রেখেছিলে—এইবার বিদ্যেটা দেখি বাপু,—ভুলাও দেখি দাদাবাবুকে—?

মাতঙ্গী। শুনি—তোমার দাদাবাবু প্রকাণ্ড পণ্ডিত লোক।

শ্রীমন্ত। হাঁ—খুউব বড়—বিদ্যাসাগর—সাগর কি জান?

মাতঙ্গী। তা হলে তো—বড়লোকও—

শ্রীমন্ত। হাঁ—কলিকাতার সাহেব সুবো সকলেই তাঁর ছাত্তর—কত জজ্, মাজিষ্টর দাদাবাবুর ছাত্তর আছে জানো?

মাতঙ্গী। (নরম সুরে) তা উঠে যাবে কেন শ্রীমন্ত? আমি আর একটা ভাল ঘর ছেড়ে দেবো। ভাড়া না হয় কিছু কমই দেবে।

শ্রীমন্ত। তোমার ভাল ঘরেও তারা থাকবে না।

মাতঙ্গী। (অনুরোধে) বাবা শ্রীমন্ত, তুমি যদি একটু বল—

শ্রীমন্ত। আমি!—আমার সঙ্গে তুমি কম বজ্জাতি করেছ। কুয়ো থেকে জল তুলতে গেলে, ছোঁয়া বাঁচাতে কত গালি দিতে।

মাতঙ্গী। দেখ বাবা শ্রীমন্ত, তোমার ভালোর জন্যই বলতুম। আমরা

ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঘর করি, পাছে তাতে তোমার স্পর্শ লেগে পাপ হয়—এই জন্যেই তো বলা বাবা,—নয়—

(ঠাকুরদাস প্রবেশ করিল)

শ্রীমন্ত। (বিদ্রূপের হাসি) আজ যে বড় খাতির করছো ঠাকুর—?

ঠাকুরদাস। ঠাকুর, তোমার বাড়ী আমরা ছেড়ে দিচ্ছি।

মাতঙ্গী। সে কি কর্ত্তা ?—আমার কি অপরাধ পেলেন ?

ঠাকুরদাস। অপরাধ আবার কি ?—আমার ছেলে এসেছে,—মহাপণ্ডিত ছেলে সে এবাড়ীতে থাকতে রাজি নয়।—এ বাড়ী পুরনো — নোংরা। কত সাহেব সুবো আসবে তার সঙ্গে দেখা করতে। এ বাড়ীতে কি থাকা চলে ?—বুঝলে, ভাল বাড়ীতে আমরা উঠে যাবো।

মাতঙ্গী। — কিন্তু এমন সুবিধে—

শ্রীমন্ত। (সব্যঙ্গে) আঃ কি সুবিধে !— কাজ নেই আমাদের অমন সুবিধেয়—

ঠাকুরদাস। জ্বালাতন !—ছিঁড়ে. ওকি ?

মাতঙ্গী। হাঁ বাবা, আমরা গরীব মানুষ, বাড়ী ভাড়া দিয়ে দুটো পেট চলে যাচ্ছিল--কোনমতে—

ঠাকুরদাস। (দুর্ব্বল ভাবে) তা, আমি কি করতে পারি—ছেলে রাজি হবে না।

(বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিল, শ্রীমন্ত বাজার লইয়া অন্দরে গেল)

মাতঙ্গী। —যদি আপনি পুত্রকে বলেন—

ঠাকুরদাস। (মাথা নাড়িলেন) না, বাপু, তোমার বাড়ী ভাল নয়। আমাদের পছন্দ নয়। কোনমতে ছিলুম—তা ছেলে

এসেছে, অনেক লোক আসবে-বসবে (জোরে) না, তা হয় না।

বিদ্যাসাগর। (এগিয়ে এসে)—ও, আপনিই বাড়ীর মালিক বুঝি?—ভালোই হ'লো। আমরা আজই উঠে যাচ্ছি। হাঁ, পুরো মাসের ভাড়া দিয়েই যাবো।

মাতঙ্গী। কিন্তু যাবার কি দরকার ছিল বাবা!—

বিদ্যাসাগর। (বাধা দিলেন) আমোদের পোষাবে না।

(কয়েক জন পণ্ডিত ঢুকিল)

১ ম। ঠাকুরদাস, শুনলাম, তোর বিদ্বান্ কীর্ত্তিমান পুত্র এয়েছে।

২ য়। ঠাকুরদাস—সৎপুত্র, হুঁ শাস্ত্র বাক্য—সৎপুত্রঃ কুল-দীপকঃ।

মাতঙ্গী। মহাপণ্ডিত ব্যক্তি—

ঠাকুরদাস। —আসুন—আসুন, আসন গ্রহণ করুন। এই আমাব পুত্র।—আপনাদের আশির্ব্বাদ' ঈশ্বর, এরা বহুদিন যাবৎ কাশী বাসী।

৩ য়। জীবনের অবশিষ্ট দিনও ধ্যান ধারণায় এখানে অতিবাহিত করাই আমাদের কাম্য।

১ ম। তোমার পিতা দানে মুক্তহস্ত। তুমিও বারাণসীর পুণ্য তীর্থে এসেছো—। মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের দান তুমি এই। তুমি জানো—তুমিও তা পালন কর।

মাতঙ্গী। মহাজনের পথই প্রকৃষ্ট পথ।

২ য়। দানের মহিমাও তুমি অবগত আছ।

১ ম। তোমার পিতা ধার্ম্মিক, ক্রিয়াবান, পিতৃপুণ্য প্রভাবে তুমি জগদ্বিখ্যাত হয়েছ। দান করে তুমিও যশস্বী হও।

৩ য়। আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে ধর্ম্মালোচনা করতে পারি।

ঈশ্বরচন্দ্র। আপনারা পিতার নিকট যেরূপ পেয়ে থাকেন, অবশ্যই তা

পাবেন।

১ ম। কাশী দর্শনার্থী ধনীলোকেরা আমাদের প্রচুর অর্থ দান করে থাকেন। তুমিও নামী লোক; তোমাকেও অবশ্যই দান করতে হবে।

ঈশ্বরচন্দ্র। আমি কাশী দর্শনে আসি নি। পিতৃ দর্শনে এসেছি।

২ য়। তা ভাল,—কিন্তু—স্থানের মাহাত্ম্য আছে।—এযে ৺বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার স্থান।

৩ য়। আর এই গঙ্গা—এমন উত্তর বাহিনী গঙ্গার পূত ধারা—

মাতঙ্গী। পতিত উদ্ধারিনি গঙ্গে-

(হাত কপাল সংলগ্ন করিল)

ঈশ্বরচন্দ্র। তাই যত প্রকার দুষ্কর্ম্ম করতে তোমরা সাহস পাও। দেবী মাহাত্ম্যে সব খণ্ডন হয়ে যাবে।—কিন্তু আমি অত বিশ্বাসী বা শ্রদ্ধাবান্ হতে পারি নি।

২ য়। তুমি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানো না?—ধর্ম্ম মানো না?

ঈশ্বরচন্দ্র। তোমাদের মানি না।—তাই তোমাদের বিশ্বাসকেও শ্রদ্ধা করি না।

১ ম। (ক্রোধে) তবে তুমি কি মানো? শুনেছি তুমি বহু শাস্ত্রদর্শী, এরূপ অশাস্ত্রীয় কথা তোমার মুখে শোভা পায়না।

ঈশ্বরচন্দ্র। ধর্ম্ম, বেদব্যাস কৃত মহাভারত খানা পড়েছ? বকরূপী ধর্ম্ম বলেছিলেন, "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনি, র্যস্য মতং নভিন্নং ধর্ম্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

৩ য়। তাহ'লে তোমার মত কি শুনি।

বিদ্যাসাগর। (হাসি) আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা আমার পিতৃদেব ও

মাতৃদেবী, সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাঁরাই আমার স্বর্গ ও ধর্ম্ম। তাঁদের তুষ্টি বিধানই—আমার তপস্যা।

১ ম। তুমি না বিধবা বিবাহ প্রচলনে চেষ্টা করছো?

২ য়। হস্তি মূর্খ!

বিদ্যাসাগর। আপনাদের বিষোদ্গার শুনবার সময় আমার নেই—

(প্রস্থানোদ্যত)

১ ম। বেশ, আমরাও চললাম—কিন্তু এর ফলভোগ তোমাকে করতেই হবে।

২ য়। (ব্যঙ্গে) ঠাকুর—এই তোমার বিদ্বান কীর্ত্তিমান পুত্র—

মাতঙ্গীপদ। নাস্তিক!—নাস্তিক!

(সরোষে বাহিরে গেল)

ঠাকুরদাস। ঈশ্বর—

ঈশ্বরচন্দ্র। আপনি ভাববেননা বাবা—এরা অর্থের দাস—ধর্ম্ম এদের ভড়ং—আমি যে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের সেবক।

(হাসিলেন)

আসুন আপনি—

(দুইজনে বাহিরে গেলেন)

——০——

চতুর্থ দৃশ্য।

নূতন স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয়ের সম্মুখ ভাগ।
পুষ্পমালা, মঙ্গল কলস ও কদলীবৃক্ষে শোভিত।
নিশান উড়িতেছে।

বিদ্যাসাগর ঢুকিয়া লাল কাপড়ের টুকরাটা টানাইলেন, মিঃ বেথুন ঢুকিয়া—আস্তে আস্তে পড়িতে লাগিলেন—

মিঃ বেথুন। "কন্যা পেয়ং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" ।— হাঃ হাঃ— সুন্দর হয়েছে পণ্ডিত—অশিক্ষিত কুসংস্করাচ্ছন্নের মধ্যে— শাস্ত্র—শস্ত্রের চেয়েও অধিক কাজ করে। বাঃ—Hallo Pundit, কতক্ষণ আসিয়াছ ?

বিদ্যাসাগর। এইমাত্র।

মিঃ বেথুন। না, এমন হইলে কিছু করা যাইবে না। এদেশের উন্নতির কিছুমাত্র ভরসা নাই।

বিদ্যাসাগর। অত নিরাশ হলে চলবে না, সাহেব। বহু দিনের পাঁক জমেছে জাতির অলিতে গলিতে। তা' মুক্ত করতে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করতে হবে। যতদিন জাতি অশিক্ষিত থাকবে, দেশে বিরোধ ও ধর্ম্মান্ধতা বেড়েই চলবে। সভ্যতার গর্ব্ব কর তোমরা—এ দায়িত্বও তোমাদের।

(হাসি) (কাজ করিতে করিতে দূরে চলিয়া গেল)

মিঃ বেথুন। No, No, আমি ঠিক আছি পণ্ডিত।

(রামগোপাল ঘোষ প্রবেশ করিল)

Well, চক্রবর্ত্তি ফ্যাক্‌সন, you alone! প্যারীচরন, রাধানাথ কোথায় ? রসিক—তারাচাঁদ—The name—

রামগোপাল। (মুখ ভেংচাইয়া) এই নিরামিষ আপ্যায়নে আমরা খুশি নই সাহেব।

মিঃ বেথুন। What ?—আপনারা কি বলিতেছেন ? হাঁ, এই লোক গুলি বড় অসভ্য, অশিক্ষাই এই জন্য দায়ী।

(রাধানাথ সিকদারের প্রবেশ)

রামগোপাল। —এইযে—টাইটলারের প্রিয়ছাত্র — এসো রাধানাথ —

নিউটন 'প্রিন্সিপিয়ায়'—কি বলেছে ? Gravitational attraction—কান টানলে মাথা আসবেই— (উচ্চহাসি)

রাধানাথ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—রামগোপাল, ঠিক আছো—! The life that has taste ... ... (হাসি)

(প্যারীচাঁদ প্রবেশ করিল)

এইযে চাঁদের হাট মিল্‌লো, এস মিত্তির ঠাকুর-কেমন আছো ?

প্যারীচাঁদ। (হাসি)—রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।—বেশ বলেছে ঈশ্বর গুপ্ত।

রাধানাথ। তাই তাই, 'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচরে'—হাঃ হাঃ—

রামগোপাল। টাইটলার আর নিউটন তোমার মাথা খেয়েছে। তোমার আবিষ্কার শুনছি, এভারেষ্ট সাহেবের নাম অমর করবে।

প্যারীচাঁদ। এভারেষ্ট বড় সাহেব,—রাধানাথকে বিলক্ষণ ভালবাসেন।—(কৌতুক হাসি) বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ।

(সকলের উচ্চৈঃস্বরে হাসি)

(এই সময়ে বিদ্যাসাগর ফিরে এলো গম্ভীর মুখে—)

বিদ্যাসাগর। না, আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি না, দায়িত্ব আমাদের। এ জাতীর দায়িত্ব।

রামগোপাল। (অস্ফুটে) সর্ব্বনাশ! পণ্ডিত যে! বিধবা বিবাহের কতদূর, পণ্ডিত ?

প্যারীচাঁদ। লোকে বলে, Pundit is running after widows—লোকে তোমার নিন্দা করে। (সকলের হাসি)

বিদ্যাসাগর। (অপ্রস্তুত হাসি) নিন্দে করে! থাম, ভেবে দেখি। তারা

আমার নিন্দে করবে কেন ? কই আমিতো কখনও তাদের উপকার করি নি।

প্যারীচাঁদ। অমন নিন্দা তারা রামমোহনকেও করতো—

"সুরাই মেলের কুল, ব্যাটার বাড়ী খানাকুল,
ব্যাটা সর্ব্বনাশের মূল।
ওঁ তৎসৎ বলে ব্যাটা বানিয়েছে স্কুল—
ও সে, জাতের দফা করলে রফা, মজালে তিনকুল"।

(সকলের হাসি, ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগর সরিয়া গেল। মিঃ বেথুন তাহাকে অনুগমন করিল।)

রামগোপাল। রাজা—সত্যই রাজা ছিল, রাধানাথ।

রাধানাথ। "স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।— সতীদাহ নিবারণের জন্য he fought very bravely. Is not it ?

প্যারীচাঁদ। (হাসি) আমাদের রামগোপাল ও Neemtola Burning ghat—এর জন্য কম লড়ে নি। He is the last hero but not least. হাঃ হাঃ হাঃ But all these are casting pearls before swine., কেউ কদর বুঝবে না।

রামগোপাল। (আবৃত্তির ভঙ্গিতে)

Thou almost makest me waver in my faith,
To hold opinion with Pythagoras
That souls of animals infuse themselves
Into the trunks of men—

(হাসিতে হাসিতে সকলে এগিয়ে গেল। ক্ষণেক মঞ্চ খালি রহিল, পরে মদনমোহন ও রাজকৃষ্ণপ্রবেশ করিল)

মদন। মেয়ে স্কুল হবে?—আমাদের মেয়েদের?
শাড়ী পরা এলোচুল আমাদের মেম্
বেলাক নেটিভ লেডী. শেম্ শেম্ শেম্।
(হাসি) বিদ্যাসাগরের খেয়ালের অন্ত নেই।

রাজকৃষ্ণ। —এই অধীন—কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে মেয়েদের শিক্ষা একান্ত দরকার, মদন। পণ্ডিত অন্যায় করেন নি।

(এই সময়ে বিদ্যাসাগর আবার ঘুরিয়া আসিল)

বিদ্যাসাগর। মদন এলি?

মদন। (সুরে) "আকম্পয়ন কুসুমিতাঃ সহকার শাখা বিস্তারয়ন্ পরভৃতস্য বচাংসি দিক্ষু, বায়ু বিবাতি হৃদয়ানি হরন্নরাণাং নিহারপাত বিগমাৎ সুভগো বসন্তে।"
বয়েস তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেক্‌লো, এখনও মদন মদন করে পাগল! বসন্ত দেখা দিতে না দিতে মদনকে স্মরণ! ব্যাপার কি পণ্ডিত? "মলয় পবনে জ্বলে মদন আগুন।"

বিদ্যাসাগর। (কুপিত হাসি) তোমার কাব্য পড়া ঘুচাতে হবে;—তবে যদি এই রোগ সারে। কাজের কথা শোন— সোমপ্রকাশ আমাদের বের করতেই হবে।

মদন। 'সরস বসন্ত সময় ভাল পাওলি, দছিন পবন বহু ধীরে'। (হাসি)

বিদ্যাসাগর। (রেগে) তুমি নির্লজ্জ। এজন্য একবার কৈফিয়ৎ দিয়েও আক্কেল হয় নি।

রাজকৃষ্ণ। (গম্ভীর) মদনের দোষ দেওয়া চলেনা — "মেঘমেদুর" আকাশ, 'দাদুরীর ডাক্'।—আর মদন যেখানে ভাষ্যকার, "পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী' "যুবতি বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ" ব্যাখ্যা করতে যদি মাত্রাজ্ঞান ভুল হয়, রসিকজন তাই নিয়ে কখনও হৈচৈ করবে—

বিদ্যাসাগর। —হয়েছে। জার্ডিন কোম্পানীর টাকা—আনা—পাই হিসেব করে,—আবার রস—চর্চ্চার সময় হয় নাকি?—দেশটাকে তোমরাই উচ্ছন্নে দিলে—জাতির সংস্কারে মন দিয়ে—

মদন। রামমোহনও সংস্কারের জন্য মেতে ছিল। শেষে—দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে। হতভাগ্য রাজা!

রাজকৃষ্ণ। পালিয়ে বাঁচে কি!—সে যে দিল্লীর বাদসাহের কাজ নিয়ে বিলেত গেল—

মদন। হাঁ—প্রবাদ তাই বটে—আসলে মুখ রক্ষা। দেশ ত্যাগ না করে উপায় ছিল কি? ধর্ম্মত্যাগী আর দুরাচার—একই—এদেশে।

ঈশ্বর। রামমোহনের পিতা ছিলেন পরম বৈষ্ণব আর মাতা মহাশাক্ত; বিরোধ হবেই—

মদন। (উৎসাহে) হাঁ--হাঁ—তাই—তাই— রাজা সমন্বয় ভালই করেছেন—শক্তির সঙ্গে ভক্তির—

রাজকৃষ্ণ। (হাসি) যেমন শাড়ীর সঙ্গে সুরা।

ঈশ্বর। (আরক্তিম) মদন বুঝি সংস্কার বিরোধী? নিজের মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়েছ যে? শুনছি তোমাকে একঘরে করার ব্যবস্থা হয়েছে—

মদন। (উচ্চহাসি) কিসের সঙ্গে কি! ওসব সংস্কারের কাজ তোমাদের। একে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ তায় "অন্নচিন্তা চমৎকারা"—। সাহিত্য চর্চ্চা আমাদের "দিনগত পাপক্ষয়"! এ এক আনন্দ—

রাজকৃষ্ণ। —তা যাই বল তর্কালঙ্কার—পণ্ডিতের মতো সাহিত্য লিখে কাঁদাতে পারবেনা—। সেই যে—সীতার বনবাসে—

পণ্ডিত—

ঈশ্বর। (ঈষৎ কোপে) থাক্, হয়েছে। এস এইবার—

(পণ্ডিত অগ্রসর হইল, ঈষৎ হাসিয়া রাজকৃষ্ণ ও মদনমোহন অনুগমন করিল। নানাবিধ বাজনা ও সুরে গাহিতে গাহিতে একদল লোক প্রবেশ করিল)

হায়, দুনিয়া উলট পালট
আর কি সে ভাই রক্ষা হবে।
যত সব দুধে শিশু, ভজে যিশু,
ডুবে মর্‌ল 'ডবের' টবে

* * *

আগে মেয়ে গুলো ছিল ভাল,
ব্রত কর্ম্ম করতো সবে
একা বেথুন এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়ি গুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ, বি, শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতি বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।
সব কাঁটা চামচে ধরবে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে?
ও ভাই, আর কিছু দিন বেঁচে থাক্‌লে

পাবেই পাবে দেখতে পাবে—
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
আছে গোটা কত বুড়ো যদিন,
তদিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই, তারা মলেই দফা রফা,
এক কালে সব ফুরিয়ে যাবে।
যখন আসবে শমন, করবে দমন
কি বলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি 'হুট' বলে বুট পায়ে দিয়ে,
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।

(ঘট উল্টাইল, মালা ছিঁড়িল এবং সব কিছু তছনছ করিয়া প্রস্থান করিল। মিঃ বেথুন, রামগোপাল, প্যারীচাঁদ, রাধানাথ, ভূদেব, রাজকৃষ্ণ ও রেঃ, কৃষ্ণমোহন বাহির হইয়া আসিল)

মিঃ বেথুন। Impossible!

ভূদেব। না—এ অত্যাচার সহ্য করা যায় না।

রেঃ কৃষ্ণমোহন। But we are helpless. ভগবানের মত শয়তানকে গালি দাও,— "Upon thy belly shalt thou go and dust shalt thou eat! Amen.

(হাত তুলিলেন)

রাজকৃষ্ণ। খেনো মদ আর চিৎপুর; এ জাতি রসাতলে যাবে।

রামগোপাল। The old puritan. The idea!

রাধানাথ। What Nonsense! Malthus কি বলেন জানো? জাতি বাড়ছে, increasing by leaps and bounds. আমাদের দারিদ্র্যই গোষ্ঠীবৃদ্ধির জন্য দায়ী! Matter of multiplication. হাঃ হাঃ—

রেঃ ব্যানার্জি। (হাসি) Be fruitful and multiply. Amen!

প্যারীচাঁদ। (দূরে পণ্ডিতকে দেখিয়া) পণ্ডিতের মূর্ত্তিখানি দেখছো? লোকে বলতো 'যশুরে কৈ,'—নাকি 'কসুরে কৈ'? কথাটা মিথ্যে বলতো না।

রাধানাথ। হাঁ—সেদিনের পণ্ডিতকে কার না মনে আছে, রোগা দেহের উপর প্রকাণ্ড মাথাটি। দূর থেকে লোকে দেখতো—চলে আসছে একখানা ছাতা। আর সে কথা কেউ বললেই চটে-মটে লাল।

প্যারীচাঁদ। ধ্যাৎ, রেগুনি—(সকলের হাসি)

রাজকৃষ্ণ। তা দয়াময়ের রাগটি শিশুকাল থেকেই উত্তরাধিকারে পেয়েছিলেন, অভ্যাস করতে হয়নি। আমাদের পণ্ডিতের তুলনা মিলেনা।

(বিদ্যাসাগর উত্তেজিত—মদনমোহন প্রশান্ত মুখে ঢুকিল)

রেঃ ব্যানার্জ্জি। Welcome Pandit. I congratulate you. Educational Despatch বে'র হয়েছে দেখেছো? সরকারকে শেষ পর্য্যন্ত educational policy ঘোষণা করতেই হ'ল। এ তোমারই জয়!

প্যারীচাঁদ। Rev. Banerjee আপনারা mutual congratulatory

party organise করুন।

(সকলের উচ্চ হাসি)

বিদ্যাসাগর। না—এত অত্যাচার সহ্য করা যায় না।

মদন। ধৈর্য্যং কুরু—(হাসি)

মিঃ বেথুন। আপনি রসিকতা করিতেছেন, মিঃ মদন—কিন্তু আমরা এমতাবস্থায় কি করিতে পারি ?

ভূদেব। যা হ'ক কিছু একটা করতেই হবে।

বিদ্যাসাগর। না, এদের শাস্তি দেব—কঠিন শাস্তি।

মদন। (ঈষৎ হাসি) তা তুমি পার বিদ্যাসাগর—

মিঃ বেথুন। না, এদেশের কিছু হইবার নয়। দেশের লোক যদি নিজেদের মঙ্গল না বোঝে তবে কাহাদের জন্য কাজ করিব ?

রেঃ ব্যানার্জ্জি। You can't do any real good for them.

পণ্ডিত। (উত্তেজিত)—না, আমি স্কুল গড়ে তুলবোই—

মিঃ বেথুন। সম্ভব হইবে না। I see it is not possible.

ভূদেব। অসম্ভব !

বিদ্যাসাগর। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) অসম্ভব !—না, একে সম্ভব করতেই হবে।

(সরোষে প্রস্থান)

রেঃ ব্যানার্জ্জি। Mad—

রামগোপাল। Madness and genius—a question of degree—

প্যারীচাঁদ। কোন গুন নাই তার কপালে আগুন।

(সকলের উচ্চহাসি)

পঞ্চম দৃশ্য।

বীরসিংহা—বহির্ব্বাটী

ডাঃ নবকুমারের সঙ্গে তিন চারজন গ্রামবাসীর প্রবেশ

ডাঃ নবকুমার। দীনবন্ধু! দীনবন্ধু আছো?

(দীনবন্ধু বাহির হইয়া আসিল)

দীনবন্ধু। আরে! ডাক্তার যে!—এস এস, কবে এলে?

ডাঃ নবকুমার। আজই।—এই এরা গাঁয়ের পাঁচ জন ধরে নিয়ে এলো—নয়, সময় কই—

বিধু। আমরা মুখ্যু—হাঁদা, আমরা কি সব কথা ঠিক বলতে পারি? তুমি পণ্ডিত বদ্দি মানুষ—

সিধু। হাঁ। ডাক্তার—ছুড়ি চালাবার স্থানটী বুঝবে—! (সকলে হাসিল)

দীনবন্ধু। (অপ্রস্তুত) তা ভাই তোমরা সকলে ভাল আছো?

বিধু। ভাল আর থাকতে দিলে কই? সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে কিযে লাভ—

ডাঃ নবকুমার। (বিদ্রূপের হাসি) দিন কাটছে··। ডেপুটী হয়ে—আমাদের আর মনে রাখবার ফুরসৎ কই তোমার। তা ভাল,—তবু বড়লোক ভাই পেয়েছিলে!—

দীনবন্ধু। (অপ্রসন্ন) না—হাঁ। চাকরীটা দাদার সুপারিশেই হয়েছে বটে, কিন্তু ঐ চাকরী ছাড়া তিনি আর কি করেছেন শুনি?

সিধু। তা কেন? তোমাদের লেখাপড়া শেখার জন্যও তিনি কম যত্ন করেন নি। ডাক্তার কি বলে?

ডাঃ নবকুমার। (অস্বস্তিতে) তা—তা অমন সকলেই করে থাকে।

সিধু। তুমি সে কথা বলতে পারনা নবকুমার। তোমার জন্যও পণ্ডিত কিছু কম করেন নি।

ডাঃ নবকুমার। (রেগে) সে তর্ক করবার এস্থান নয় সিধু। তিনি কার জন্য কি করেছেন সে বিচারে আমরা এখানে আসি নি। তিনি যা কিছু করেন—আমরা সহ্য করে যাই ; কিন্তু অনেক কিছু করেন যা সহ্য করা সঙ্গত নয়,—সুষ্ঠুও নয়। এইযে সমাজ বিপ্লব তিনি দেশে নিয়ে এলেন—একি তার ভাল কাজ হচ্ছে ?

দীনবন্ধু। কোন্ কাজের কথা বলছো ডাক্তার ?

বিধু। নেকা, কিছু বোঝেন না। (মুখ ঘুরাইল)

ডাঃ নবকুমার। বলি—দেশাচার তো একটা আছে—সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম। টিকিধারী বামুন পুরোহিত আর বিধবার আচার নিষ্ঠা একে আজো বাঁচিয়ে রেখেচে, এই অনাচার সহ্য হবে নাকি ? বিধবারা যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ছেড়ে দলে দলে বিয়ের জন্য মাতে, টিকি কেটে বামুনরা যদি নিষিদ্ধ মাংসের জন্য হোটেলে ভীড় করে—জাতি তাহ'লে গোল্লায় যাবে না ? ভারতের আদর্শ ব্রহ্মচর্য্য।—মেয়েদের স্কুলও আমরা সহ্য করেছি। কিন্তু এসব—না—

দীনবন্ধু। ডাক্তার, এসব কথা আমাকে বলে কি হবে ?

ডাঃ নবকুমার। তোমরা যদি আপত্তি কর—

দীনবন্ধু। (বাধা দিল) আমাদের আপত্তি তিনি শুনবেন ? তা হ'লেই হয়েছে ! তিনি কারো কথাই শোনেন না। নিজের জিদেই সব কাজ করে যান।

ডাঃ নবকুমার। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে।

দীনবন্ধু। উপায় কি ? এর প্রতিকার আমাদের হাতে নেই।

ডাঃ নবকুমার। (উত্তেজিত) গ্রামবাসীরা সে কথা শুনতে রাজি নয়।

শুনবে কেন ? এজন্য তোমাদের ভুগতে হবে। ধর্ম্ম আর সমাজ নিয়ে যা'খুসি তাই তিনি করবেন—আর গাঁয়ের পাঁচজন নির্ব্বিচারে তাই সহ্য করবে,— হতে পারেনা। তিনি বিদ্বান্ শাস্ত্রজ্ঞ বলে পাঁচ জনে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু লোকাচার—সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করতে চাইলে—, সে আঘাত তারই বুকে ফিরে যাবে। যাবে—নিশ্চয়ই যাবে। এস তোমরা।—

(সরোষে বাহির হইয়া গেল)

বিধু। বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখোনি।

(মুখের কাছে হাত ঘুড়াইয়া বাহিরে গেল)

দীনবন্ধু। (অপমানে ও রাগে গজ্‌রাইতে লাগিল)

বউঠান্—বউঠান্—

(দীনময়ী বাহিরে আসিল)

দীনময়ী। আমাকে ডাকলে, ঠাকুরপো ?

দীনবন্ধু। হাঁ,—এইতো গাঁয়ের পাঁচজনা বাড়ী চড়ে গাল মন্দ অপমান করে গেল।

দীনময়ী। কেন ?

দীনবন্ধু। কেন আবার ?— দাদার কীর্ত্তি। শাস্ত্রে বিধবা বিবাহ আছে, শাস্ত্রেই থাকুক না—ক্ষতি হয়েছে কার ?—কিন্তু তা নিয়ে অত ঘাঁটাঘাঁটিই বা কেন ?—আর নিজের বাড়ীতে এসব বিশ্রী—

দীনময়ী। তোমার দাদার জিদ জানোতো—তার উপরে কে কথা বলবে ?

দীনবন্ধু। তা বলে নারায়ণ বিধবা বিবাহ করবে ? দাদার এ মতিভ্রম।

তোমরা যদি জোর করে বলো—সে সাহস পাবে নাকি?

দীনময়ী। তোমার দাদাকে এতদিনে—এই চিনলে ঠাকুরপো?

দীনবন্ধু। কিন্তু তার অন্যায় জিদের জন্য আমরা কেন ভুগবো? এইযে গাঁয়ের সবাই শাসিয়ে গেল একটা কথা প্রতিবাদে বলতে পারলাম না—কেন এসব সহ্য করবো?

দীনময়ী। মায়ের আস্কারা পেয়ে জিদ্ আরো বাড়ছে।

দীনবন্ধু। মায়ের কথা আর বলোনা। বয়েস হচ্ছে আর তার বুদ্ধিও লোপ পাচ্ছে। নয়, বামুন পণ্ডিতের মেয়ে—বিধবাদের সঙ্গে একত্রে বসে মাছ-মাংস আহার করে উৎসাহ দিচ্ছেন না। ছাই—! এফি বিয়ে—না নিকে! এ ম্লেচ্ছাচার তার পক্ষে শোভা পায় না।

দীনময়ী। তোমার দাদা সেই-মা বলতে অজ্ঞান। মায়ের কথায় আবার কে কথা বলবে বল।

দীনবন্ধু। না, ও সব চলবে না। দাদা আর যাই করুন, নারায়ণকে কিছুতেই বিধবা বিবাহ করাতে পারবেন না। এবংশে অনাচার ঢুকলে—আমরা অনাসৃষ্টি করবো।

(ভগবতী দেবী প্রবেশ করিলেন — বয়েস অনেকটা বাড়িয়াছে)

ভগবতী। কিসের অনাচার? আর কেনই বা অনাসৃষ্টি করবে দীনবন্ধু?

দীনবন্ধু। দাদা কি করছেন খবর রাখো? না—এ ভাল নয়।

ভগবতী। ঈশ্বরের ভাল মন্দের সমালোচনা করছো তুমি দীনবন্ধু? কেন, তার অন্যায়টা কি শুনি?

দীনবন্ধু। (সব্যঙ্গে) হাঁ,—তুমিতো তার অন্যায় দেখবেই না। পুত্র-

স্নেহে অন্ধ আর কাকে বলে !

ভগবতী। (তৃপ্তির হাসি)- হুঁা, দীনবন্ধু, তোদের মাতৃগৌরবে আমি সত্যই সৌভাগ্যবতী।

দীনবন্ধু। কিন্তু এই বিধবা বিবাহ—একি তাঁর উচিৎ কাজ হচ্ছে? তোমারও অন্যায় মা, তাঁকে উস্কানি দেওয়া।

ভগবতী। (রাগে) দীনবন্ধু !

দীনবন্ধু। না মা, সত্য কথা বলতে আমি ভয় পাইনে। তুমি যদি দাদাকে প্রশ্রয় না দিতে—সে সাহস পেতো ?

ভগবতী। ওঃ—

দীনবন্ধু। না মা, দাদা বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে চান করুন, কিন্তু নারায়ণকে বিধবা বিবাহ দেওয়া চলবে না। এ পাপ আমাদের সংসারে ঢুকাবার তার অধিকার নেই। মা, তোমাকেই এর বিহিত করতে হবে—এই বাড়াবাড়ি—

দীনময়ী। তুমি যদি নিষেধ কর মা—উনি সাধ্য কি –

ভগবতী। তা হয় না বৌমা। আমি ঈশ্বরকে জানি, সে কখনও কোন অন্যায় কাজ করবে না। উদ্যোক্তার পক্ষে আত্ম-পর বিচার অন্যায় নয়, অধর্ম্ম। তেমন অধর্ম্মে আমি ঈশ্বরকে অনুরোধ করতে পারি না।

দীনবন্ধু। মা—

ভগবতী। না দীনবন্ধু, আমি তারও মা। আমাদ্বারা তেমন কাজ কখনই হতে পারে না। আমি পারবো না। তোমরাও তাকে বাধা দিওনা।

(উত্তেজিত ভগবতী দেবী বাহির হইয়া গেল)

দীনবন্ধু। (ক্ষণেক নীরব) না, এ হ'তে পারে না, বৌঠান। তুমি

নারায়ণকে বাধা দাও—তুমিও তো নারায়ণের মা।

দীনময়ী। কিন্তু আমার কথা সে শোনে কখনো? একটা কপাল-পোড়া মেয়ে এসে জুটেছে, সে-ই তার মাথাটা চিবিয়ে খেলে।—আমার কথা আবার কেউ শোনে নাকি?

দীনবন্ধু। ভাল হবেনা বলছি।—আমরা এসব কিছুতেই সহ্য করবো না। কি অধিকারে দাদা বাপ-পিতামোর নাম ডুবাবে?—এই কলঙ্ক—এই অপবাদ!—অপমানে আমার আত্মহত্যার ইচ্ছে হয়! দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে, তিনি সকলের মাথা কিনে নিয়েছেন—না? দেশের লোকে কেমন সব ছড়া বেঁধেছে শুনেছ?

দীনময়ী। আমাকে এসব শুনিয়ে লাভ কি ঠাকুরপো! আমি কি তাঁকে প্রশ্রয় দিই? আমিতো আমার সাধ্যানুসারে বাধাই দিয়ে থাকি।

দীনবন্ধু। বাধা দাও কিনা কে জানে।—তবু এর জন্য কঠিন মূল্য দিতে হবে বলে দিচ্ছি। না, এই অপমান কেউ সহ্য করবে না। দেশের সব লোক ক্ষেপে আছে—আমি কি করবো! আমার কোন হাত নেই—

(দীনবন্ধু সরোষে বাহিরে গেল। চিঠি হাতে শম্ভু প্রবেশ করিল)

দীনময়ী। (ব্যাকুল ভাবে) তোমাকেই আমার সবচেয়ে প্রয়োজন ঠাকুর-পো।

শম্ভু। "মেঘ না চাইতেই জল"। রামচন্দ্রের যুগ একনিষ্ঠতার যুগ ছিল,—লোকে তখন দেবর-প্রীতিকে অন্যায় ভাবতো না। কিন্তু এযে কলিকাল—(হাসি)—তা আমিও যে তোমাকেই

খুঁজে বেড়াচ্ছি!

দীনময়ী। ঠাকুরপো, নারায়ণের বিবাহ স্থির হয়েছে—একথা কৈ, তুমিতো আমায় বলোনি।

শম্ভু। আমিও তখন জানতাম না।

দীনময়ী বেশ,—আমাকে তোমার দাদার নিকট নিয়ে চল। না, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেবোনা।

শম্ভু। নারায়ণ নিজের মতে ভবকে বিয়ে করছে। দাদা তাতে আপত্তি করতে পারেন না।—তা ছাড়া এবিয়ে এখন আর রদ হতে পারে না।

দীনময়ী। রদ করতেই হবে। আমি সেই জন্যই যাবো।

শম্ভু। বৃথা! দাদার জিদ্ তুমি জানো—তাছাড়া বিয়ে নারায়ণ নিজ ইচ্ছায় করছে।—বিধবা বিবাহ দাদার নিজের আদর্শ!

দীনময়ী। কিন্তু এই কলঙ্ক—এই অপমান—? কেন তিনি এমন অন্যায়—

(দীনময়ী কাঁদিয়া ফেলিল)

শম্ভু। কলঙ্ক—অপমান, কি বলছো বৌদি!—দাদার মতো মহৎ-প্রাণ, পণ্ডিত বংশের গৌরব—জাতির আদর্শ—

দীনময়ী। ছাই—ও বিদ্যার কি মূল্য আছে, আত্মীয় স্বজন যার জন্য মাথা তুলে পাঁচজনের মাঝে দাঁড়াতে পারেনা। এ অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল।

শম্ভু। অপমান—

দীনময়ী। হাঁ—এইযে মেজ-ঠাকুরপো বলে গেলেন, গাঁয়ের পাঁচজন শাসিয়ে গেছে—শাস্তি তারা দেবে।

শম্ভু। এ গাঁয়ে—এমন একটী লোক নেই যার উপকার দাদা

করেন নি। সেবার দুর্ভিক্ষে—দাদা এদের জন্য অন্নসত্র খুলে দিয়েছিলেন। এরা শীতে কষ্ট পায়, মা তাই কম্বল ব্যবহার করেন না,—তাই দেখে দাদা কম্বল কিনে—এদের বিলিয়ে দিলেন। সেই ধারের টাকা আজো শোধ হয় নি। উপকারীর দেনা এই করেই পরিশোধ হয়।

দীনময়ী। তা যাই হোক্—আমি যাব। তুমি তার ব্যবস্থা কর। এ বিয়ে যাতে না হয়, আমি তাই করবো।

শম্ভু। তাহলে শোন বৌঠান, কলিকাতা থাকতে একথা আমিও জানতে পারি নি। এই মাত্র দাদার পত্র পেলাম—(পত্র পড়িল) "বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম—করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই।" শুন্‌ছো? "আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিৎ বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।" এর পরেও তুমি গিয়ে তাকে অনুরোধ করতে চাও?

দীনময়ী। হাঁ, তবু আমি যাবো। সেখানে নারায়ণও রয়েছে। আমি তার মা—গর্ভধারিণী মা। তুমি আমাকে নিয়ে চল ঠাকুরপো।

(সহসা দূরে কোলাহল শুনা গেল)

ওকি? ওকি ঠাকুরপো?

(দীনময়ী ও শম্ভু অস্থির হইয়া উঠিল)

(বাহিরে কোলাহল) অনাচার— অনাচার, আগুন দিয়ে সব শুদ্ধ করে দে—

(ভগবতী দেবীর গলা শোনা গেল) বউমা কই—? শম্ভু ? দীনু—আগুন— আগুন !

শম্ভু। (ম্লান মুখে) দুর্বৃত্তেরা বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ; বৌঠান, এস বাইরে এস।

(বিকল দীনময়ীকে টানিয়া নিয়া শম্ভু বাহিরে গেল)

——০——

ষষ্ঠ দৃশ্য।

লিকাতা ঠন্ঠনিয়ার সম্মুখ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। শ্রীমন্ত বেদীতে কপাল ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। পরে অপেক্ষমান অবস্থায় গানের একটা কলিই বারে বারে মাথা ও হাতের কসরৎ সহকারে ভাজিতেছিল—

মা, আমায় ঘুরাবি কত—
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত।
(বাবু বেশে একজন মদ্যপ প্রবেশ করিল)
এই—এই, শোন্—

শ্রীমন্ত। কি বলছো ?

মতিবাবু। এই ?—এইটে চিৎপুর ?

শ্রীমন্ত। বাঃ বেশতো বাবু সেজেছো? কেমারিকের বেনিয়ান, চীনে বাড়ীর বকলেস পড়া জুতো—ফিন্ ফিনে ধুতি—চুনোট করা চাদর—আবার ঢেউ খেলানো চুলে দিব্বি টেরী করেছ—দাঁতে মিশি দিয়েছ নাকি? (সামনে এগিয়ে) ওঃ—ওয়াক্ থুঃ—মদের পিপে উজার করেছ?

মতিবাবু। (এগিয়ে এসে) তা বাবা, মাইরি বল্‌ছি—বেদানার বাড়ীর নিশানাটা ভুল করে ফেলেছি। আজ সেখানে গানের জোড় মহড়া—শীলেদের বাড়ী, শোভাবাজার রাজবাড়ী থেকে বাবুরা সব আসবেন!

(এই সময়ে দূরে বাজনা শোনা গেল)

স্যাঙ্গাত, কিসের বাজনা? আজ চড়ক ঠাকুরের পুজো বুঝি? (দুই হাত কপালে স্পর্শ করিল) জয় বাবা বৃষভ-বাহন—হর হর মহাদেও—

শ্রীমন্ত। ব্যাটা সাক্ষাৎ বৃষ—অবতার। যা—চড়কে ঝুলবি এযে ঠন্‌ঠনে—

মতিবাবু। তাই কাঁশর ঘণ্টা—জয় মা কালিকা নৃমুণ্ড—মালিকা—(হাত কপাল স্পর্শ করিল) হুঁ। বাবা ভোলানাথ—অপরাধ নিওনা বাবা—আমি অধম—হারিয়ে গেছি বাবা—(দূরে বিদ্যাসাগরকে দেখা গেল)—তুমি কে বাবা? ওঃ God Moon Learning Sea! নমস্কার—নমস্কার! (দ্রুত প্রস্থান)

(বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিল; মুণ্ডিত মস্তক, পায়ে চটী নাই, উস্ক খুস্ক অবস্থায় অশৌচ চিহ্ন বর্ত্তমান)

বিদ্যাসাগর। বুঝলি শ্রীমন্ত, মেয়েটা বাঁচবে না। কি করে বাঁচবে? একটা ডাক্তার বদ্দি দেখাবে কি, পথ্য দেবার পয়সা পর্য্যন্ত জোটেনা।—না, এদের মরাই উচিত বুঝলি? আমি—? আমারও আর কিছু নেই। ওকিরে—তুই রাগ করছিস্? —কথা বল্‌ছিস্ নাযে—

শ্রীমন্ত। (ঝঙ্কার দিলে) —আর পারিনে বাপু, বুড়ো হাড়ে আর কতইবা সইবে। বুড়ো কর্ত্তার ভীমরতি ধরেছে—তা, না হ'লে তোমাকে আগল্যাবার জন্য অপর লোক পাঠায়! তোমারও বাপু দিনরাত নেই, স্থান-অস্থান নেই। কিন্তু বলি, যাদের জন্য কেঁদে মরছো, তারা তোমার কি উপকার করছে? বরং তোমার প্রাণটী নেবার জন্যে আনাচে কানাচে ঘুরচে।

বিদ্যাসাগর। (ঈষৎ হেসে) তা হউক শ্রীমন্ত, এরা মূর্খ। নিজেদের ভালমন্দই যারা বুঝতে পারেনা। অন্যের ভাল ইচ্ছা তারা কি করে করবে! এরা এমনি অন্ধ, নিজেদের স্বার্থ-টুকু ভালকরে দেখতে পায় না।

তুই এর জন্য দুঃখ কর্‌সনে শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত। আমরা মুখ্যু-বোকা মানুষ, তোমার মত বিদ্বান্ পণ্ডিত নই; কিন্তু এই নাওয়া খাওয়া ছেড়ে, অশৌচ সময়ে রোগের বাছ-বিচার না করে অনাথ আতুরের বাড়ী পরে থাক্‌চো·· কতজনে কত বলে!

বিদ্যাসাগর। —আরে কে যায়? মদন—না? মদন—

মদন। দয়াময় যে—(মদনমোহনের প্রবেশ)

বিদ্যাসাগর। কি আছে পকেটে দেখি। একটা মেয়ে না খেয়ে মরছে—

আমার হাতে একটা কড়ি নেই—

মদন। মেয়ে! (হাসি) হয়েছে। ঐ জন্যেই লোকে বলে পণ্ডিত নারীদের একটু অতিরিক্ত পক্ষপাতি—তাদের একটু 'ইয়ে' চোখে দেখেন।

বিদ্যাসাগর। মদন—রাইমনি পিসি, জগৎদুর্লভ সিংহের পত্নীর মত নারীর দয়া আমি জীবনে লাভ করেছি, আজো সেই দয়াশীলা নারীর সৌম্যমূর্ত্তি মনে পড়ে। তাদের কথা মনে হলে আমার চক্ষে জল আসে।—অতখানি অকৃতজ্ঞ আমি হতে পারিনা মদন।

(দুর্গাচরণ ডাক্তারের প্রবেশ)

দুর্গা। পণ্ডিত কি সাহিত্য বিষয়িনী বক্তৃতা দিচ্ছো?

মদন। না—নারী গুনকীর্ত্তন। দয়াময় আজ ভাব বিগলিত।

বিদ্যাসাগর। জননীর গুণ—কি বলে শেষ করা যায়! বাবার মুখে শোনা সেই বুড়ী মুড়িওয়ালীর কথা আমার যখনই মনে পড়ে, আমি বিস্ময়ে ভাবি, নারীর হৃদয়ে এত করুণা, এত মহিমা আসে কোথা থেকে?—আমার মা—এতই সহজে তাকে ভুলে যাব মদন?—এত শীঘ্র?—ক'দিন আর তিনি নেই—এখনও তাঁর অশৌচ চিহ্ন আমার দেহে।

(বিদ্যাসাগর কাঁদিতে লাগিল। মদন লজ্জায় মাথা নত করিল।)

মদন। (বিব্রতভাবে)—না, আমি তা বলিনি।

(বিদ্যাসাগর ক্ষণেক নীরব থাকিলেন)

বিদ্যাসাগর। ডাক্তার যদু হালদারের বোনটাকে দেখে এসেছো?

দুর্গা। ওতো—একোনাইটের Case. যখনই গা বমি বমি বললো

যত্ন, তখনই ধরে ফেলেছি—'একোনাইট থারটি'। সিমিলি সিমিলিবাস্ বুঝলে ? বস্। বেঁচে থাকো বাবা হানেমান। বড় ঔষধ বের করেছো। এক কৌটা দিয়েছ কি—আরে শাস্ত্রেই আছে (হাসি) "বিষস্য বিষমৌষধম্"। আছে না পণ্ডিত ?

মদন। হাঁ, হেমুরবির মতে বিচার "An eye for an eye and a tooth for a tooth (হাসি)—বিধবাদের জন্য তোমার উৎসাহ—হিন্দু ফিমেল এ্যান্নুয়িটির কি হ'ল পণ্ডিত ?

বিদ্যাসাগর। হবে হবে। দুর্গা, ঔষধ দিলে অথচ রোগী দেখলে না ?

দুর্গা। ডাক্তারের দর্শনী দিতে পারবে—

বিদ্যাসাগর। ফি দিতে পারবে না বলে তুমি যাবেনা ? সে গরীব।

দুর্গা। গরীব হওয়ায় গৌরব নেই। গরীবের জন্য ভগবান আছেন। রোগী দেখে ফি না নিলে ডাক্তারের মান থাকেনা।

বিদ্যাসাগর। পথ্য দেবার পয়সাটাও তার নেই। আমি একটা টাকা দিয়ে এসেছিলাম—তবেই না।

দুর্গা। তুমি তা পারো। কিন্তু আমরা কত দিন আর না খেয়ে পরের উপকার করতে পারি ? আমাদের তো—এই আয়—

বিদ্যাসাগর। তা ঠিক। আচ্ছা, আমি জোগার করে দেব।

মদন। অর্থাৎ নিজের টেক থেকে দেবে, এইতো দয়াময় ?

দুর্গা। (হেসে) না তোমার সঙ্গে ঠাট্টাও চলেনা।—এইতো রাগ করলে! আরে বাপু, তোমার সঙ্গে যখন আছি—তখন টাকার ভাবনা কি আর আছে! কৈ, আজ পর্য্যন্ত কাউকে সেধে টাকার কথা বলতে পারি নি ; সেই সুযোগ নিয়ে যারা দিতে পারে তারাও ফাঁকি দিচ্ছে। নিজের ঘরের

উনোন দু' একদিন জ্বলেনা—তাও দেখেছি, কই তবুতো তোমাকে ছাড়তে পারিনি।

মদন। ভূতে পেয়েছে ডাক্তারকে।—তা পণ্ডিত, তোমাদের দেশের বাড়ী নাকি আগুনে পুড়ে গেছে?

দুর্গা। পুড়ে যায়নি—পুড়িয়ে দিয়েছে।

মদন। ভালই হয়েছে। এইবার পণ্ডিতের কোঠা বাড়ী হবে।

বিদ্যাসাগর। (ম্লান হাসি) গরীব বামুনের কোঠাবাড়ী!—শুনলে লোকে হাসবে যে।—কোন রকমে মাথা গুজবার একটু স্থান মিললেই হোল। কিন্তু আমি ভাবি,—তা হবে—হয়তো আমারই ভুল।

মদন। ওঃ বাবা—ঐযে তর্কবাগীশ এইদিকেই আসছে—সহ্য হবেনা, পালাই। যাবে নাকি ডাক্তার?

দুর্গা। হাঁ, আমার আরো গুটি দুই রোগী দেখতে বাকি আছে। রাগ করলে পণ্ডিত? আমি কখনও টাকার জন্য রোগী দেখি নি বলতে পার? তবে?—তুমি যেমন বলেছ—

মদন। আর নয়, এস—

(মদন ডাক্তারকে টানিয়া বাহিরে নিয়া গেল। লাঠির উপর নুব্জদেহ বৃদ্ধ তর্কবাগীশ প্রবেশ করিল)

তর্কবাগীশ। (ব্যঙ্গের সুরে) পণ্ডিত বিদ্যাসাগর যে—

বিদ্যাসাগর। হাঁ। (পদধূলি লইল)

তর্কবাগীশ। কিন্তু এ তোমার কি উপদ্রব, বলতো?

বিদ্যাসাগর। কেন?—কি করেছি?

তর্কবাগীশ। কি করেছ? এই বিধবা বিবাহ—শেষ পর্য্যন্ত নিজের

একমাত্র ছেলেকে বিধবা বিবাহ দিলে। এত বাড়াবাড়ি?

বিদ্যাসাগর। অশাস্ত্রীয় নয়—। নারদ সংহিতায়—

তর্কবাগীশ। (ভ্রূকুটি করিলেন) থাম। আমাকে শাস্ত্রের উপদেশ দেওয়া তোমাকে শোভা পায়না ঈশ্বরচন্দ্র। সাধারণকে শাসন করার জন্য শাস্ত্র। কবে—কোন্ যুগে কি ছিল—তা মেনে—

বিদ্যাসাগর। (উত্তেজিত) কিন্তু সাধারণ লোক তো দূরের কথা, অনেক পণ্ডিত লোকই শাস্ত্রে না থাকলে গ্রহণ যোগ্য বিবেচনা করেন না—এমনি সংস্কার!

তর্কবাগীশ। বলি—খুব পণ্ডিত তো হয়েছো, কিন্তু জানো শাস্ত্র স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্ত্তনশীল। মানো একথা?

বিদ্যাসাগর। মানি বলেইতো আজ বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করছি।

তর্কবাগীশ। কোন্ যুক্তিতে শুনি?

বিদ্যাসাগর। সতীদাহ প্রথায় দেশে যে অনাচার ও অত্যাচার হয়েছে, সে কারো অবিদিত নেই। তার কুখ্যাতি আমাদের সভ্যতা ও স্মরণাতীত কালের ঐতিহ্যকে কলুষিত করেছে। স্বীকার করেন সে কথা?

তর্কবাগীশ। মানলুম। সতীদাহ আদিম দাসজীবনের বিকৃতরূপ। মিশরীয় ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন।

বিদ্যাসাগর। রাজা রামমোহন ও কতিপয় সংস্কার প্রয়াসী এদেশবাসী—বৃটিশ আইনের সাহায্য নিয়ে তাকে রোধ করেছে। কিন্তু ফল কি হয়েছে? সমাজ আজ দুর্নীতি আর কলঙ্কে ডুবে আছে। তার দোষ নেই। ঐটুকু করতেই তাকে দেশ থেকে নির্ব্বাসন নিতে হয়েছিল। হায় হতভাগ্য রাজা! কি অভাগা দেশে জন্মেছিলে—শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত স্বদেশে ফেলতে

পারলেনা।

তর্কবাগীশ। তার জন্য আমরা দায়ী ?

বিদ্যাসাগর। আমাদের অশিক্ষা, আমাদের অন্ধ সংস্কার। আদিম মনোবৃত্তি আমাদের আজও যায় নি। আমাদের উচ্চাদর্শের আলোক আজ সংস্কারের ঠুলির ভেতরে মাথা ঠুকছে। তাই আমাদের সমাজ দেহে এত পঙ্কিলতা—আবিলতা। তাই ঘরে ঘরে আজ ভ্রূণহত্যা, নারী নির্য্যাতন—পাপের অন্ত নেই।

তর্কবাগীশ। এই বিধবা বিবাহেই কি সব পাপ সংসার থেকে দূর হয়ে যাবে মনে কর ? ঈশ্বর, এ তোমার পাগলামী; এ পাগলামী ছাড়ো। নয়, এত বিদ্যা সত্ত্বেও তুমি তলিয়ে যাবে।

বিদ্যাসাগর। যদি ডুবি আপত্তি নেই—এর শেষ দেখে যাবো।

তর্কবাগীশ। তোমার "ঘাড় কেঁদো" অপবাদ মিথ্যা নয়।

বিদ্যাসাগর। আপনারা আশির্ব্বাদ করুন—

তর্কবাগীশ। আশির্ব্বাদ ? এই অহিন্দু আচরণে সমাজের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করে তুমি আমাদের আশির্ব্বাদ আকাঙ্খা কর। উপরের দিকে চেয়ে দেখ, স্বর্গগত তোমার পিতৃ-পুরুষ কি অভিসম্পাৎ দিচ্ছেন। তাঁদের ক্ষুৎ কাতর আত্মা পিণ্ড লুপ্তির ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে পরলোকে। একবিন্দু তর্পনের জল থেকে তুমি তাঁদের বঞ্চিত করবে—তৃষ্ণায় তাঁদের বুক ফেটে যাবে। তাঁরা তোমায় অভিশাপ দেবে—কঠিন অভিশাপ!

(এই সময়ে বাচস্পতি প্রবেশ করিল)

বাচস্পতি। তর্কবাগীশ, কিসের কথা বলচো ? কে অভিশাপ দেবে ?—কেন ? কাকে ? না না, অভিশাপ দেওয়া গুরুতর অন্যায়।

তর্কবাগীশ। তুমি এসে জুটেছ বাচস্পতি—তোমার কীর্ত্তিমান্ বিদ্বান্

ছাত্রের সঙ্গে! তবেই হয়েছে। ধ্বংশ হয়ে যাবে। এ বিদ্যা তোমার অপকীত্তি অপযশ ঘোষণা করবে।

(সরোষে তর্কবাগীশের প্রস্থান)

বাচস্পতি। বাবা ঈশ্বর!

বিদ্যাসাগর। (প্রণাম) এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

বাচস্পতি। শোভাবাজারের রাজবাড়ী। রাধাকান্ত দেবের নিকট কিছু বার্ষিক পাই বাবা।

বিদ্যাসাগর। ওঃ!

বাচস্পতি। রাজা রাধাকান্ত দেব হিন্দুকুল-চুড়ামণি। তিনি পণ্ডিতদের যথেষ্ট মান্য ও সমাদর করে থাকেন। তিনি নিজেও পণ্ডিত ব্যক্তি।

বিদ্যাসাগর। (রুক্ষস্বরে) হাঁ।

বাচস্পতি। শুনেছি তোমার বিধবা বিবাহ বিষয়ক শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শুনে তিনি প্রশংসা করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর। প্রশংসা করেছিলেন—কিন্তু গ্রহণ করেননি।

বাচস্পতি। গ্রহণ করবার মত মনের উদারতা সকলের থাকে না। আমরা সংস্কারবদ্ধ জীব; মায়া মোহে আচ্ছন্ন—

বিদ্যাসাগর। বিদ্যা অন্ধ অজ্ঞানতা দুর করে—

বাচস্পতি। তা সত্য। তোমার বিদ্যা শিক্ষা সার্থক। এই জন্যেই তো বলি—তুমিই ঈশ্বর।

বিদ্যাসাগর। (লজ্জিত হইল, উত্তর দিলনা)

বাচস্পতি। কিন্তু তাও বলি,—তুমি কেন একা একার্য্যে অগ্রসর হলে? একাজ ভাল হয়নি।

বিদ্যাসাগর। (হেসে) যখন আরম্ভ করেছিলাম, তখন কি আর একা

ছিলাম? অনেক লোকে মিলে মিশে একাজে হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু যারা মায়ের ব্যাটা তারা চুপেচুপে ঘরে ফিরে গেল, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে। আর আমি বাপের ব্যাটা—কাজেই ধরা পড়ে গেলাম।

(লাঠিসহ কয়েকজন গুণ্ডার প্রবেশ)

১ম। তোমাকেও মায়ের ব্যাটা হয়ে ঘরেই ফিরতে হবে।

২য়। হাঁ, এবার ভালয় ভালয় ঘরমুখো হও চাঁদ।

৩য়। ও সব বিধবার বিয়ে এদেশে চলবে না। এ বিলেত নয়। আমাদের খৃষ্টান করবে ভেবেছ? লাট দরবারে গতায়াতে আইন দু'টো থেকে চারটে হ'তে পারে, কিন্তু মানুষের মন কি আইনের তোয়াক্কা রাখে?

১ম। আমরা বেঁচে থাকতে, এমন অধর্ম্ম হতে দেবো না।—আমরা সহ্য করবো না। জাতকে বাঁচতে হবে।

বিদ্যাসাগর। (বিদ্রূপের হাসি) ধর্ম্মের একচেটে পাণ্ডা সব!

২য়। হাঁ, তোমার বিদ্যা—তোমার দান আমরা স্বীকার করি।—কিন্তু এমন অশাস্ত্রীয়—সমাজদ্রোহীর মত কথা বললে তোমাকেও আমরা ছাড়বো না।

বিদ্যাসাগর। তাই বটে!

৩য়। ও সব বুজরুকি ছাড়ো। বিধবা বিবাহ আইন করার উৎসাহ কেন—সেতো বুঝাই গেছে। পুত্রটীর জাত মান দুই রক্ষা হয়েছে। এই বুড়ো বয়সে নিশ্চয়ই আর তেমন মতলব নেই—

১ম। মতলব ছাড়াতে আমরা জানি।

(লাঠিটা মাটিতে ঠুকিল)

বিদ্যাসাগর। (উচ্চৈঃস্বরে বিদ্রূপের হাসি) আমার পিতামহী নিজের জিদের জন্যে স্বামীর ভিটে ত্যাগ করেছিলেন, নিজে সূতো কেটে সন্তান পালন করেছেন, পরে স্বামীও তাকে সে ভিটেয় ফিরিয়ে নিতে পারেন নি। শুধু জিদের বসে— বুঝেছ? আমি সেই পিতামহীর স্বগোত্র—তার খানিকটে রক্ত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। রামজয় বাড়ুয্যের নাতীকে ভয় দেখিয়ে মাথা নত করবে, তোমরা?

২য়। ভয় দেখাতে আমরা আসি নি। এ কাজ থেকে নিবৃত্ত হলে আমরাই মাথা নত করে থাকবো।

বিদ্যাসাগর। রামজয় ঠাকুর মাথা নোয়াতে হবে বলে—জমিদারের নিস্কর বহ্মোত্তর পর্য্যন্ত গ্রহণ করেননি।

৩য়। মাথা না নোয়ালে মাথা খোয়াবে। আমরা প্রস্তুত হয়েই এসেছি (লাঠি আস্ফালন)

বিদ্যাসাগর। কি, আমাকে ভয় দেখাবে তোমরা? আমার পিতামহ রামজয় শর্ম্মা, একা একটা বাঘকে লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে মেরেছিলেন—আর তার নাতি আমি।—

১ম। আহা! চটো কেন? এই ঠন্‌ঠনে, মায়ের সামনে—জাগ্রত মা আমাদের—দুষ্কৃতের বিনাশে—

বিদ্যাসাগর। (রেগে) কি?—এতদূর? মদন মণ্ডলের লাঠির শিষ্য আমি। কাউকে ভয় করিনে—কৈ রে ছিড়ে? সঙ্গে আছিস্ কি? (শ্রীমন্ত আড়াল হইতে লাফ দিয়া সম্মুখে আসিল, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি)

শ্রীমন্ত। তুমি চলনা কর্ত্তা। কে আসে আমি দেখছি। তুমি চলে যাও, চাকর সঙ্গে আছে।

(শ্রীমন্ত লাঠির মাথায় নমস্কার করিল)

(সকলের ভীত ভাব)—

১ম। এঁ্যা—আচ্ছা বেশ, দেখা যাবে।

(সকলে ইতস্ততঃ করিয়া সরিয়া গেল)

শ্রীমন্ত: দেখেছো কর্ত্তা— ব্যাটারা বড় বেইমান !

বিদ্যাসাগর। শ্রীমন্ত, ওরাই আমার অজ্ঞ মূর্খ দেশবাসী, আমি ওদের ভালবাসি.

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

হ্যালিডে সাহেবের বহির্কক্ষ। বিদ্যাসাগর ও মিঃ মার্শেল কথোপকথন করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।

বিদ্যাসাগর। (উত্তেজিত) গর্ডন ইয়ং সেদিনের ছোকৃড়া, হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছি, তার এত বড় কথা?— বলে কিনা, You must! You must! না, আমি আর এ কাজ করবো না মিঃ মার্শেল।

মিঃ মার্শেল। (ঈষৎ হাসি) কি হ'ল পণ্ডিত?—অত উত্তেজনা কেন?

বিদ্যাসাগর। কি হয়েছে!—আমাকে বলে সাটক্লিপ সাহেবের কাছে যেতে—কাজ শিখতে! আমাকে বলে—যে সব বিদ্যালয় গড়েছি, তার টাকা দেবে না।

মিঃ মার্শেল। মিঃ ইয়ং কি করবে? সরকার যদি মঞ্জুর না করে—

বিদ্যাসাগর। চাইনে আমি টাকা। আমার নিজ থেকেই এ টাকা যাবে; একে আমি অপব্যয় মনে করিনে। কিন্তু সাটক্লিপ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পারবো না। কেন দেখা করবো?

মিঃ মার্শেল। কি করবে? চাকরী ছেড়ে দেবে?

বিদ্যাসাগর। তাই দেবো।

মিঃ মার্শেল। (হাসি) তা হ'লে স্যার জেম্‌স কেলবিনের উপদেশই নিচ্ছ?— উকিল হবে বুঝি?

বিদ্যাসাগর। (গম্ভীর) না, অধিক টাকা পেলেও অমন ঘৃনিত কাজে

আমার প্রবৃত্তি নেই। আমি আবার পুস্তক প্রণয়নে মন দেবো।

(মিঃ হ্যালিডে দু'তিন জন অনুচর সহ ঢুকিলেন —কাহারও হাতে বেজণী, কাহারও হাতে হুকা. ইত্যাদি। দুইজনেই দাঁড়াইয়া সম্মান দেখাইল)

মিঃ মার্শেল। Good morning, sir. (হাত বাড়াইয়া কর-মর্দন করিলেন)

হ্যালিডে। Morning, Mr Marshall. (ম্লান হাসি) নমস্তে পণ্ডিত। (হাত কপাল স্পর্শ করিবার ভঙ্গি করিলেন)

বিদ্যাসাগর। (বিব্রত) নমস্কার—স্যার।

হ্যালিডে। তোমার পদত্যাগ পত্র পাইয়াছি, পণ্ডিত—But, তোমাকে উহা ফিরাইয়া লইতে অনুরোধ করি।

বিদ্যাসাগর। (তীব্রভাবে) না, যে কাজ মন দিয়ে করতে পারবো না, শুধু টাকার জন্য আমি রাজী হতে পারি না।

হ্যালিডে। I Know—তুমি সব দান কর, কিছুই নিজের জন্য রাখ না। চাকরী ছাড়িয়া খাইবে কি?

বিদ্যাসাগর। (স্তিমিত হাসি) ডাল ভাত।

মিঃ মার্শেল। (হাসি) তাইবা জুটবে কি করে?

বিদ্যাসাগর। এখন দুবেলা খাই, তখন না হয়—এক বেলা খাবো। তাও না জোটে, একদিন অন্তর খাবো! আমার পিতা অতি কষ্টে আমাদের পালন করেছেন, কতদিন তাঁর আহার জোটে নি—তবু আত্ম-সম্মান বিক্রয় করেন নি। আমিও অর্থের পরিবর্তে আত্ম-সম্মান বিক্রয় করতে পারি না, মিঃ মার্শেল।

হ্যালিডে। বিধবা বিবাহ প্রচলনে তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ। তোমার পুস্তক বিক্রয়ের আয় দরিদ্র-সেবায় নিঃশেষ হয় বন্ধু বান্ধবের কাছে যথেষ্ট ঋণীও আছো। এ মতাবস্থায় চাকরী পরিত্যাগ নিতান্ত অনুচিত মনে করি।

রেঃ ব্যানার্জি। (পরদার বাহির হইতে) May I come in, sir?

(রেঃ কৃষ্ণমোহন ও মিঃ বেথুন প্রবেশ করিল)

Good morning, Sir (করমর্দ্দন) Good morning, Mr Marshall (করমর্দ্দন) Hallo Pandit, you are here!

মিঃ বেথুন। Good morning, sir

হ্যালিডে। তুমি যে সমাজ সংস্কারের কাজে লিপ্ত আছো—অর্থাভাবে উহাও ব্যাহত হইবে, এবং নিজেও ক্লেশ পাইবে। অতএব আমাদের অনুরোধ শোন।

রেঃ ব্যানার্জি। কিসের অনুরোধ পণ্ডিত?

মিঃ মার্শেল। বিদ্যাসাগর চাকরি ত্যাগ করিবেন মনস্থ করিয়াছেন—

রেঃ ব্যানার্জি। What! চাকুরি ছাড়বে! Why? Such a good job of seven hundred per month! Oh, no—কেন? খাটুনি? হাঁ, এতো ভগবানের অভিশাপ, In the sweat of thy face shalt thou eat thy bread! Amen.

(হাত বাড়াইলেন)

মিঃ বেথুন। ---সংসারে টাকার বড়ই দরকার পণ্ডিত।

রেঃ ব্যানার্জি—Yes money is sweeter than honey.

বিদ্যাসাগর। (গম্ভীর) মহাশয় যদিও আপনাদের অনুরোধে একটু চিন্তা

করতাম, কিন্তু যখন টাকার লোভ আর বিপদের ভয় দেখাচ্ছেন, তখন ও পদ গ্রহণ করতে পারি না। ঐ যে ছেড়ে দিয়েছি, ঐ চরম সিদ্ধান্ত।

মিঃ বেথুন : বালিকা বিদ্যালয়ের ঋণ — কি প্রকারে পরিশোধ হইবে ?

রেঃ ব্যানার্জি। Sentimental—ও—হো—no good,

(মাথা নাড়িতে লাগিল)

হ্যালিডে। বিদ্যালয়ের জন্য টাকা এখন দিতে পারিব না। পালিয়ামেণ্টে কনসারভেটিভ দল প্রবল। লর্ড এলেনবরাকে আমি লিখিয়াছিলাম, তিনি বিদ্যালয় তুলিয়া দিতে আদেশ দিয়াছেন। বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য টাকা ব্যয় করিতে রাজি নহেন।

বিদ্যাসাগর। (বিদ্রূপে) সরকার সাধারণের শিক্ষার জন্য ব্যস্ত নয়।— কেরানি তাদের প্রয়োজন।

রেঃ ব্যানার্জি। (হাসি) Pandit, you are speaking treason. You know Black Act ?—

মিঃ মার্শেল। সরকারের তেমন ইচ্ছা থাকলে ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠা করিত না।

মিঃ বেথুন। বালিকা বিদ্যালয় আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে, পণ্ডিত।

মিঃ হ্যালিডে। বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ তোমাকে যথারীতি কাগজ পত্রে দেই নাই সত্য, তবু আদালতে অস্বীকার করিতে পারিব না। তুমি আমার নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে পার। ঐ টাকা দিতে আমি বাধ্য হইব।

বিদ্যাসাগর। (উত্তেজিত) আমি কখনও কাহারো নামে নালিশ করি নি — আপনার বিরুদ্ধেই বা কি প্রকারে অভিযোগ

করবো? প্রয়োজন হলে টাকাটা আমি ঋণ করে পরিশোধ করবো। (অনুযোগের সুরে) আপনার কথা বিশ্বাস করে মফঃস্বলে বালিকা বিদ্যালয় করেছি, শিক্ষকগণকে কয়েক মাসের বেতন না দিয়ে কিরূপে জবাব দেব?—

রেঃ ব্যানার্জি। May I give you a piece of advice? তুমি তা'হলে school-গুলি immediately dissolve করে দাও, বলে দাও—Govt regrets.

(টানিয়া হাসি)

বিদ্যাসাগর। তা হয় না কৃষ্ণমোহন, আমি যে গুলো স্থাপন করেছি, সাধ্য মতো সে গুলো রক্ষা করব।

রেঃ ব্যনার্জি। But—how?

বিদ্যাসাগর। ঐ টাকা আমি ঋণ করে শোধ দেব।

রেঃ ব্যানার্জি। That's noble of you!

(এই সময়ে বাহিরে গোল উঠিল)

হ্যালিডে। What? চাপরাশী—

(চাপরাশী ঢুকিয়া সেলাম দিল)

ক্যা হুয়া? এতনা হল্লা কাঁহে? What is the matter?

চাপরাশী। (হাসি চেপে) হারাধন চাপরাশী আর বাবুতে—তকরা হচ্ছে—

হ্যালিডে। What? ওঃ—বহুৎ আচ্ছা—ইধার ভেজ।

(চাপরাশী সেলাম দিয়া বাহিরে গেল। মতিবাবু ও হারাধন চাপরাশী ঢুকিয়া উবু হইয়া হাত জোর করিল)

মতিবাবু। Good morning, sir.

হ্যালিডে। কি হইয়াছে হারাধন ?

হারাধন। সাহেব, এ আমার ছেলে আছে—হামারা লেড়কা—

হ্যালিডে। লেড়কা—Son—তুমি কি বলিতেছ ?

রেঃ ব্যানার্জি। What ? Whom do you mean ?

বিদ্যাসাগর। হারাধন খুড়ো—না—? কার কথা বলছো ?—এই বাবু—?

হারাধন। হাঁ, বাবা। এতদিন আমি জানতাম না। আজই সেকথা জেনেছি।

হ্যালিডে। —কি প্রকারে জানিয়াছ ?

রেঃ ব্যানার্জি। How ?—What a funny thing! What a queer world we live in!

মতিবাবু। এ অসম্ভব! আমি বন্দ্যোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ—আর ও হারাধন দাস—বল্‌ছে আমি ওর ছেলে—হুজুর এ বেয়াদপির শাস্তি দিতে হবে। এটা কি পাগলামির যায়গা ? আমার প্রেষ্টিজ আছে। I has......

মিঃ মার্শেল।—এ সব কি ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না পণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর। আমারও ধারণাতীত। বলোতো খুড়ো কি করে জানলে—এ তোমার ছেলে ?

হারাধন। অনেক দিন থেকে এ সন্দেহ আমার ছিল। কতদিন—কত অযুহাতে আমি অতি নিকটে গিয়ে দেখেছি. দেখতেও আমার ভাল লাগতো।

রেঃ ব্যানার্জি। So, you say......

মিঃ মার্শেল। তাতে কি হ'লো ?

হারাধন। আমার স্ত্রী তার একমাত্র পুত্র নিয়ে দেশত্যাগী হয়ে যায়;— দোষ আমার নয়, আমাদের সমাজের। বিবাহের জন্য মেয়ে— যথেষ্ট আমাদের নেই; একদল লোক—নৌকায় ভরে অনেক মেয়ে নিয়ে আসে বিক্রী করতে—তাদের জাত বিচার বড় চলে না, রূপ দেখে রূপার তারতম্য হয়। আমার স্ত্রীকে আমি তাদের দল থেকেই সংগ্রহ করি—নগদ তিনকুড়ি পাঁচ টাকা দিয়ে—

রেঃ ব্যানার্জি। "God created man in His own image······ And the rib, which the Lord God had taken from man, made He a woman ·····" Amen!

(আশির্ব্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলিলেন)

মিঃ বেথুন। রোমেও ছিল এরূপ দাস ব্যবসা! তাদের হাটে বিক্রী হ'তো।

হারাধন। কিন্তু একটী সন্তান হওয়ার পরে ঘটনাচক্রে প্রকাশ পেল— আমার স্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ-বংশের কুলীনের মেয়ে। অর্থের অনটনে পাত্র জুটে নি,—তাই লোকনিন্দার ভয়ে তাকে গোপনে "ভরার" দালালের হাতে সমর্পন করে। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরেই সেই পুত্রটী নিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মিঃ বেথুন। —এই দাস-মনোভাব শিক্ষাদ্বারা দূর করিতেই হইবে পণ্ডিত।—মেয়েদের শিক্ষা না হইলে—স্বাধীনতা না পাইলে জাতির উন্নতি হইবে না।

মিঃ মার্শেল। (ঈষৎ হাস্যে) কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, মেয়েরা প্রথম বয়সে পিতা মধ্যম বয়সে স্বামী ও শেষ বয়সে

পুত্রের অধীন।—তাই না? তারা কখনই স্বাধীন নয়। তাই সমাজে তাদের সম্মান নেই।—তারা 'দাসী' পদ বাচ্য।

বিদ্যাসাগর। (উত্তেজিত) না, কখনই নয়। 'দাসী' সকলে লেখেও না মিঃ মার্শেল।

হ্যালিডে। well—হারাধন?

হারাধন। কাল আমার মিতা কাশী থেকে ফিরে এসে এই খবর দিলে। আমার স্ত্রী—এর গর্ভধারিণী কাশীতে আছেন। সেই তার সন্তানের সন্ধান দিলে। আমার মিতা আমার স্ত্রীকে চিনতো।

মতিবাবু। (দুর্ব্বলভাবে) না, এ কথা সত্য নয়। এর মধ্যে ষড়যন্ত্র আছে। —আমি বিশ্বাস করিনে—I—Brahmin, Sir……

হারাধন। না, আমি মিথ্যে বলছিনে বাবা—কোন স্বার্থ আমার নেই—

মতিবাবু। না না, তা হতে পারে না। তোমাকে আমি কিছুতেই পিতা বলে স্বীকার করতে পারবো না। —না না—একটা…

(মতিবাবু উন্মাদের মত বাহিরে গেল)

হারাধন। স্বীকারের প্রয়োজন কি? -আমিই বা সে স্পর্দ্ধা করবো কেন?—আমি যে ছোট—একটা অন্ত্যজ…

(বাহিরে গেল)

মিঃ মার্শেল। এই সমাজ ব্যবস্থাকে কোন মতেই আদর্শ বলা যেতে পারেনা।

মিঃ বেথুন। নারী জাতির প্রতি এযে প্রত্যক্ষ অত্যাচার—

রেঃ ব্যানার্জি নারী জাতিকে আমরা বাজারের পণ্যের মতো বিক্রয় করেছি—তাই এই পরাধীনতা থেকে আমাদেরও মুক্তি নেই।

(বিদ্যাসাগর মাথা নত করিয়া রহিলেন।
চাপরাশী প্রবেশ করিয়া সেলাম দিল)

হ্যালিডে। (ঘড়ির দিকে তাকাইল) Oh, I am sorry, মিসেস হ্যালিডে বসে আছেন। I must go now...... (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) Good day, gentlemen...

(হ্যালিডে বাহিরে গেল)

মিঃ বেথুন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর কিছু বলিতেছেন না যে—

(সকলেই তাঁর দিকে তাকাইল)

বিদ্যাসাগর। (অত্যন্ত ম্লানভাবে) আমাকে ক্ষমা করুন মিঃ বেথুন।

মিঃ বেথুন। (ক্ষণেক নীরবতার পরে)—তা নয় পণ্ডিত বিদ্যাসাগর—আমি বলিতেছিলাম, মেয়েদের শিক্ষা এদেশে একান্তই দরকার।

রেঃ ব্যানার্জি। Absolutely.

(বাহিরে গোল শুনা গেল—এক উন্মাদিনী নারী প্রবেশ করিল। পেছনে চাপরাশী)

উন্মাদিনী। লাট সাহেব—লাট সাহেব কৈ -(মিঃ মার্শেলকে) তুমি বুঝি লাটসাহেব?

মিঃ মার্শেল। (উঠিয়া) না মা, লাট সাহেবকে তোমার কি প্রয়োজন?

উন্মাদিনী। প্রয়োজন আছে—আমার নালিশ আছে।

মিঃ মার্শেল। —তোমার কিসের নালিশ মা?

মিঃ বেথুন। She is mad.

(বিদ্যাসাগর এক দৃষ্টিতে দেখিতেছিল)

বিদ্যাসাগর। তুমি কি চাও মা?

উন্মাদিনী। আইন হলেই সমাজ তা গ্রহণ করেনা।—আর আইন মনেরও

পরিবর্ত্তন করতে পারেনা।

রেঃ ব্যানার্জি। তা ঠিক।—But…

উন্মাদিনী। (হাত তুলিয়া বাধা দিল) চুপ—বকোনা। শোন। দেখেছো কখনও সামনে দাঁড়িয়ে—মেয়েকে অনাহারে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করতে? দ্বারে দ্বারে সে অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য ভিক্ষা করে বেড়িয়েছে। দেয়নি—কেউ দেয় নি। সকলে দূর দূর—করে তাড়িয়ে দিয়েছে। বস্ত্রাভাবে লজ্জায় বের হতে পারতো না।…অথচ—

রেঃ কৃষ্ণমোহন। Mother India!

উন্মাদিনী। আমার স্বামী,—একদিন সে অগ্নি আর শালগ্রামশিলা সামনে নিয়ে শপথ করে গ্রহণ করেছিল; কিন্তু পিতা কৌলিন্য মর্য্যাদা দিতে পারেন নি—সেই অপরাধে আশ্রয় পাইনি।… কিন্তু সন্তানের কি অপরাধ!—এমনি হতভাগ্য সে—

মিঃ মার্শেল। আমরা ইহার কি প্রতিকার করিতে পারি?

মিঃ বেথুন। নারীদের শিক্ষার জন্য আমরা স্কুল খুলিয়াছি। তাহাদিগকে আর শুধু স্বামীর উপর নির্ভর করিয়া জীবন চলিবে না।

উন্মাদিনী। বিধবা মেয়েটীকে নিয়ে কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই ছিলনা।—সোমত্ত মেয়ে! অনুপায় দেখে বিদ্যাসাগরের পরামর্শেই—তাকে বিয়ে দিয়েছিলাম।

(সকলে উৎসুক হইল)

বিদ্যাসাগর। কি? কি বললে?

উন্মাদিনী। (হতাশায়) কিন্তু ভাগ্য সঙ্গে সঙ্গে চলে। বিবাহের পরেই স্বামী অসুখে পড়লো—আর যত গঞ্জনা মেয়ের উপর বর্ষণ হতে লাগলো—অলুক্ষুণে, স্বামী-খাগী! শেষে স্বামীও তাকে

হতভাগি বলে গালি দিলে —। মেয়ে তা সহ্য করতে পারলে না —আত্মহত্যা করলে।

মিঃ বেথুন। Temporary insanity!

মিঃ মার্শেল। সংস্কার! কিন্তু আমরা কি করতে পারি মা?

উন্মাদিনী। কি আর করবে! —তাই বলতে এসেছিলাম সাহেবকে। আইন করে সমাজ শাসন চলেনা,—আর আইনে মনেও পরিবর্ত্তন আসেনা।—তা' না হলে, মেয়েটা আত্মহত্যা করে! সমাজ তাকে তিলে তিলে জ্বালা দিয়ে মেরেছে। বিদ্যেসাগরকে পেলে এ কথাটা বলতাম—

বিদ্যাসাগর। মা- -

উন্মাদিনী। তুমি--তুমি কে—?

বিদ্যাসাগর। (সজল চোখে) আমি—আমিই বিদ্যাসাগর –

(মাথা নত করিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রভাত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর বিছানায় উঠিয়া বসিয়া দেয়ালস্থ পিতামাতার ছবির উদ্দেশ্যে দুই হাত তুলিয়া কপাল স্পর্শ করিলেন।···

বিদ্যাসাগর। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—ছিঁড়ু—

শ্রীমন্ত যাচ্ছি গো বাবু। (প্রবেশ করিল)

বিদ্যাসাগর। নিধি এসেছিল? নিধে?

শ্রীমন্ত। হাঁ- এসেছিল।

বিদ্যাসাগর। আমায় না বলে চলে গেল ?

শ্রীমন্ত। ডাকতে চেয়েছিল—আমি বারন করেছি, করবো না ?

বিদ্যাসাগর। কেন ?

শ্রীমন্ত। রাত দুটো তিনটেয় এসে শোবে, আবার যদি অত ভোরে জাগতে হবে--শরীর সইবে কেন ? বইবে কিকরে ?

বিদ্যাসাগর। বলে কি ব্যাটা ?—তুই যে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌লি—ওর ভাইটে অসুখে মর-মর—

শ্রীমন্ত। তা তুমি কি করবে ?

বিদ্যাসাগর। হাঁ—দুর্গা-ডাক্তার এসেছিল—?

শ্রীমন্ত। কাল সে বলে গেছে, তুমি যদি অমন রাস্তা ঘাট থেকে রোগী কুঁড়িয়ে বেড়াও—সে সাম্‌লাতে পারবে না।

বিদ্যাসাগর। কি করবো বল শ্রীমন্ত, লোকটা পথে পড়ে মারা যাচ্ছিল—

শ্রীমন্ত। তোমার মাথা ভাঙ্‌তেও তো এরাই চেয়েছিল।—তা কাল অত রাত্রি ছিলে কোথা ?

বিদ্যাসাগর। দেখ্‌ শ্রীমন্ত, আমি কারো এতটুকু উপকার করি নি ?—কাউকে বিপদে ধার দিই নি ? বলতো তুই—কিন্তু কাল কার কাছে না হাত পেতেছি। কেউ বলেছে—নাই, কেউবা বলতে লজ্জা পেয়ে পাশ কাটিয়েছে। (রেগে) হাঁ, আমি এদের দেখে নেবো আবার আসবে না ? যত সব পাজি জুচ্চোর—

শ্রীমন্ত। আমিও তো তাই বলি দাদাবাবু—ওরা সব সয়তান। "যার খায়—যার পরে—তারি বুকে ছোড়া মারে।"—

বিদ্যাসাগর। (বিছানা ত্যাগ করিলেন) আমি এদের শাস্তি দেব—কঠিন শাস্তি—

(চাদর কাঁধে ফেলিল)

শ্রীমন্ত। ও কি ? বাইরে যাচ্ছো ?

বিদ্যাসাগর। বুঝলি শ্রীমন্ত—মানুষ মরছে—তখনও সংস্কার।—ভীমের বিধবা মৃত্যু সময়েও একফোঁটা ওষুধ নিলেনা। বল্লে, দাদা-ঠাকুর—এক ছিঁটে চরণের ধুলো দাও, ও পাপ-ওষুধ খেয়ে শেষ সময়ে আর জাতি দেই কেন ?...

(চটি পায়ে দিল)

শ্রীমন্ত। একি তোমার মতলব গো—?

বিদ্যাসাগর। আঃ অমন হাতীর মত ভাইটে যদি না বাঁচে !—নিধের ভাই কেমন আছে ?

শ্রীমন্ত। (রেগে) আমি কি জানি ?

বিদ্যাসাগর। জানিস্‌নে,—জিজ্ঞেস করিসনি হতভাগা ? তবে নিজের বিদ্যে ফলাতে যাও কেন ?

শ্রীমন্ত। কাল অত রাত্রে ফিরলে—ভাত তেমনি ঢাকা পড়ে আছে। আজও কি আর রান্না চড়বে না ?

বিদ্যাসাগর। কেন ?—নিশ্চয়ই হবে—এই আমি চট করে আসছি—

(নারায়ণ সঙ্কুচিত ভাবে প্রবেশ করিল)

বিদ্যাসাগর। নারায়ণ কি মনে করে ?

নারায়ণ। একটু প্রয়োজন ছিল—

(শ্রীমন্ত প্রস্থান করিল)

বিদ্যাসাগর। তা বুঝতে পেরেছি—। কিন্তু টাকা আমি আর দিতে পারবো না। টাকা আমার নেই। তোমার দেহ কি ভাল নেই ?—অমন উস্ক খুস্ক কেন ? তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই কানে আসছে—কিন্তু বিশ্বাস করি নি। তোমার

মুখভার নত-দৃষ্টি আমার ভাল লাগছে না। কি বলবে বল।

নারায়ণ। বলতেই তো এসেছিলাম কিন্তু আপনি বেরুচ্ছেন—

বিদ্যাসাগর। হাঁ—না, আমি আর পারিনে।

নারায়ণ। আমার শরীরও ভাল নেই।

বিদ্যাসাগর। তা আমি কি করবো?—ডাক্তার বদ্যি দেখিয়েছ?

নারায়ণ। আমি কিছুদিন বাইরে থাকতে চাই—।

বিদ্যাসাগর। তা বেশ, বৌমাকে সঙ্গে করেই যাও।

নারায়ণ। না।

বিদ্যাসাগর। না—কেন? নারায়ণ—তাহলে যে কথা শুন্‌ছি—সত্য?—তুমি বৌমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছো না।

নারায়ণ। বিবাহের পর থেকেই আমি অসুখে ভুগছি।

বিদ্যাসাগর। ওঃ - নারায়ণ, তুমি যেদিন বিবাহের অনুমতি চেয়েছিলে—সেদিন নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বিবেচনা করেছিলাম। কিন্তু শিক্ষাও কুসংস্কার থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে পারেনি। আমার ধারনা তুমি এমনি করেই ভেঙে দিলে—

(মদনমোহন ও রাজকৃষ্ণ প্রবেশ করিল)

মদন। পাখী সব করে রব রাত্তি পোহাইল—(হাসি)

... ...

উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ,

আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।

বিদ্যাসাগর। এস মদন। (ম্লান হাসি) ঈশ্বরচন্দ্রের রাত অনেকক্ষণ পোহাইয়াছে।

রাজকৃষ্ণ। নারায়ণ যে! হঠাৎ?

নারায়ণ। না—হ্যাঁ, একটু কাজ ছিল—(ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত) আমি এখন যাই—।

(নারায়ণ প্রস্থান করিল)

বিদ্যাসাগর। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল) নারায়ণ বল্‌ছিল—বিবাহ করেই সে অসুখে ভুগছে। আমি শুনেছি বৌমার সঙ্গেও বনিবনা হচ্ছে না।

রাজকৃষ্ণ। শ্রীশচন্দ্রও বিবাহের পরে এই কথাই বল্‌ছে। অথচ সকলেই স্ব-ইচ্ছায় বিয়ে করেছিল! হ'ল কি এদের!

মদন। সংস্কার। "অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুচ্যতে।" (ম্লান হাসি)

বিদ্যাসাগর। আমি তাকে ক্ষমা করবো না মদন। যদি পুত্রকে ত্যাগ করতেও হয়, তবু এমন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারি না।

মদন। (উচ্চ হাসি) 'পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্"—

(তিনকড়ি বাবু প্রবেশ করিল)

তিনকড়ি। বল্‌তে পার বিদ্যাসাগর কোথায় থাকে? I mean that old fool. (রুমাল ঝাড়লে)

বিদ্যাসাগর। (নাক মুখ লাল হইল) তুমি—তোমাকে কখনো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না তো।

মদন। বিদ্যাসাগরকে তোমার কি দরকার? সাগরের দেখা কি মরুভূমিতে পাবে! (হাসি)

তিনকড়ি। (বিরক্তিতে) রসিকতা রাখো। আমার জরুরী প্রয়োজন—I mean, I need him. বিদ্যাসাগর কোথায় থাকে? আমার দু'মাসের টাকা পাইনি—কি করে চলে?

বিদ্যাসাগর। দু'মাসের টাকা!

রাজকৃষ্ণ। বিদ্যাসাগর ধারেন বুঝি?

তিনকড়ি। ধারবেন কেন?—মাসোহারা। (রুমাল ঝাড়লে)

রাজকৃষ্ণ। ও—

তিনকড়ি। নিয়ম মত না পেলে কষ্ট হয়। I mean—

বিদ্যাসাগর। টাকা না পেলে কষ্ট হবেই তো।

তিনকড়ি। তোমার বিবেচনা আছে। বিদ্যাসাগরকে ভাল লোক বলেই জানতাম—না, এ ভারী অন্যায়—I mean—

রাজকৃষ্ণ। পোষাক দেখে অর্থের অভাব আছে মনে হচ্ছে না তো—

তিনকড়ি। বলো কি!—ও জামাটা দেখে বলছো? সে বার কনে দেখতে যাবার সময় তৈরী করিয়েছিলাম। এই একটিই মাত্র। আজও সে ধার ধারি। তার সুদ পর্যান্ত গুনছি রামধনকে। আমাদের রামধন মুদীকে চেন না?

মদন। "হে রাজন্, যাহারা চিত্র বসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিত কুন্তল, এবং মহাপাতক, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষা পারদর্শী, মাতৃভাষা বিরোধী, তাঁহারাই বাবু।" ....(উচ্চ হাসি)

বিদ্যাসাগর। (হাসি) তুমি বসো—আমি দেখছি। শম্ভু—

শম্ভু। দাদা— (শম্ভু প্রবেশ করিল)

বিদ্যাসাগর। এই লোকটী গত দু'মাসের মাসোহারা পায়নি—

তিনকড়ি। (লাফ দিয়া বিদ্যাসাগরের পায়ের, খানিকটা ধুলি তুলিয়া নিল) Please excuse me,—আমি বুঝতে পারিনি—I mean—তুমি—আপনি বিদ্যাসাগর—

বিদ্যাসাগর। না না,—তা কি হয়েছে—

(তিনকড়ি সংকোচে সরিয়া গেল)

বিদ্যাসাগর। তোমাকে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে—

তিনকড়ি—। না স্যার—কলেজের অত ছেলের মধ্যে চিন্‌বেন কি করে? I mean—simply absurd—

শম্ভু। কেন ডাক্‌লে দাদা?

তিনকড়ি। দু'মাসের মাইনে বাকি পড়ে। অসুবিধা হচ্ছে—(হাত ঘসিতে লাগিল)

বিদ্যাসাগর। এ দু'মাসের মাসোহারা পায়নি। হাঁ, টাকা না পেলে অসুবিধা হয় বৈকি?

শম্ভু। —গত দু'মাসের টাকা পাঠাবার ভার নিয়েছিল রামবাবু। এমন আরো দু'চার খানা চিঠি এসেছে —তারাও দু'মাসের টাকা পায় নি।

বিদ্যাসাগর। কেন?

শম্ভু। রামবাবু বলেন, কাজের ভীড়ে সময় করে পাঠাতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগর। বেশ, না পেরেছেন—টাকাগুলি এনে আমাকে দিতে বলো। আমি দিয়ে দিচ্ছি।

শম্ভু। আমিও তাই বলেছিলাম। কিন্তু, তিনি বললেন টাকাটা অন্য বাবদে খরচ হয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগর। কত টাকা ছিল?

শম্ভু। আড়াই হাজার।

বিদ্যাসাগর। (ভ্রূকুটি) সে আমাদের আত্মীয় না? (কটূক্তি শুনিয়া শম্ভু নীরব রহিল) আচ্ছা, তুমি এখন যাও—তোমার দু'মাসের টাকা এই সপ্তাহেই পাবে।

তিনকড়ি। Thank you, sir,... I mean... আমি কি বলে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো—

মদন। তুমি না সেদিন বালিকা বিদ্যালয় ভাঙতে গিয়েছিলে? তুমিই বিদ্যাসাগরকে ঢিল ছুঁড়ে ছিলে। তাই ভাব্‌ছিলাম—চেনা মুখ মনে হচ্ছে—

তিনকড়ি। আমি—? না না, No—No. আপনি ভুল করছেন—

বিদ্যাসাগর। (রাগে) আবার মিথ্যে বল্‌ছো—জুচ্চোর—পাঁজি—ভেবেছ কি? আমি তোমাকে জেলে দেবো। বের হও। বের হয়ে যাও—আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও—তোমাদের মুখ দেখলেও পাপ—শয়তান—

(তিনকড়ি বাবু চোরের মত পলায়ন করিল)

মদন। তার কি হয়েছে দয়াময় —'কালঃ অয়ং নিরবধিঃ—বিপুলাচ পৃথ্বীঃ"।

বিদ্যাসাগর। না, এ দেশের উন্নতি নেই—এত শাঠ্য—ধাপ্পাবাজি! শয়তান—সব শয়তান—(দুর্গাচরণ প্রবেশ করিল; শম্ভু বাহিরে গেল)

ডাঃ দুর্গা। সবাই চুপ করে—? (সকলের দিকে তাকাইল)

মদন। পৃথিবী গোল—তাই সব কিছুতেই গোল মাল লেগে আছে। আবার পণ্ডিতেরা বলছে মাধ্যাকর্ষণ; চাপ আর টান, বুঝলে ভায়া? ভারসাম্য না হলেই বুঝতে পারছো ভায়া—সব কুপোকাৎ—

ডাঃ দুর্গা। (উচ্চ হাসি) হাঃ—হাঃ—হাঃ ডাক্তার হানেমান ঠিক ঐ কথাটিই বলেছেন। ঠিক মতো—এক কৌটা একোনাইট পড়েছে কি, রোগী উঠে বসলো। বস্‌তেই হবে বাছাধনকে। হাঁ—একটা ভাল খবর আছে—তাই দৌড়ে এলাম পণ্ডিত।

সুখবর। সুরেন—আমাদের সুরেন—সিভিল সার্ভিস নিয়ে আসছে।

বিদ্যাসাগর। (খুশি হইয়া)--আমাদের সুরেন--! বড়ই আনন্দের সংবাদ দুর্গা।

মদন। ওতো জানা কথাই জেক্‌সন—হতেই হবে—"বাপ্‌কে ব্যাটা সিপাইকে ঘোড়া—" (হাসি)

ডাঃ দুর্গা। আর এক কথা,—যত আপদ তুমি জুটাতে পারো পণ্ডিত। আমার সেই বন্ধুটী কাল আবার এসেছিল।

মদন। তোমার বন্ধু! আশ্চর্য্য—রাজদ্বারে—শ্মশানেচ—?

ডাঃ দুর্গা। না—বন্ধু তাকে বলা চলে না। আমি কারো সঙ্গে তেমন হৃদ্যতা করিনে—সহ্যই হয় না;—সব ব্যাটা স্বার্থপর—সব পাঁজি—

মদন। তাই বল জেক্‌সন—

বিদ্যাসাগর। কার কথা বলছো দুর্গাচরণ?

ডাঃ দুর্গা। মাইকেলের জন্যে যার থেকে টাকা ধার নিয়েছিলে! সে-ই বল্‌লো, বিদ্যাসাগর নিজে হ্যাণ্ডনোট দিয়ে টাকা ধার নিয়েছেন, আর আমি অপেক্ষা করবো না—তার নামে নালিশ ঠুকে দেব—দেখবো, সে টাকা না দিয়ে পারে কি না?—তোমার যত সব বাজে—একটা মদ্যপ—বাংলায় কবিতা লেখে—তা কি হয়েছে—অত গুলো টাকা!

বিদ্যাসাগর। নালিশ দেবে—দিগ্‌গে। কিন্তু তাকে বলে দিও, দুর্গা—ঈশ্বরচন্দ্র কারো আধা পয়সা ধার রাখবে না।—তেমন বাপের ছেলে সে নয়।—আর মধুকে টাকাটা দিয়ে আমিও দুঃখ করিনে—

মদন। "পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ [পরদেশে, ভিক্ষা বৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"]—সেই মধু।

বিদ্যাসাগর। ভেবেছে কি ? টাকা গাপ করবো ?—যত সব হতভাগা—
(গর্ গর্ করিতে করিতে বাহিরে গেল)

ডাঃ দুর্গা। (বিস্ময়ে)—কি হলো মদন ?

মদন। (হতাশ ভঙ্গি) সাম্যের অভাব। গরু দড়ি ছিঁড়েছে।

ডাঃ দুর্গা। না—যাই নিধির বাড়ীটা ঘুরে। পণ্ডিত বড়ই রেগেছে—আমার কি দোষ ? লোকটা নেহাৎ না ছোড়ে-বান্দা—

মদন। নিধির অসুখ কি ?

ডাঃ দুর্গা। নিধির নয়—ওর বোনের। পলসেটিলা কেস। কঠিন হয়েই দাঁড়িয়েছিল। আর দু'দাগ পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে। কাল নাড়ীটা চন্ চন্ করতেই—কর্ডিমাম একটি ফোঁটা ঠুসে দিলাম—অমনি দপ্ দপ্ করে উঠ্লো। ভায়া, হানেমান!

মদন। না—আর নয়—বেলা অনেক হলো,—(উঠিল)

ডাঃ দুর্গা। হাঁ—আমিও চলি—শরীরটে ভাল যাচ্ছে না—গা মেজ্ মেজ্—দু'শ শক্তি একটি দাগ ঝেড়ে দেবো। হাঁ—চলো ভায়া—(বাহিরে গেল) [ক্ষণেক মঞ্চ খালি রহিল। দীনবন্ধু সংকোচে প্রবেশ করিল—অন্য পার্শ্বে শ্রীমন্তের প্রবেশ—মুখে গানের কলি—হাত নড়িতেছে)
কালী কালী কালী বলে, কালের ভয় এড়াইব।]

দীনবন্ধু। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। কে গো ?—মেজবাবু যে—কখন এলে ?

দীনবন্ধু। এই-ই ! দাদা কই ?

শ্রীমন্ত। বাহিরে গেলেন—তা তুমি বসো না।

দীনবন্ধু। —না—আমাকে এখুনি যেতে হবে—শম্ভু কই ?

শ্রীমন্ত। বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করবে না ?

দীনবন্ধু। —না—সময় হবে না।

শ্রীমন্ত। (হেসে) এখন আর আসই না। তা ডেপুটি হয়ে বড়লোক হয়েছো—অনেক রোজগার—টাকা পয়সার তো আর অনটন নেই—

দীনবন্ধু। (রেগে) ও কি কথা ছিঁড়ে—! যা শম্ভুকে আসতে বল—আমি আর ভিতরে যাবো না।

শ্রীমন্ত। —তা যাচ্ছি—

(শ্রীমন্ত ভিতরে গেল—শম্ভু প্রবেশ করিল)

শম্ভু। মেজদা, তুমি এখানে বসে।—ভিতরে এস

দীনবন্ধু। তোর সঙ্গেই আমার প্রয়োজন।

শম্ভু। কেন মেঝদা ?

দীনবন্ধু। দাদা ঋণে ডুবু ডুবু, জানিস্ সে কথা ?

শম্ভু। (হেসে) জেনে সুবিধে কি হবে শুনি ?

দীনবন্ধু। কিন্তু এ অবস্থায়ও দান ধ্যান বাদ নেই—ঋণ করেও তিনি নাম কিনতে চান।

শম্ভু। কি বলছো মেঝদা !

দীনবন্ধু। হাঁ—সর্ব্বস্ব খুইয়েছেন—আমাদের ডুবিয়েছেন—বিধবা-বিবাহের জন্যে তাঁর যথেষ্ট ঋণও হয়েছে।

শম্ভু। তোমার ভয় কি দাদা ?—তোমাকে তো ডেপুটি গিরিও জুটিয়ে দিয়েছেন।

দীনবন্ধু। হ্যাঁ—ভারীতো ডেপুটি গিরি ! তা যাক্, তোর জেঠোমি রাখ। এখন যা বলি—তাই শোন্। সংস্কৃত প্রেস ডিপো-

জিটরী বাঁধা দিয়ে দাদা অনেক টাকা কর্জ্জ করেন। তারা টাকা না পেলে প্রেস নিয়ে নেবে। দাদা প্রেস বিক্রী করবেন মনস্থ করেছেন ; কিন্তু আমাদেরও অংশ আছে তো ? আমি আমার অংশের জন্য নালিশ করছি, তুইও তোর অংশের জন্য নালিশ কর্। -তখন কেউ আর প্রেসের উপর হাত দিতে পারবে না।

শম্ভু। প্রেস আমাদের নয়, দাদাই প্রেস করেছিলেন।

দীনবন্ধু। —তুই খুব জানিস। তা যা হোক্, তোর অংশের জন্য নালিশ করলে তুইও পেয়ে যাবি।

শম্ভু। না,—আমি পারবো না। যা আমার নয়—তার জন্যে মিছিমিছি হাঙ্গামা করবো কেন ?—মানুষেই বা বলবে কি ? যে দাদা আমাদের—না, এমন বিশ্বাস-ঘাতকতা—আমি পারবো না।

দীনবন্ধু। একে দোষের কেন বলছিস !—আমাদের হক্—

শম্ভু। অমন হক্ আমি বুঝিনে। দাদার বিরুদ্ধে আমি নালিশ করবো না।

দীনবন্ধু। কেন ?

শম্ভু। অসম্ভব।

দীনবন্ধু। তবে মর্। (উঠিয়া) আমি আজই দেশে যাচ্ছি—দেশের বাড়ী ভাগ করে নেবো।—ভাল যদি চাস্—

শম্ভু। অমন ভাল আমার চাইনে—

(শম্ভু বাহিরে গেল)

দীনবন্ধু। যেমন বুদ্ধি—(বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বাহিরে গেল)

(বিদ্যাসাগর ক্রোধে গর্ গর্ করিতে করিতে ঢুকিল)

বিদ্যাসাগর। আস্পর্দ্ধা ! নবকুমারের স্ত্রী আমাকে বলে—শচীবামণীর

পাশের জমিটা ভিক্ষে চেয়ে নিতে! (সোর গোল শুনিয়া শম্ভু বাহিরে আসিল, হাতে কাগজ) টাকার গরব! তুমি আমার নবাবের বেটি! আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইনে!

শম্ভু। দাদা!

বিদ্যাসাগর। না,—তোরাই আমাকে দেশত্যাগী করলি। (ক্ষণেক নীরব) ওটা কি শম্ভু?

শম্ভু। এই লোকটিকে মাসোহারা আর পাঠবো না?

বিদ্যাসাগর। কেন?

শম্ভু। মিথ্যে বলে নেবে?

বিদ্যাসাগর। নেয় যদি নিক্—ওরই ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। আমার কি? —বামুন ভিকিরীর ছেলে! এই আত্মাবমাননা—এই উঞ্ছ-বৃত্তি, —না, না শম্ভু, মানুষের সীমাহীন দুঃখ না হলে অপরের কাছে এমনি করে হাত পাত্‌তে পারে না! তুই তাদের মাসোহারা দিয়ে দিস্—ক'টা বা টাকা!

শম্ভু। (ইতস্ততঃ করিয়া) মেঝদা এসেছিল—

বিদ্যাসাগর। কে? দীনবন্ধু?—আবার কেন?

শম্ভু। সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরীর অংশ নিয়ে নালিশ করবে তোমার নামে।

বিদ্যাসাগর। আমার নামে?

শম্ভু। তাই তো বলে গেল—

বিদ্যাসাগর। কিন্তু তার তাতে অংশ কিসের? না—আমি দেবো না! এক পয়সার অংশও কাউকে দেবো না। নালিশ করে আদায় করবে দীনবন্ধু! —তা হবে, সে যে আমার ভাই!

(শম্ভু অধোবদন হইল)

তৃতীয় দৃশ্য

বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকার অফিস।

রামগোপাল ঘোষ পত্রিকারাশি ঘাঁটিতেছিলেন। সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

রামগোপাল। I am sick of this false world, and will love nought—রাম সিং—

(খৈনি হাতে রাম সিং প্রবেশ করিল)

দরোয়ান। জী হুজুর!

রামগোপাল। (পাইয়া) নেই,—মিলা।- আরে হাঁ, দেখো "বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর" (পড়িলেন)—ঠিক হ্যায়—উস্‌কো বাহার দে না।

দরোয়ান। বহুত আচ্ছা হুজুর।—(রামগোপাল সংবাদ-পত্র তুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন—দরোয়ান অপেক্ষা করিতে লাগিল,—)

রামগোপাল। ঔর—

দরোয়ান। (লজ্জিত ভাবে) ঘরসে চিট্টি মিলা হুজুর।

রামগোপাল। আচ্ছা - (হাসি) জরু ভেজা ?

দরোয়ান। জী হুজুর! একঠো লেড়্‌কা হুয়া।

রামগোপাল। (উচ্ছ্বসিত) বহুত আচ্ছা—(টেবিলের উপর হইতে টাকা ফেলিয়া দিয়া) ভেজ দেও—সন্দেশ ভি খিলা দেও—(হাসি)

দরোয়ান। (হাত কপালে স্পর্শ করিয়া) বহুত আচ্ছা হুজুর। (কৃতজ্ঞতায়) লেড়্‌কা বহুত খাপ্‌সুরুত হুয়া—

রামগোপাল। (কাগজ তুলিয়া লইয়া) খুশিকা বাৎ—

দরোয়ান। (ইতস্ততঃ) হাম্‌ ঘর যায়েগে বাবু—একদফে—

রামগোপাল। ঠিক—ঠিক! বহুৎ আচ্ছা। (দরোয়ান হাত কপালে স্পর্শ করিয়া বাহিরে যাইতেই প্যারীচাঁদ মিত্র প্রবেশ করিল)

রামগোপাল। So late ?

প্যারীচাঁদ। না হে না;—এই তো সবে পাঁচটা। এযে 'রাধা প্রেম' বাবা! হলো কি তোমার? আরে নাম করতে করতেই যে—দাদা!

(রাধানাথ শিকদারের প্রবেশ)

রাধানাথ। (পথ হইতে) নিউটন ঠিকই বলেছিলেন, Gravitational Attraction. ঘড়ির কাঁটায় পাঁচটে বাজলো কি—এ মুখো না হয়ে আর উপায়টি নেই—সুর্ সুর্ করে টেনে আনবে। (সকলের হাসি)

রামগোপাল। রেঃ ব্যানার্জিকে দেখছি না। ষড়্‌দর্শনের অনুবাদ নিয়ে বসেছে হয়তো। চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌সন-এ ভাঙ্গন ধরেছে। কি নামই বের করেছিল রিচার্ডসন! (রেঃ ব্যানার্জি প্রবেশ করিল) বেঁচে থাক বাবা, নাম না করতেই—

প্যারীচাঁদ। পাদরি সাহেব কি গঙ্গা-স্নানে গিয়েছিলে? ঘরের তাগিদ বাবা! ধর্ম্ম অর্থ চতুর্বর্গ যে ওখানেই! (হাসি)

রামগোপাল।—আরে শোন, একটা মজার খবর; আমি পড়ছি—(কাগজ উল্টাইয়া—উচ্চ স্বরে) "The sons of the wealthiest natives for a series of years feasted on beaf and burgandy. Their fathers are aware of the same for Davy Wilson's bill. They are free-thinkers and free-eaters—হাঃ হাঃ হাঃ—আমরা ডিরোজিওর যোগ্য ছাত্র—(উচ্চ হাসি)

রাধানাথ। খুব লিখেছে। কি লিখেছে,—free-thinkers and free-eaters ?—হাঃ হাঃ

রেঃ ব্যানার্জি। আর প্যারী সরকার বলে কি না "মদ ছাড়ো"—পণ্ডিত তার সঙ্গে যোগ দিয়ে আন্দোলন পাকিয়েছে—কাটিং-টা পাঠিয়ে দাও—রামগোপাল—

প্যারীচাঁদ। "এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ, তবু রঙ্গ ভরা"—ঈশ্বর গুপ্ত কি মিথ্যে বলে ?

রাধানাথ। টেকচাঁদ বেশ নামটি! টেকোচাঁদ না রেখে চাঁদ কপাল রাখলে আরো মধুর হতো। সার্থক হতো। (হাসি)

রামগোপাল। চক্রবর্ত্তীর বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির কি হ'ল? চলচে কেমন ?

রেঃ ব্যানার্জি। বেশ চলচে। তবে কি জান—ঐ যতক্ষণ উৎসাহ—

রামগোপাল। আর শুনেছ, বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গ দর্শন' বের করছে, এবার গদ্য সাহিত্যে ফসল বুনবে। (ঈষৎ হাসি)

প্যারীচাঁদ। কি আর করবে?—প্রভাকরের প্রভা যে বিলুপ্ত। বেশ বলেন ঈশ্বর গুপ্ত, "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর, যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।"—সেই ঈশ্বরই যখন লুপ্ত—(সকলের উচ্চ হাসি)

রেঃ ব্যানার্জি। তা'হলে "মরাদাহ শবপোড়ার" দল এবার কোমর বেঁধেছে।

রামগোপাল। তাই তো দেখছি, বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে—অন্যদিকে ভূদেব অক্ষয়। ছেলে ছোকড়ার দলে হরপ্রসাদ চেগে উঠছে। মোট কথা বিদ্যাসাগরের Start টা ভালই ছিল। But—এই বাংলাভাষা যেন ক্যাঙালপনা—(হতাশার ভঙ্গি)

রাধানাথ। আমাদের আলালের ঘরের দুলালের কথা কেউ বলছো না।—
(সকলেই অর্থবোধক হাসিতে প্যারীচাঁদের দিকে তাকাইল। সহকারী প্রবেশ করিল)

রামগোপাল। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—শেষ কলমে।

(সহকারী বাহিরে গেল)

সত্যই mutiny দমিয়ে দিলে—একটার পর একটা আইন গড়ে। গণ-বিপ্লব এমনি করেই ফ্রান্সে এসেছিল। কিন্তু এদেশে—থাক্ বাবা; দেয়ালেরও কান আছে। আইনের তো অভাব নেই—। সাদার বিচার কালোর কাছে আর চলবে না,—বুঝলে?—Black Act.

রাধানাথ। মোগল রাজত্বের স্বপ্ন তা'হলে টুটল। Alas! সিপাহীরা বড় মরিয়া হয়ে উঠেছিল হে।

প্যারীচাঁদ। এবার তা'হলে কালা আদমির পিলে হরদম ফাটবে—। এ বিষয়ে গণিতে কোন বিধি নেই শিকদার? (হাসি)

রেঃ ব্যানার্জি। এর একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। Who will protest?—None. রাজা থাকলে অন্ততঃ প্রতিবাদ একটা হতো।

প্যারীচাঁদ। না, সে অযোধ্যাও নেই—আর রামচন্দ্রও নেই—

রাধানাথ। আছেন। এখনও একজন আছেন, সেবার মর্ডাণ্ট-ওয়েল্সের ধৃষ্টতার প্রতিবাদ মনে নেই? "জজ্ সাহেব ভারীতো বিচারক—বলে কি না, বাংগালী জালিয়াত—বলে কি না, বাংগালী জোচ্চোর,—মিথ্যাবাদী। কিন্তু জিজ্ঞেস করি—ক'টা বাংগালী দেখেছে সেই ফিরিঙ্গী সাহেবটা যে বাংগালী জাতির উপর এমন দোষারোপ করে?"

রামগোপাল। কাঁচা বয়সে সিভিলিয়ান—একটু দেমাকী হবেই।

রাধানাথ। আমাদের প্রতিবাদ করতেই হবে।

প্যারীচাঁদ। অর্থাৎ "ক্লৈব মাস্ম—(হাসি)

রামগোপাল। একদিনের কথা আমার মনে আছে, ডিরোজিও সাহেবকে তাড়িয়ে দেবার জ্বালা তখনও আছে মর্ম্মে বিঁধে। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—অন্ধ পরানুকরণআর পাশ্চাত্য মোহ আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে। জাতির মেরুদণ্ড দিয়েছে ভেঙে। মিথ্যে বলেন নি।

প্যারীচাঁদ। মেকলে সাহেব তো স্পষ্টই বলেছে—তাদের শিক্ষা এ দেশে নূতন এক শ্রেণীর পত্তন করবে—A class of persons, Indian in blood and colour but English in tastes. in opinions, in morals and intellect between the ruler and the ruled. হাঃ হাঃ (হাসি) চাকরীর মাকাল দিয়ে আমাদের নাকাল করেছে!

(সহকারী ঢুকে আবার একখানি কাগজ রামগোপালের সাম্‌নে দিলে)

রামগোপাল। কেন?

সহকারী। কোথায় বসবে স্যার—

রামগোপাল। না, তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না। এতটুকু বুদ্ধি জোগাবে না—তো সম্পাদকী শিখবে কি হে—? সম্পাদক হ'লে যে নয়কে হয় করতে হবে—

সহকারী। (মাথা চুলকে)—তা তা—

রাধানাথ। কি ওটা?

রামগোপাল। নীলকর আইনের উপরে একটা লেখা। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—

দিয়ে দাও। শেষ পর্য্যন্ত সরকারকে সাহেবদের অত্যাচার বন্ধ করতে আইন করতে হ'ল—

মেঃ ব্যানার্জি। সাধারণ লোক নাটকে প্রভাবিত হয়। প্রচারে নাটক অব্যর্থ অস্ত্র— পাশুপৎ। দীনবন্ধু যা নাটক লিখেছে— আইন না করে উপায় আছে !

রামগোপাল। নীল দর্পণের কথা মনে হলেই পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের কথা মনে হয়—(হাসি)

প্যারীচাঁদ। পণ্ডিতের সে এক কীর্ত্তি। লোকে বলে না "কীর্ত্তি র্যস্য স জিবতি"-তাই। গিয়েছিলুম নীল দর্পণ দেখতে, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী আর দীনবন্ধু মিত্রের অনুরোধ। মিত্রের বই; অর্দ্ধেন্দু নীলকর সাহেবের ভূমিকা করবে। অভিনয় চলছে, আসর জম জমাট।—অভিনয়ে আছে, নীলকর সাহেব একটি অসহায়া মেয়ের উপর অত্যাচার করছে। সেই দৃশ্য আরম্ভ হ'ল—আমি পণ্ডিতের পাশেই বসে আছি, মাঝে মাঝে পণ্ডিতের মুখের দিকে তাকাই, পণ্ডিতের মুখ লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়। যেই নীলকর সাহেব মেয়েটীর বস্ত্র ধরে টেনেছে—আর যাবে কোথায়? পণ্ডিত দাঁড়িয়ে উঠে, পা থেকে চটি নিয়ে ছুড়ে মারলে নীলকর সাহেবকে। রাগে আমাকে ঠেলছে। হাততালি শুনে মুখ ঘুড়িয়ে দেখি, অর্দ্ধেন্দু সেই জুতো পাটি মাথায় ধরে—বিদ্যাসাগরের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে হাততালি আর কলরোল।

রাধানাথ। (উৎসাহে) Good—তারপর?

প্যারীচাঁদ। যখন প্রকৃত অবস্থা বুঝলে—তখন লজ্জা পেয়ে বসে পড়েছেন, —আর মুখে কথাটি নেই বীর পুঙ্গবের।

রামগোপাল।—হ্যাঁ প্যারীচরণ—এ যুগের বীর পণ্ডিত বিদ্যাসাগর। সেবার দুর্ভিক্ষে পণ্ডিত বিদ্যাসাগর অন্নসত্র খুলে বহু লোককে বাঁচিয়ে ছিলেন,—আবার দেশে দুর্ভিক্ষ জেগে উঠ্‌ছে—সিপাহী বিদ্রোহ শেষ না হতেই। কিন্তু এবার বিদ্যাসাগর নেই,— সেই—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"।

রাধানাথ। পণ্ডিত মানুষের উপকার আর করবে না।

প্যারীচাঁদ। একেবারে বাণপ্রস্থ! "ত্যজ দুর্জ্জন-সংসর্গ—

রেঃ ব্যানার্জ্জি। পণ্ডিত সার বুঝেছে!—Dust thou art, and unto dust shall thou return. Amen! (ক্রুশের ভঙ্গিতে হাত বুকে রাখলো)

রেঃ ব্যানার্জি। আশ্চর্য্য এই বিদ্যাসাগর!—পরের জন্য ঋণ করেই সে ডুব্‌লো। মাইকেলকে কি অল্প টাকা দিয়েছে!

প্যারীচাঁদ। সেও দুই সত্র কবিতা লিখে সে দেনা শোধ করেছে—"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে। করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, দীন যে দীনের বন্ধু।"

রামগোপাল। Oh no. দান্তের স্মরণ উৎসবে মাইকেল যে কবিতা পাঠিয়েছিল, ইতালীর রাজা তার উপর কি বলেছিল—শুনেছ? "It will be a ring which will conneet the Orient with the Occident."—No, he is really great.—'রচিব মধুচক্র; গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান, সুধা নিরবধি।" মিথ্যা বলেনি।

রেঃ ব্যানার্জ্জি। শুন্‌ছি মধুও নাকি ঋণে জর্জ্জরিত। Reckless fellow!

(এই সময়ে সহকারী পুনরায় প্রবেশ করিল)

রামগোপাল। আবার কি ?

সহকারী। পল্লীসংবাদ থেকে কিছু কেঁটে ছেঁটে দিতে হবে—কিন্তু কাকে বাদ দিয়ে—কাকে রাখবো তাই ভাবনা। এইটে বাদ দেব কি ?

রামগোপাল। এইটে বাদ দেবে—বলো কি ? না,—তোমাদের দিয়ে কাজ চলবে না ; শোন সব—"কার্ম্মাটারে সাঁওতাল পল্লীতে সংক্রামক কলেরা রোগে, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর অকাতরে সেবা ঔষধ ও প্রয়োজনে পথ্য দিয়া সাহায্য করিতেছেন, এই বৃদ্ধ বয়সে এই প্রকার যৌবনোচিৎ উদ্যমে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া—দিবারাত্রি—অতি নগন্য সাধারণের মধ্যে যেরূপ খাঁটিতেছেন,—তাহা অবর্ণনীয়। সাঁওতালগণ—এখানে তাহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেছে।"

রেঃ ব্যানার্জ্জি। —ভগবান মিথ্যা বলেনি—'Let us make man in our imge, after our likeness."

(ক্রশের ভঙ্গিতে হাত বক্ষে ন্যস্ত করিল)

প্যারীচাঁদ। হাঃ ঈশ্বর ! একদিন এদের মূঢ়তা দেখেই—তুমিও ত্যাগ করেছিলে !

সহকারী কাগজে আজ আর যায়গা হবে না।—

রাম গোপাল। না না,—আজকের কাগজেই এটা থাকা চাই।—আসল খবরই এই—তোমরা বসো—আমি দেখছি—(রাম গোপাল উঠিতেই এগারটার ঘণ্টা বাজিল)

রেঃ ব্যানার্জি। It is Eleven. Oh, no, I must go now.

রাধানাথ। আমারও শরীরটা ভাল যাচ্ছে না—বয়সও তো হল—রাত

জাগতে আর পারিনে—

প্যারিচাঁদ ।- আর সুতরাং—কাজে কাজেই—

(হাসিয়া সকলেই উঠিল)

চতুর্থ দৃশ্য—

বিদ্যাসাগরের কার্ম্মাটরের বাংলো। সময় প্রভাত। বৃদ্ধ বিদ্যাসাগর বসিয়া লিখিতে ছিলেন—মাঝে মাঝে শুদ্ধ করিতেছিলেন।

(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রবেশকরিল)

হরপ্রসাদ। লেখায় অত কাটাকুটি করছেন কেন?

বিদ্যাসাগর। (হাসি) এতদিন আমরা ভাসার সাধনা করিনি। কাজেই সেও সেধে সাড়া দেয় না। হরপ্রসাদ, এ এমনি।—ঠিক শব্দটি না পেলে—কিছুতেই মন স্পষ্ট হবে না। তাই হাত্‌ড়ে বেড়াই—তাই সর্ব্বদা কাটাকুটি করি। ভূদেব কই? ওকে এ বয়সে আবার টেনে আনলে কেন?

(ভূদেব প্রবেশ করিল)

রাত্রিতে কষ্ট হয়নি তো ভূদেব?

ভূদেব। কষ্ট কেন হবে? (হাসি)

বিদ্যাসাগর। সহুরে লোক তোমরা তাই বলি। তা—হাঁ তোমরা এখনও ছাত্র আছো—ছাত্রের অধ্যায়নই তপস্যা। আর তপস্যার সময়ে আরাম করতে নেই!

ভূদেব। (হাসি) শুনেছি সেকালে গুরু গৃহে অজিন আসনের ব্যবস্থা ছিল। এখন আর সেদিন নেই—সে শিক্ষাও নেই—

বিদ্যাসাগর। (গম্ভীর) শিক্ষাই মানব জন্মের সার্থকতা। সংস্কারের

অন্ধকার দূর করে—জ্বেলে দেয় সত্যের আলো। এক বিরাট দেশ—মহান জাতি আজ অন্ধকারে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছে, তোমাদের সাধনা হবে—এদের মধ্যে শিক্ষার বীজ ছড়িয়ে দেওয়া। তারি ফলে জাতি গড়ে উঠবে, ভবিষ্যতের মহান সম্ভাবনা নিয়ে বিরাট বহুদূর বিস্তারি মহিরুহের মতো। শিক্ষার যথার্থ মর্য্যাদা দানই হবে সঙ্কল্প। আর এর সাফল্যতাই হবেসিদ্ধি।

(জনৈক সাঁওতাল প্রবেশ করিল)

সাঁওতাল। ও বিত্তেসাগর—পাঁচ গণ্ডা পয়সা দে নইলে, হবেক না, তুই এই ভুট্টা কটা লিয়া লে। পাঁচ গণ্ডা পয়সাদে।

(বিদ্যাসাগর উঠিয়া ভুট্টা তাকের উপর রাখিয়া পাঁচ গণ্ডা পয়সা দিলেন)

বিদ্যাসাগর। ভূদেব-হরপ্রসাদ তোমরা ও সেই শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেছো, মনে রেখো আদর্শ বিচ্যুতি আর নৈতিক মৃত্যু একই।

হরপ্রসাদ। আপনার আশির্ব্বাদ বিফল হবে না! শুনেছেন,—হাণ্টার কমিশনে আপনার মতকেই শিক্ষা প্রসারে শ্রেয় মেনেছে ?

বিদ্যাসাগর। আমি—না না, আমি হতভাগ্য, আমি এদের কোন উপকার করতে পারিনি। —তোমরা পারবে।

ভূদেব। আপনাকে একটিবারের জন্য কলিকাতা যেতে হবে। সেই জন্যই আমরা এসেছি।

বিদ্যাসাগর। না ভূদেব এখানে বেশ আছি। এরা অতি সরল জীবন যাপন করে। আরম্বর নেই—আসক্তি ও নেই—কাউকে হিংসা দ্বেষ করে না। প্রতারণা শঠতা এরা জানে না। লোককে ঠকায় না।

হরপ্রসাদ। কিন্তু আপনার নিজের হাতে গড়া মেট্রোপলিটন নষ্ট হতে

বসেছে,—সে খবর রাখেন না। আপনার জামাই কর্ত্তা, কাজেই কেউ কিছু বলতেও সাহস পায় না। তাকে না সরালে উন্নতি হবে না। অথচ সারাজীবনের পরিশ্রমে বাংগালীর এমনি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে—

বিদ্যাসাগর। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় আমি সভ্য সমাজ ত্যাগ করেছি। এই সব বুদ্ধিহীন মানুষের কথা ভাবতে বসলে,—আমার এম্‌প্‌এর গল্প মনে পড়ে। হরপ্রসাদ যে লোক বাদাম গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে আতপ তাপ থেকে আত্মরক্ষা করলে, সে গাছ কোন উপকারে আসে না—কোন মূঢ় বলতে পারে বলো? এরা সব শয়তান।

ভূদেব। এরা মূর্খ। এদের আচরণে রাগ করে, জীবনের আদর্শ সমস্ত জীবনের সাধনা ভুলে যাবেন? প্রাণান্ত পরিশ্রমে যে মেট্রোপলিটন গড়ে উঠেছে; যে শিক্ষাব্রত একদিন যেচে নিয়েছিলেন—আজ তাকে অসমাপ্ত রেখে এমনি ভাবে পরিত্যাগ করবেন?

বিদ্যাসাগর। মানুষের উপর আমি চটেছি। নিজের নিকট আত্মীয়ের কাছে আমি প্রতারিত হয়েছি; যাদের মঙ্গল করতে গিয়েছি তারাই সবচেয়ে বেশী বাঁধা সৃষ্টি করেছে। ঘরে আগুন দিয়েছে, আমার প্রাণের উপর আঘাত হেনেছে। ভাইদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি—তারাই আমার বিপক্ষতা করছে। তাদের ঘৃণিত আচরণে,—তাদের স্বার্থ বুদ্ধিতে আমাকে ঘর ছাড়া করেছে। এই নির্ব্বাসন আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিনি। আমার স্ত্রীপুত্র আমার প্রতি বিরূপ। আজ আমার কেউ নেই। অথচ একদিন এদের মঙ্গল

করবো—এই প্রতিজ্ঞা করে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম—কার্য্য ক্ষেত্রে নেমেছিলাম। —আর আজ সবচেয়ে আঘাত এলো এদের কাছ থেকে। দুঃখ হয়, জীবনের আদর্শকে ত্যাগ করতে হ'লো। ভূদেব যদি আজ আমার মা বেঁচে থাকতেন—হয়ত আমাকে এমনি ভাগ্যহত হতে হত না। আমার মা—(বিদ্যাসাগর কাঁদিতে লাগিলেন)

(একজন সাঁওতাল মাথায় ভূট্টার ঝাঁকা প্রবেশ করিল)

সাঁওতাল। আমায় আটগণ্ডা পয়সা দে বিদ্যাসাগর। (ভূট্টা ঢালিয়া দিল, বিদ্যাসাগর তুলিয়া রাখিয়া পয়সা দিল)

হরপ্রসাদ। বাঃ এত বড় আশ্চর্য্য! খরিদ্দার দর করেনা, দর করে যে বিক্রী করে! এত ভূট্টা লইয়া কি করবেন?

বিদ্যাসাগর। দেখ্‌বিরে,—দেখবি। হাঁ, মায়ের মৃত্যুর আঘাত আজো ভুলতে পারিনি ভূদেব। পিতার মৃত্যুতেও আমি অত দুঃখ পাইনি। পিতার কথা আমার মনেই হয় না আমার মা আমাকে সকল কাজে সমর্থন করতেন—সেই ছিল আমার শক্তি। এ যেন নদীস্রোতে ধৌত বিরাট মহিরুহের মূল। মাটির মায়া তার শিথিল হয়ে যাচ্ছে—আমি তা প্রাণে প্রাণে—অনুভব করি।

(একটা সাঁওতাল ছুঁড়ি প্রবেশ করিল)

সাওতাল ছুঁড়ি। ও বিদ্যেসাগর—আমাদের খেতে দে—

হরপ্রসাদ। ওরা খেতে চাচ্ছে। আমার কাছে খাবার আছে—দেবো?

বিদ্যাসাগর। দুরহ, ওরা কি ওর স্বাদ জানে—না রস পায়? দিলে-টপ্‌ করে খেয়ে ফেলবে, ওদের পেট ভরা নিয়ে কথা। তোর সঙ্গে খাবার আছে নাকি? কই দেখি?

হরপ্রসাদ। এতক্ষণ—বাঁধা আছে, হয়ত নষ্ট হয়ে গেছে। (হরপ্রসাদ উঠিয়া গেল)

ভূদেব। আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে! (বিদ্যাসাগর ঈষৎ হাসিলেন)

বিদ্যাসাগর। (হরপ্রসাদকে বাঁধা দিলে) ওদের অমন করে দিতে আছে। (বিদ্যাসাগর কিছু আলাদা রাখিলেন)

হরপ্রসাদ। ও কি হবে?

বিদ্যাসাগর। খাবোরে—মায়ের হাতে ভাজা তো?

হরপ্রসাদ। হাঁ।

বিদ্যাসাগর। বহুদিন মায়ের হাতের রান্না খাইনি। (দীর্ঘশ্বাস পড়িল)

(সাঁওতালদিগকে দিতেই—গোগ্রাসে গিলিল)

বিদ্যাসাগর। দেখ্‌লি?—(অনেকগুলি সাঁওতাল নৃত্য ও গান করিতে করিতে প্রবেশ করিল। দু একজন বলিতেছে বিদ্যেসাগর—আমাদের খেতে দে—আমাদের খেতে দে। বিদ্যাসাগর কেনা সমস্ত ভূট্টা ঢালিয়া দিল, সকলে কলরব করিয়া খাইতে খাইতে প্রস্থান করিল।

(একজন সাঁওতাল রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিল)

সাঁওতাল। বিদ্যেসাগব আমার ছেলেডা মরছে—দেখ্‌বি চ—

বিদ্যাসাগর। কি হয়েছে রে—?

সাঁওতাল। লোহু পড়াচ্ছে রে—

বিদ্যাসাগর। হুঃ—(ছোট একটি বাক্স হইতে গুটি দুই ঔষধ নিয়ে—অগ্রসর হলেন)

হরপ্রসাদ। আপনি চললেন নাকি?

বিদ্যাসাগর। ওর ছেলেটা মরছে ; এই আসছি,—যাবো আর আসবো—

হরপ্রসাদ। কতদূর যাবেন ?

বিদ্যাসাগর। (পথ থেকে) মাইল দেড়েক হবে, বেশী নয়—এই এক্ষুনি আসবো। (বিদ্যাসাগর চলিয়া গেল,—উভয়ে গমন পথের দিকে তাকাইয়া—অন্যমনস্কে বাহিরে গেল। সাঁওতালগণ— একে একে বাহিরে গেল। মঞ্চে দুই একজন রহিল। একটু: পরে বিদ্যাসাগর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরিলেন : হরপ্রসাদ ও ভূদেব বাহির হইয়া আসিল)

বিদ্যাসাগর। আশ্চর্য্য !—বুঝলি হরপ্রসাদ একদাগে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। এরা তো মেলা ঔষধ খায় না,—তাই অল্পেই উপকার হয়। তোরা কলকাতার বাবু ঔষধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া ফেলেছিস্—বালুর চড়া—রস নেই, (হাসি) মেলা ঔষধ না খেলে তোদের কাজ হয় না।

হরপ্রসাদ। (আস্তে আস্তে উচ্চারণ করিল) খং প্রসুপ্তমিব সংস্থিতে রবৌ তেজসো মহত ঈদৃশি গতিঃ। তৎ প্রকাশয়তি যাবদুত্থিতং মীলনায় খলু তাবচ্চ্যাত্ম।” অস্ত সূর্য্যের গৌরব রশ্মি প্রদোষ কালেও মহিমা বিকিরণ করে !

বিদ্যাসাগর। (হাসিলেন) তুমি তো সেই ফর্ম্মা আঁটা “I has.” চল, এবার স্নান খাওয়া—

ভূদেব। (হাসি) সে খেয়াল আছে ? (হাসিয়া তিনজনে ভিতরে গেলেন।)

প্রথম সাঁওতাল। ও সহরে বাবুগুলির কি কাম আছেরে ! বিদ্যেসাগরকে লিয়া যাইব বুঝি ?

দ্বিতীয় সাঁওতাল। বিদ্যেসাগর বাবুটি বরা ভালা যেগো—

(দীনময়ী ও নারায়ণ প্রবেশ করিল—ধূলি মলিন বেশ—
মুখে চোখে পথ ক্লান্তির অবসন্নভাব)

নারায়ণ। (সাঁওতালকে) এখানে বিদ্যাসাগর মশাই থাকেন না ?

প্রথম সাঁওতাল। তুই উয়ার কে বট ? বিদ্যেসাগরকে তুর কি কাম ?—
না, এখুন হবেক না।

নারায়ণ। কিন্তু আমাদের দরকার—

দ্বিতীয় সাঁওতাল। সহুরে লইয়া যাইবা বুঝি হ—হ—।

দীনময়ী। না না বাবা। এ যে—ওর ছেলে !

প্রথম সাঁওতাল। উহার বেটা ? -রোস্—বিদ্যেসাগর—ও বিদ্যেসাগর—

(বিদ্যাসাগর বাহির হইয়া আসিল)

বিদ্যাসাগর। তোরা ! নারায়ণ ! তুমি ! (নারায়ণ ও দীনময়ী প্রনাম
করিল) হরপ্রসাদ—ভূদেব দেখ এসে কারা এসেছে।
(হরপ্রসাদ ও ভূদেব প্রবেশ করিয়া দীনময়ীকে প্রনাম
করিল। দীনময়ী মাটিতে বসিতে যাইতেছিল)

বিদ্যাসাগর। (বাঁধা দিল) এখানে নয়, ভিতরে এসো—ভিতরে—

নারায়ণ। (হরপ্রসাদ ও ভূদেবকে প্রনাম) আপনারা কবে এলেন ?

ভূদেব। কালই এসেছি বাবা—তোমরা ভাল আছো ?

নারায়ণ। আমি ভাল আছি। মায়ের শরীর ভাল নেই, কিন্তু
পিতাঠাকুর মশাইয়ের অসুখের সংবাদে কোন আপত্তিই
শুনলেন না। (ভূদেব হাসিলেন উত্তর দিলেন না)

দীনময়ী। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না—(টলিতে ছিলেন
বিদ্যাসাগর ধরিলেন)

বিদ্যাসাগর। চল—ভিতরে চল—

দীনময়ী। (বাঁধাদিলেন—নারায়ণকে বিদ্যাসাগরের সামনে আনিয়া)

আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি তোমার এই নির্ব্বাসন আমি আর সহ্য করতে পারিনে। জীবনে তোমাকে বহু কষ্ট দিয়েছি—নিজেও দুঃখ পেযেছি। কিন্তু যাবার আগে—নারায়ণকে তুমি ক্ষমা করেছো, দেখে যেতে না পারলে—মরেও শান্তি পাবো না। চিরজীবন তোমার বিরুদ্ধাচরণ করেছি,- আমার আজ আর লজ্জা নেই। আমার দিনও শেষ হয়ে এসেছে। পতি পুত্র রেখে মরবার সৌভাগ্য সকলের হয় না—। আমার শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ—মিথ্যা হতে পারে না, তাই এসেছি। আমার জন্য নয়,—এই অজ্ঞান পুত্রের জন্য। তাকে যদি তুমি ক্ষমা না কর,—যদি অভিশম্পাৎ দাও—

বিদ্যাসাগর। (তীব্রভাবে বাঁধা দিলেন) নারায়ণকে আমি অভিশাপ দেবো,—তুমি বলছো কি নতুন বৌ! না না তোমাকে কিছু বলতে হবে না।—ওর আবার অপরাধ কি? ও সব আমি গ্রাহ্য করিনে। ওকে আমি ক্ষমা করেছি,- হাঁ ওঠ্ ওঠ্ (নারায়ণকে পদপ্রান্ত হইতে তুলিলেন) যত সব—পাগল—বুঝেছ হরপ্রসাদ, নারায়ণ আমার কাছে ক্ষমা চায়। ও ভুলে গেছে—কিন্তু আমি যে ওর বাপ—(হাসিলেন, চোখের পাশ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল) পাগল—! পাগল!

পঞ্চম দৃশ্য

মেট্রোপলিটান কলেজের সম্মুখভাগ। পেছনে কলেজের বাড়ী দেখা যাইতেছে। উৎসব সজ্জায় সজ্জিত—দ্বারে মঙ্গল কলস পুষ্প মালা পতাকা শোভিত। বার্ষিক উৎসব তিথি। দলে দলে লোকের সমাগম দেখা যাইতেছে।—কেহ দাঁড়াইয়া আলোচনা করিতেছে কেহ অগ্রসর হইয়া যাইতেছে।

তিন চার জনের একটি দল দাঁড়াইল।

১ম। হাঁ আজই কলেজের বার্ষিক উৎসব।

২য়। খুব আয়োজন হয়েছে।—হবেনা—
পণ্ডিতের জিদ— কে না জানে ?—
উদ্যোগিনাং পুরুষ সিংহ,—নিশ্চয়ই সিংহ রাশিতে
বিদ্যাসাগর জন্মে ছিলেন।

৩য়। yes, Metropolitan is a monumental work of education.

৪র্থ। পণ্ডিত শিক্ষার জন্যই জীবনটা দিলে।

২য়। জীবন দিলে মানে—!

৪র্থ। শোননি— সেই যে শ্রীরামপুরে বিদ্যালয় দে তে গিয়ে গাড়ী উল্টে আঘাত পেলেন—সেই থেকেই তো শয্যাশায়ী।— আর হয়তো এই তার শেষ শয্যা।

৩য়। আহাঃ বড় ভাল লোক ছিলেন পণ্ডিত—(দূরে দেখিয়া) ও কে—সুরেন ব্যানার্জ্জি না !

১ম। সুরেন ব্যানার্জ্জি কে ?

৪র্থ। কি বললে—ইয়ং বেঙ্গল—তুমি সুরেন বাড়ুয্যে কে

জান না। ঠিক সেই কারনে সুরেন্দ্রনাথকে সিভিল সার্ভিস থেকে তাড়ালে। দাস জাতি মাথা নুইয়ে—বোবা হয়ে চলবে এই তারা চায়—বুঝেছ?—পণ্ডিত যে তাকে কলেজের কাজে লাগিয়েছে।

২য়। এই শিক্ষায়তনের মধ্যে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়ে উঠেছে। এ তাঁর অমর কীর্ত্তি।

১ম। তাহলে পণ্ডিত আসবে না আজ? আমি তাকে দেখবার জন্যই বহুদূর থেকে এসেছি।

(কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়া গেল। বাহিরে "বিদ্যাসাগর আসছেন—পণ্ডিত বিদ্যাসাগর—।" চলিতে চলিতে তিন চারজন থামিয়া গেল)

১ম। তা হ'লে বিদ্যাসাগর আসছেন!

২য়। এ যে তাঁর জীবন,—শিক্ষাব্রত নিয়েই লোকটা জন্মেছিল!

১ম। আমরা যে তাঁকেই দেখতে এসেছি!

৩য়। আমরাও।

১ম। কৃষ্ণদাস পাল এসেছে?

২য়। আসবে না?—হাতে খড়ির শ্লেট বই পণ্ডিত কিনে দিয়েছিল না?—আজ তাই কৃষ্ণদাস পাল—সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি—

৩য়। লোকটা দান করেই ফতুর হ'ল! মাইকেলের- ফরাসী শ্যাম্পেন যোগাতে সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী বিক্রী হয়ে জানোনা—নন্দকুমারকে কেন ফাঁসি দিয়েছিল জানো?—গেল।

২য়। হতভাগ্য মাইকেল শেষ কালে অচিকিৎসায়—হাঁস পাতালে মারা গেলেন!

১ম। দান করে বিদ্যাসাগর কোন দিন ক্ষোভ করেন নি। তিনি যাকে দান করতেন সে ছাড়া আর কেউ তা জানতে পারতো না। পণ্ডিত স্পষ্টই বলতেন,—লোকের সামনে দিলে লজ্জা পাবে, তাই গোপনে দিই। প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। লোকের কষ্ট লাঘবই আমার ইচ্ছা। নামে আমার প্রয়োজন কি!—আমাদের হরপ্রসাদ—পণ্ডিতই তাকে মানুষ করলে, তাই—আজ সে শাস্ত্রি।

৩য়। তাঁর সেই আদর্শ আত্মার কোন দিনই মৃত্যু নেই! (অগ্রসর হইয়া গেল। আর একদল প্রবেশ করিল)

১ম। দেশের লোক হুজুগ প্রিয়! আজ পণ্ডিতকে মাথায় তুলে নাচ্‌ছে—আর যেদিন মেয়ে স্কুল খুলে ছিলেন, কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা। কতজনে বলেছে, "এইবার কলির বাকি যা' ছিল হ'য়ে গেল। মেয়েগুলি কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবেনা।"

২য়। নাটুকে রাম নারায়ণ রসিকতা করতো, বাপরে বাপ; মেয়েদের লেখা পড়া শিখালে কি আর রক্ষা আছে! এক 'আনা' শিখিয়ে রক্ষে নেই; চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন, করে অস্থির। অন্য অক্ষর শেখালে আর রক্ষে থাকবে না।

১ম। "বিবিজান চলে যান লবেজান করে" (উচ্চ হাসি) কি কবিতাই লিখে গেছে ঈশ্বর গুপ্ত। গুপ্ত হলেও ঈশ্বর তো বটে!

১ম। আজ সেই বিদ্যালয়ে বালিকাদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না—

২য়। কিন্তু বিধবা বিবাহ—ও আর কিছুতেই প্রচলন করতে

পারলেন না। এ তাঁর অপকীর্ত্তি—

১ম। তিনি সর্ব্বস্ব এর জন্য খুইয়েছেন।

৩য়। আমাদের সংস্কার!

১ম। পণ্ডিত এত বিদ্বান—অথচ ধর্ম্মের ত্রিসীমা কখনও মাড়াননি।

২য়। —শোন নাই বুঝি সেই গল্প—? একবার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দক্ষিণেশ্বরে বাবা ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন। বাবাঠাকুর পণ্ডিতকে দেখে রসিকতা করেন, সাগর আবার ডোবার কাছে কেন? বিদ্যাসাগর হেসে উত্তর দিলেন, সাগর আর ডোবার মূল পদার্থের প্রভেদ আছে কি? তাঁর সত্য পরিচয় ডোবাতেও লুকানো আছে!

(হাসিতে হাসিতে—বাহিরে গেল। হরপ্রসাদ ও ভূদেব প্রবেশ করিল)

হরপ্রসাদ। বিদ্যাসাগর মশাই আসবেন খবর দিয়েছেন।

ভূদেব। এই শরীর নিয়ে তাঁর আসার কি প্রয়োজন ছিল—?

হরপ্রসাদ। সবাই ও কথা বলেছে; কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। যারা বাঁধা দিয়েছিল তাদের বলেছেন, হয়ত এই আমার শেষ.—আমি শেষ বারের মতো আমার ছাত্রদের দেখতে চাই।

ভূদেব। শিক্ষার জন্য এত আগ্রহ এমন ছাত্র প্রীতি আমি আর দেখিনি হরপ্রসাদ।

(আর একটিদল পাশ দিয়া বলিতে বলিতে গেল। "এসে গিয়েছেন।" "ঐ যে পাল্কি দেখা যাচ্ছে")

হরপ্রসাদ। চলুন তা হলে কাজ আরম্ভ করি—বিদ্যাসাগর মশাইকে বেশীক্ষণ রাখা সঙ্গত হবে না।

ভূদেব। কিন্তু তাঁর আসা উচিৎ হয় নি—(বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলেন—আরো তিন চার জন প্রবেশ করিল)

১ম। সভা আরম্ভ হয়ে গেছে ?

২য়। বিদ্যাসাগর মশাই এসেছেন ?

৩য়। তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদনে এতটুকু অবহেলা কখনও করেন নি। সময়নিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।

২য়। তিনি আসেন নি ?—তিনি ছাড়া সভা—এযে শিব ছাড়া যজ্ঞ। এহ্‌তে পারে না।

৩য়। শুনেছি তাঁর শরীর ভাল নেই।

১ম। বয়েস ও তো কম হয় নি -এই—একাত্তর চলছে। বয়সের দোষ কি ?—সারা জীবনের খাঁটুনি—

৩য়। Really. He struggled with poverty, with social evils, with ill customs, slavery and with what not……… He is a true revolutionary incarnate, He struggled through out his life

(এই সময়ে দূরে শোনা গেল। "সাবধান" 'সাবধান" "খুব আস্তে"—"খু-উ-ব আস্তে"—"ডাক্তার"--"ডাক্তার" ইত্যাদি।)

১ম। ও কিসের শব্দ ?—ডাক্তার ডাকছে কেন ? - কি হলো ?

৩য়। How do I know. I am here. চলুন দেখা যাক্।
(অনেকে একত্রে বিদ্যাসাগরকে পাঁজা কোলে প্রবেশ করিল। অতি সাবধানে তাঁহাকে নামাইয়া রাখিল)

২য়। কি ?—কি ব্যাপার ?

শম্ভু। দুর্ব্বল শরীর। উঠতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেলেন।

১ম। আসবার কি দরকার ছিল!

২য়। না এসে কি থাকতে পারেন—এযে তাঁর প্রাণ!

৩য়। ডাক্তার—ডাক্তার ডাকতে গেছে? (ভূদেব ও হরপ্রসাদ ব্যস্ত হয়ে ঢুকিল)

ভূদেব। যত সব ছেলে মানুষি! কেন? কি দরকার ছিল? হরপ্রসাদ দেখ দেখি নাড়ীটা—ঠিক চলছে?
(হরপ্রসাদ হাত দেখিতে লাগিল)

শম্ভু। ডাক্তার ডাকতে গেছে।

ভূদেব। ও আপনিও সঙ্গে আছেন দেখছি, তা ওকে কেন আসতে দিলেন? হরপ্রসাদ—বুঝছো কেমন?

হরপ্রসাদ। খুবই দুর্ব্বল। (মুখ বিকৃতি)

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ভূদেব। (অস্থির) এইযে এসেছো ডাক্তার, দেখ দেখি কি কাণ্ড! বুড়ো হলে লোকের বুদ্ধি লোপ পায়—

ডাক্তার। (গম্ভীর) সরে যাও—সব সরে যাও।
বাতাস চাই—হাঁ বাতাস। আলো বাতাস বন্ধ করেই তোমরা রোগীকে মারবে। মূর্খ—যত সব মূর্খ—জল—জল—(ডাক্তার রোগীর হাত তুলিয়া নিল)

ভূদেব। কেমন বুঝছো ডাক্তার? কোন জ্ঞান নেই—শম্ভুবাবু আপনিও তো ছিলেন সাথে—
(বৃথা অনুযোগ এমন ইঙ্গিত করিলেন)

হরপ্রসাদ। ডাক্তার বাবু—

ডাক্তার। (গম্ভীর) Very weak বড়ই দুর্ব্বল। I am afraid—

ভূদেব (অনুরোধে) বুকটা দেখুন ডাক্তার বাবু—(হতাশ ভঙ্গি)

(ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বুক পরীক্ষা করিতে লাগিল)

ডাক্তার। না, ভয় নেই। তবে ভয় হতে কতক্ষণ—? এখানে নিয়ে এলে কেন? আসতে দেওয়া ঠিক হয়নি। না—তোমাদের বলেও কিছু লাভ নেই। যত সব অজ্ঞ মূর্খ। ডাক্তারের পরামর্শ সময় থাকতে নেবে কেন—যত সব—

শম্ভু। দাদা কথা শোনেন না। নিষেধ করে ছিলাম—

হরপ্রসাদ। এ ওর নিজের কীর্ত্তি—ডাক্তার—

ডাক্তার। রাখো তোমার কীর্ত্তি। তোমাদের যা খুশি কর বাপু—সব ইয়ং বেঙ্গল কিনা! আমরা সে কালের লোক।—তাই যদি নয় তবে ডাক্তার ডাকা কেন? ডাক্তার ডাকবে তো তার কথা শুনে চলতে হবে! (ভূদেবকে) কি বলেন আপনি? আপনিতো বিজ্ঞ লোক। Medical man দের অনেক দায়িত্ব। রোগীর মর্জ্জি দেখলে চলে না। রোগী কি তেঁতো কুইনাইন খেতে চাইবে? কিন্তু তাকে খাওয়াতেই হবে, নয় জ্বর ছাড়বে কেন?

হরপ্রসাদ। রোগাশরীর বলে ও বিশ্রাম তো নেই—অনবরত চলছে লেখা।

ভূদেব। এই বয়েস—এই স্বাস্থ্যে একটুকু বিরাম নেই—উপরন্তু জেদ আছে—ডাক্তার কেমন দেখছো?

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিতে করিতে) হতেই হবে। ক্ষয়ই এখন প্রবল। শুভ আশা বৃথা। ক্ষতি আর পূরণ—এই নিয়েই চলছে জীবন। যেখানে পূরণ নেই,—কেবল ক্ষতিই ক্ষতিয়ে চলবে, সেখানে ফতুর হতে কতক্ষণ। (বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর। (অস্ফুটে) জল।

ভূদেব। (ব্যস্ত) জল —জল কৈ —শীঘ্র জল—

হরপ্রসাদ। এই তো জল রয়েছে। অস্থির হবেন না। (বিদ্যাসাগরের মুখে জল দিল)

ভূদেব। ও—জল আছে। (মুখের উপর ঝুঁকে) এখন কেমন বোধ করছেন? (পণ্ডিত তাকাইলেন)

ডাক্তার। (বাঁধা দিল) নানা, এখন কথা নয়। আরো বিশ্রাম চাই— বিশ্রাম।

শম্ভু। (জল মুখে দিল) এখন কেমন বুঝছো দাদা? নারায়ণকে সংবাদ দিয়েছি—এখুনি আসলো বলে—

বিদ্যাসাগর। (হাত তুলিয়া নিষেধ) দরকার নেই। হরপ্রসাদ কৈ? —ভূদেব? (ভূদেব, হরপ্রসাদ মুখের উপর ঝুঁকিল)

ভূদেব। পণ্ডিত!

বিদ্যাসাগর। (আস্তে আস্তে) কি বলেছেন মিঃ সাটক্লিপ?

হরপ্রসাদ। মেট্রোপলিটনের ফল দেখে মিঃ সাটক্লিপ, বলেছেন,—'পণ্ডিত তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

ভূদেব। একথা তাকে বলতেই হবে!

বিদ্যাসাগর। শোন ভূদেব শোন—কি বলেছে—মিঃ সাটক্লিপ। অথচ এরাই বলেছিল, ইংরেজী ভাষা আবার বাংগালী পড়াবে কি! আমার কলেজ স্থাপনের সময়, এরা কত বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছিল। কিন্তু আজ?—আজ সাটক্লিপ সাহেবকেও বলতে হলো তো— "পণ্ডিত তাক লাগিয়ে দিয়েছে।" (পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল)